পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 71 Tuesday, 10 February, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৭১ সংখ্যা ❋ ২৭ মাঘ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

১৪-য় চূড়ান্ত তালিকা নয়

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইআরও-দের হাতেই, আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে ডিজিকে শোকজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট করে জানাল, মাইক্রো-অবজার্ভারদের দায়িত্ব সীমিত থাকবে কেবলমাত্র ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের সহায়তার মধ্যেই। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কোনও অবস্থাতেই মাইক্রো-অবজার্ভারদের হাতে থাকবে না। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণে জানানো হয়েছে, কোনও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অধিকার মাইক্রো-অবজার্ভারদের নেই। এই ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ইআরও-দের কাছেই থাকবে। আদালতের মতে, প্রশাসনিক সহায়তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন বজায় রাখা জরুরি, যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং আইনি কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকে। শুনানিতে প্রধান বিচারপতি আরও উল্লেখ করেন, নতুন সরকারি আধিকারিকদের অন্তর্ভুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আবেদনকারীদের জমা দেওয়া নথি যাচাইয়ের কাজে অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। এই প্রেক্ষিতে, আবেদনকারীদের একাংশের প্রস্তাব মেনে আদালত নির্দেশ দেয়, ১৪ ফেব্রুয়ারির পর আরও এক সপ্তাহ সময় পাবেন ইআরও-রা। ওই সময়ের মধ্যেই নথি যাচাই সম্পূর্ণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। এদিনই মামলার শুনানিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান আদালতকে জানান, নির্বাচন কমিশনের কাজে সহযোগিতার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ৮,৫০০ জন কর্মী দিয়েছে। তাঁর দাবি, শনিবার ই-মেলের মাধ্যমে এই তথ্য কমিশনকে জানানো হয়েছে। যদিও আদালতের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তালিকাভুক্ত মোট কর্মীর সংখ্যা ৮,৫৫৫ জন। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, যাদের নাম পাঠানো হয়েছে, সেই ৮,৫৫৫ জন গ্রুপ-বি স্তরের অফিসারকে অবশ্যই সোমবার বিকেল ৫টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের (ডিআরও) কাছে রিপোর্ট করতে হবে। এই নির্দেশ কার্যকর করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ওপর বর্তেছে। পাশাপাশি আদালত জানায়, নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনে বর্তমান ইআরও এবং এএআরও-দের বদল করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আবার কমিশন চাইলে উপযুক্ত মনে হওয়া আধিকারিকদের দিয়েই কাজ চালাতে পারবে। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা কমিশনের হাতেই থাকবে। এছাড়াও, যেসব রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের নাম পাঠানো হয়েছে, তাঁদের বায়োডাটা প্রাথমিকভাবে যাচাই করার পর মাইক্রো-অবজার্ভার হিসেবে কাজ করার জন্য এক বা দুই দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে বলেও জানায় শীর্ষ আদালত। এদিনের শুনানিতে রাজ্যের তরফে কর্মী দেওয়ার কথা শোনার পর প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে বলেন, ''সমস্যা তো এখানেই। কর্মী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁদের নামের তালিকা কোথায়? আমরা তো বলেছিলাম,

বাংলা জানা কর্মী প্রয়োজন।'' মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী জানান, জেলাভিত্তিক বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছিল। তবে কমিশনের আইনজীবী সেই দাবি নাকচ করে বলেন, ওই সংক্রান্ত কোনও তথ্য তাঁদের হাতে পৌঁছয়নি। এই অবস্থায় বিতর্কে না গিয়ে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, ''এই বিষয় নিয়ে আর তর্ক চাই না। নামের তালিকা সংক্রান্ত বিষয়টি পরিষ্কার করতে আমাদের মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠাতে হবে।'' মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী দাবি করেন, রাজ্যের কাছে কর্মীদের নামের তালিকা রয়েছে এবং সব গ্রুপ 'বি' অফিসারই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি জানতে চান, সেই তালিকা কমিশনের হাতে আদৌ তুলে দেওয়া হয়েছে কি না। উত্তরে মমতার আইনজীবী জানান, প্রত্যেকের নাম-সহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে কিছুটা সময় লাগবে। তখনই প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, এর অর্থ হল কর্মীদের নামের তালিকা এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয়। সেই অবস্থায় ওই কর্মীরা কীভাবে ডিইও-র কাছে রিপোর্ট করবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবীকে উদ্দেশ করে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, ওই ৮,৫০০ অফিসার আদৌ আগামী দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট ইআরও-দের কাছে রিপোর্ট করতে পারবেন কি না। পাশাপাশি এইআরও-রা রাজ্য সরকারের আধিকারিক কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। জবাবে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এইআরও-রা রাজ্য সরকারের আধিকারিক এবং তাঁদের পদমর্যাদা মাইক্রো অবজার্ভার থেকেও নীচে। পরে বিচারপতি বাগচি প্রশ্ন করেন, এইআরও-রা গ্রুপ 'এ' না গ্রুপ 'সি' অফিসার। তার উত্তরে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি জানান, ২৯৪ জন ইআরও স্তরের অফিসার গ্রুপ 'এ' শ্রেণির। সুপ্রিম কোর্টে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রয়োজনীয় অফিসারদের ধরন উল্লেখ করে তারা মোট পাঁচটি চিঠি পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মী কমিশনকে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়। প্রধান বিচারপতি কান্ত স্পষ্ট করেন, প্রয়োজন হলে আদালত উপযুক্ত নির্দেশ দেবে। তবে এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনও রকম প্রতিবন্ধকতা মেনে নেওয়া হবে না-এই বার্তা সব রাজ্যের উদ্দেশেই পরিষ্কার করে দেন তিনি। রাজ্য সরকারের পক্ষে সিঙ্ঘভি দাবি করেন, কমিশন কখনও গ্রুপ 'বি' অফিসার চায়নি। তবে কমিশনের আইনজীবী সেই বক্তব্য খণ্ডন করে জানান, তাঁদের প্রয়োজন ছিল ৩০০ জন গ্রুপ 'বি' অফিসার। বাস্তবে পাওয়া গেছে মাত্র ৮০ জন, বাকি কর্মীরা গ্রুপ 'সি' ও অন্যান্য শ্রেণির বলে আদালতকে জানানো হয়। প্রধান বিচারপতি ব্যাখ্যা করেন, মাইক্রো অবজার্ভারদের ভূমিকা হল ইআরও ও এইআরও-কে সহায়তা করা। রাজ্যের অফিসাররা যুক্ত হলে তাঁরাও মতামত দিতে পারবেন, যা ইআরও-র সিদ্ধান্তকে আরও শক্ত ভিত দেবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এজলাসে মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী দিওয়ান অভিযোগ করেন, নামের বানানে গরমিল দেখিয়ে ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ারই উদ্দেশ্য নেওয়া হচ্ছে। কমিশনের আইনজীবী আদালতে জানান, মাইক্রো অবজার্ভারদের জন্য অন্তত ১০ দিনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তিনি জানান, এখনও প্রায় ১৪ লক্ষ শুনানি বাকি রয়েছে। প্রধান বিচারপতি বলেন, রাজ্যের অফিসাররা মঙ্গলবার যোগ দিতে পারেন, তবে তাঁদের নথি দেখার সুযোগ দেওয়া হোক, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও সহজ হয়। বিচারপতি বাগচি কমিশনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, নোটিস মূলত 'ম্যাপড' ভোটারদের জন্য, কিন্তু সফটওয়্যারের কারণে নামের সামান্য পার্থক্য থাকলেই ডেকে পাঠানো হচ্ছে। উদাহরণ দেন, বাংলার পরিবারে 'কুমার' মধ্যনাম হিসেবে সাধারণ তা বাদ পড়লেও নোটিস পাঠানো হচ্ছে। বিচারপতি বাগচি মন্তব্য করেন, সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিস্তৃতভাবে নোটিস পাঠানো হলেও বাস্তবতার সঙ্গে তা মেলে না। উদাহরণ হিসেবে বলেন, ''৫০ বছরের ব্যবধানকে দাদু-নাতির সম্পর্ক ধরে নেওয়া হচ্ছে, অথচ বাস্তবে বিয়ে হয় প্রায় ২০ বছরের বয়সেও। সফটওয়্যার এই বাস্তব পার্থক্যগুলো বিবেচনা করছে না।'' বিচারপতি বাগচি কমিশনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ''কিছু পরিবারে ৫-৬ সন্তান থাকলেও ৫০ বছর হলে নোটিস পাঠানো যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। কিন্তু যেই সফটওয়্যার টুল ব্যবহার করা হয়েছে, তা অত্যন্ত কঠোরভাবে কাজ করছে।''

নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অন্দরে বিধায়কদের নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ নিয়ে মামলায় সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। তাঁর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ - উভয়েই সাংবিধানিক পদে আসীন। ফলে মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তারক্ষী-সহ বিধানসভায় প্রবেশ করলেও তা আদালত অবমাননার মধ্যে পড়ে না। এই মামলা দায়ের করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ ছিল, বিধানসভার অধ্যক্ষ যখন ঘোষণা করেছিলেন যে কোনও বিধায়ক নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে সভার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না, তখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেন - সেই প্রশ্নেরই বিচার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলার শুনানিতে

অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, দেশের সাংবিধানিক কাঠামোয় চারটি পদ বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত - মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার স্পিকার, বিচারপতি এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল। তাঁর যুক্তি, এই সাংবিধানিক পদগুলির সঙ্গে যুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাধারণ বিধায়কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশের আওতায় পড়ে না। এজি স্পষ্ট করে বলেন, এর বাইরে কেউ, বিরোধী দলনেতাও নন - নিজেকে সাংবিধানিক পদের সমতুল্য দাবি করতে পারেন না। অন্যদিকে, শুনানির সময় বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, আদালত এই মামলার গভীরে প্রবেশ করতে আগ্রহী নয়। তবে তিনি পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন, বিধানসভার ভিতরে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও নিয়মের প্রশ্নে স্বচ্ছতা বজায় রাখা প্রয়োজন বলে মত আদালতের। একই সঙ্গে বিচারপতি জানান, বিধানসভার অধ্যক্ষ যে নিরাপত্তারক্ষী সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন, তা সব বিধায়কের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এর আগে আদালতের তরফে বিধানসভা সচিবকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল বলে মামলার নথিতে উল্লেখ রয়েছে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, সেই নির্দেশের পরও মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার অন্দরে নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশ করেছেন, যা আদালত অবমাননার শামিল। তবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই অভিযোগ মানা হয়নি। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা ঘোষণা করেন মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৭ এপ্রিল।

বিদায়বেলায় শীত, বাংলায় এবার পারদ চড়বে ৪০ ডিগ্রি পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ বিগত দেড় মাস ধরে বাংলায় শীতের ইনিংস চলছে। অনেকের আশা, আরও এক মাস অন্তত এমন আবহাওয়া থাকুক। কিন্তু তেমনটা হচ্ছে না। এই মুহূর্তে শীতের কাম। কিছুটা বজায় থাকলেও, এমন পরিবেশ বেশিদিন স্থায়ী হবে না। কয়েকদিন আগেই আবহবিদরা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ফের ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে নামতে পারে। পাশাপাশি জানানো হয়েছিল, রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছনোর সম্ভাবনাও রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, চলে যাওয়ার আগে শেষবার ঝোড়ো ব্যাটিং করবে শীত। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সাত দিন জুড়েই পশ্চিমবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বুধবার পর্যন্ত টানা তিনদিন আবহাওয়ায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। রাজ্যের সর্বত্রই প্রায় একই ধরনের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। এই মুহূর্তে কলকাতায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে রয়েছে। শহরের পাশাপাশি একাধিক জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আগামী দু'দিন হালকা উত্তুরে হাওয়া বইবে, ফলে ভোর ও সকালের দিকে ঠান্ডার অনুভূতি বজায় থাকবে। তবে তাপমাত্রায় বড়সড় ওঠানামার সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার থেকে ধীরে ধীরে বদল আসবে আবহাওয়ায়। ওই সময় থেকে টানা তিন দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়তে পারে। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যদিও স্বাভাবিকের কাছাকাছিই থাকবে। অর্থাৎ, দুপুরে শীতের দাপট কমলেও রাত ও ভোরে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হতে পারে। সপ্তাহান্তে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ- দু'ধরনের তাপমাত্রাই স্বাভাবিকের ঘরে ফিরবে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ অনেকটাই ফিকে হবে। ১২ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গেও বুধবারের পর থেকে রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভোরের দিকে কুয়াশা দেখা যেতে পারে, যদিও ঘন কুয়াশা নিয়ে কোনও সতর্কতা নেই। এক বছর আগে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতেই শীত বিদায়ের সুর বেজে গিয়েছিল। এ বার এখনও সেই ছবি নেই। যদিও আগাম গরম নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন আবহবিদরা। তার আগে শীতের এই শেষ পর্বটুকু উপভোগ করতে চাইছেন শহরবাসী।

পিএম কেয়ার্স ফান্ড নিয়ে সংসদে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না! কেন্দ্রের অবস্থানে ফের বিতর্ক তুঙ্গে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার্স ফান্ড সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন সংসদে গ্রহণযোগ্য নয়-এই অবস্থান ফের স্পষ্ট করল কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভা সচিবালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই তহবিল সংসদীয় নজরদারির আওতায় পড়ে না। কেন্দ্রের এই ব্যাখ্যা সামনে আসতেই ফের বিতর্ক তীব্র হয়েছে রাজনৈতিক মহলে, বিশেষ করে বিরোধী শিবিরে। সরকারি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পিএম কেয়ার্স একটি জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট। এই তহবিল সরকার থেকে অর্থ পায় না এবং কোনও ভাবেই সরকারি বাজেটের অংশ নয়। ফলে এর কাজকর্ম, অনুদান বা ব্যয়ের খুঁটিনাটি তথ্য জানতে চেয়ে সংসদে প্রশ্ন তোলা নিয়মসঙ্গত নয়। পিএম কেয়ার্স সরকারি হিসাবের আওতায় পরিচালিত হয় না এবং সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছানুদানের উপর নির্ভরশীল, তাই সংসদে এই সংক্রান্ত প্রশ্ন গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই অবস্থানেই আবার প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, জনসাধারণের অর্থে গড়ে ওঠা একটি তহবিলের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি থাকা প্রয়োজন। কংগ্রেসের এক জাতীয় মুখপাত্র সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি দাবি করেন, আরটিআইয়ের মাধ্যমে

সাধারণ মানুষকে আগেই পিএম কেয়ার্স সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হয়নি। এবার সংসদ সদস্যদের পক্ষেও প্রশ্ন তোলার রাস্তা বন্ধ করা হল। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন- যদি সত্যিই এই তহবিল জনকল্যাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে তথ্য প্রকাশে ভয় কোথায়? ফান্ড গঠিত হয় ২০২০ সালের মার্চ মাসে, কোভিড-১৯ অতিমারির সময়। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য এই তহবিল ব্যবহার করা হয়েছে বলে সরকার দাবি করে। ব্যক্তি, কর্পোরেট সংস্থা এবং বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে এই ফান্ডে অনুদান এসেছে। গত মাসের শেষদিকে প্রধানমন্ত্রীর দফতর লোকসভা সচিবালয়কে জানায়, সংসদের কার্যবিধির ৪১ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী পিএম কেয়ার্স, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল (এনডিএফ) সংক্রান্ত প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বশেষ সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালের মার্চ মাসে পিএম কেয়ার্স ফান্ডে জমা ছিল ৬,২৮৩.৭ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের বক্তব্য, এই তিনটি তহবিলই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছানুদানের মাধ্যমে পরিচালিত এবং কোনওটিতেই সরকারি বাজেটের অর্থ ব্যবহৃত হয় না। সেই কারণেই সংসদীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে এগুলিকে একই শ্রেণিতে রাখা হয়েছে। তবে এই ব্যাখ্যা রাজনৈতিক বিতর্ক থামাতে পারছে না বলেই মত পর্যবেক্ষকদের।

এসআইআর নিয়ে এবার কলম ধরলেন অভিষেকও!

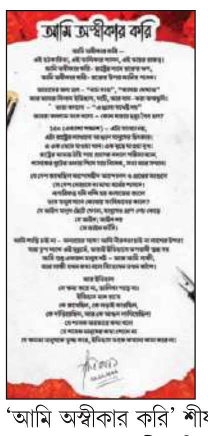

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ সিঙ্গুরের সভা থেকে নিজের নতুন বইয়ের কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুরের মাটিতেই বাংলার এসআইআর নিয়ে লেখা একটি কবিতা পাঠ করেও শুনিয়েছিলেন তিনি। তারপর জানিয়েছিলেন, 'তিন দিনে আমি ২৬টি কবিতা লিখেছি। সেটাই বই হিসাবে প্রকাশ করা হবে। নাম স্যর বা ইংরেজিতে এসআইআর।' এবার তৃণমূল সুপ্রিমোর মতোই কলম ধরলেন দলের সেনাপতি তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন প্রক্রিয়া বা এসআইআর নিয়ে কবিতা লিখলেন তিনি। সোমবার নিজেই সমাজমাধ্যমে 'আমি অস্বীকার করি' শীর্ষক কবিতাটি পোস্ট করেছেন অভিষেক। যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় বিরোধিতা, সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ। তৃণমূলের চোখে বাংলার এসআইআর যেন এক 'জ্বলন্ত দলিল'। নিজের কবিতাতেও সেই দিকটিকেই তুলে ধরেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন, '১৫০, এটা সংখ্যা নয়, এটা রাষ্ট্রের লাগানো আগুনে মানুষের চিৎকার।' বাংলায় এখনও পর্যন্ত এসআইআর-এর কারণে হওয়া 'মৃত্যু'কেই কবিতার ভাষায় তুলে ধরেছেন অভিষেক। কবিতার মাধ্যমে অভিযোগ তুলেছেন মৃত্যুর সংখ্যা দেড়শো পেরিয়ে যাওয়ার। বাংলার নিবিড় পরিমার্জন ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের জল গড়িয়েছে অনেক দূর। গতিশীল হয়েও সেই জল নিয়েই জলঘোলা কম হয়নি। অভিষেকের কবিতা যেন সেই বিতর্কের প্রতিচ্ছবি। যা ভাল চোখে দেখছে না বিজেপি। তৃণমূলের সেনাপতির প্রতিবাদী ভাষা শুনে রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ''কোথা কোথা থেকে টুকল, এত কথা তো ওই রাজপ্রাসাদ থেকে বেরনোর কথা নয়। কে লিখে দিয়েছেন? যাই হোক না কেন, কেউ একটা লিখে দিয়েছেন, উনি শুধু পোস্ট করেছেন। নির্বাচনের পর এই সব লেখার অনেক সময় পাবেন। তবে নিজে লেখার চেষ্টা করুন।''

স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের পথে বিরোধী দলের সাংসদরা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ বেনজির পদক্ষেপ নিতে চলেছে বিরোধী দলের সাংসদরা। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। এমনটাই জানা গিয়েছে সূত্র মারফত। অভিযোগ, লোকসভার স্পিকার ক্ষমতাসীন দল বিজেপি ও বিরোধীদের মধ্যে মতপার্থক্য, গভীর অবিশ্বাস দেখান। তাই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের আর্জি জানাবে বিরোধী দলের সাংসদরা। তবে এখনই নয়, বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে সেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। কারণ আস্থা ভোটের ক্ষেত্রে ১৪ দিনের একটি নোটিস পিরিয়ড দিতে হয়। সেই সময় এখন নেই, কারণ আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথমার্ধ শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হবে আগামী ৯ মার্চ থেকে চলবে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। তখনই এই পদক্ষেপ করবে বিরোধী দলের সাংসদরা। এমনটাই জানা যাচ্ছে। কিন্তু কেন এই পদক্ষেপ? সূত্রের খবর, প্রাক্তন সেনা প্রধান এমএম নারভানের একটি অপ্রকাশিত বইয়ের কিছু লেখা লোকসভায় পড়তে শুরু করেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। যাতে তীব্র আপত্তি জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ একাধিক বিজেপি সাংসদরা। এমনকি রাহুল গান্ধীকে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা স্পষ্ট বলে দেন, কোনও বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজের আর্টিকেল সংসদের ভিতরে পড়া যাবে না। যাকে কেন্দ্র করে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। অভিযোগ, রাহুলকে বই পড়তে বারণ করলেও, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে কিছুদিন আগেই সংসদে একটি বই পড়েন। তখন স্পিকারের আসনে থাকা

চেয়ারম্যানের কথাও অবজ্ঞা করেন বিজেপি সাংসদ। এই দ্বিচারিতার জন্যই লোকসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে চলেছে বিরোধীরা। সঙ্গে রয়েছে আরও দুটি বিষয়। কংগ্রেস সহ আট বিরোধী দলের সাংসদদের গোটা অধিবেশনে সাসপেন্ড ও সংসদের মহিলা সদস্যদের নিয়ে মিথ্যা অভিযোগ। রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর লোকসভায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। কিন্তু সেইদিন স্পিকার ওম বিড়লা অভিযোগ করেন, তাঁর কাছে খবর রয়েছে, বিরোধী দলের সাংসদরা প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করবে, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাবে। তাই তিনি লোকসভায় মোদিকে না আসার পরামর্শ দেন। যা বিরোধীরা খারিজ করে দেন। এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখেই স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের পথে হাঁটছেন বিরোধীরা।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে কী করবেন? ভাল করে বুঝিয়ে দিল সিইও দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়ায় বড়সড় সংযোজন হতে চলেছে মঙ্গলবার থেকেই। রাজ্য সরকারের দেওয়া নতুন গ্রুপ-বি অফিসাররা মঙ্গলবার থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে কাজে যোগ দেবেন। জয়েনিংয়ের পরপরই তাঁদের জন্য দু'দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সূত্রের খবর, নির্বাচনী সংক্রান্ত কাজকর্মে যাতে কোনও ঘাটতি না থাকে, সেই লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করেছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ৮,৫০৫ জন গ্রুপ-বি অফিসারের নামের তালিকা ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে। এই অফিসারেরা ধাপে ধাপে তাঁদের নিজস্ব লগ-ইন আইডি ও ডিজিটাল অ্যাক্সেস পাবেন। নির্বাচন কমিশনের দাবি, আগামী ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যেই ওই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়েও ফের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে সিইও দফতর। জানানো হয়েছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে যদি

কোনও যোগ্য ভোটারের নাম তালিকায় না থাকে, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই আবেদন জানাতে হবে। প্রথম ধাপে, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পাঁচ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার ডিইও-র কাছে আবেদন জানানো যাবে। ডিইও যদি সেই আবেদন নিষ্পত্তি করতে না পারেন, তাহলে পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে সরাসরি সিইও দফতরের কাছে আবেদন করার সুযোগ থাকবে। ভোটার তালিকা সংশোধন ও অন্তর্ভুক্তির কাজ ইতিমধ্যেই বড়সড় সংখ্যায় এগিয়েছে। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবার পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৩৯ লক্ষ আবেদন বা মামলার শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি আপলোড হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৬ লক্ষ ক্ষেত্রে। তবে এখনও একটি বড় অংশের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া চলছে। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সময়সীমা আরও সাত দিন বাড়ছে বলেই নিশ্চিত হচ্ছে কমিশন। মত, ২১ ফেব্রুয়ারির আগে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যদিও প্রশাসনিক স্তরে চেষ্টা চলছে, ফেব্রুয়ারির শেষের মধ্যেই- অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার। প্রসঙ্গত সোমবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ১৪ ফেব্রুয়ারির পর ইআরও-দের নথি যাচাই ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরও এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে। কমিশন প্রয়োজনে ইআরও ও এইআরও-দের পরিবর্তন করতে পারবে বা যোগ্য অফিসার ব্যবহার করতে পারবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ইআরও-রাই, মাইক্রো অবজার্ভার ও অন্যান্য অফিসার কেবল সহায়তা করবেন। কোনও ভাবেই নাম বাদ দিতে পারবেন না তাঁরা।

পরীক্ষা পে চর্চায় শিক্ষার্থীদের একাধিক পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

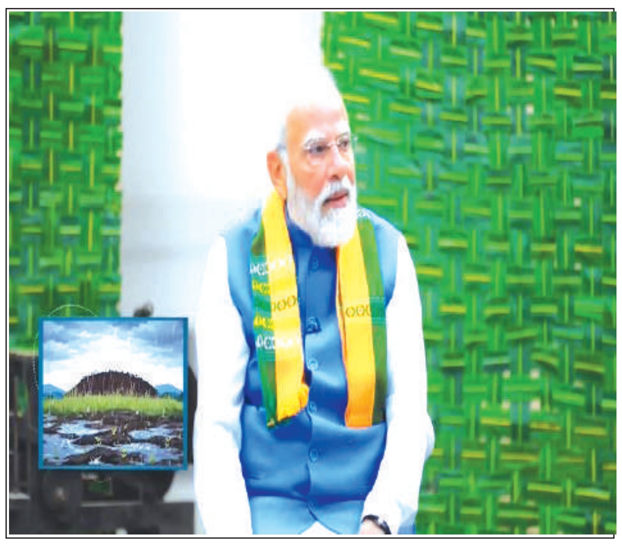

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পরীক্ষা পে চর্চার নবম সংস্করণের দ্বিতীয় পর্বে সোমবার শিক্ষার্থীদের একাধিক পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা করা উচিত এবং একটি দায়িত্বশীল মনোভাব থাকা উচিত। আমাদের নিজেদের জীবনেও কিছু নিয়ম পরিকল্পনা করে মেনে চলা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, দাঁত ব্রাশ করার সময় আমাদের জলের কল বন্ধ রাখা উচিত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নেতৃত্ব মানে শুধু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নয়। নেতৃত্বের গুণাবলীর জন্য প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনাকে অন্তত দশজন মানুষের কাছে আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হতে হবে।পরীক্ষা পে চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা পে চর্চা শুধু বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতির বিষয় নয়। যখন আমি আপনাদের প্রশ্ন শুনি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেগুলো আমার মনে অনুরণিত হয়। আমি কল্পনা করি যে আমাদের তরুণ বন্ধুরা জীবনের অনেক দিক নিয়েই ক্রমাগত চিন্তাভাবনা করে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, পরীক্ষার প্রস্তুতির অভিজ্ঞতা, পরীক্ষার সময় আসা চিন্তাভাবনা, মানুষের চাপ এবং প্রত্যাশা সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন ক্রমাগত আলোচনার অংশ হয়ে ওঠে এবং পরীক্ষা পে চর্চা-এর উদ্দেশ্য হল আমাদের তরুণ বন্ধুরা এই বিষয়গুলি নিয়ে খোলামেলাভাবে কথা বলুক।জীবনে শৃঙ্খলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার পরীক্ষা পে চর্চার নবম সংস্করণের দ্বিতীয় পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, জীবনে শৃঙ্খলা এবং প্রেরণা দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। যদি শৃঙ্খলা না থাকে, তাহলে যত অনুপ্রেরণাই থাকুক না কেন, তা কোনও কাজে আসবে না। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, জীবনে শৃঙ্খলা অপরিহার্য। যদি শৃঙ্খলার অভাব থাকে, আপনার যতই অনুপ্রেরণা থাকুক না কেন, এটি বোঝা হয়ে ওঠে এবং হতাশা তৈরি করে।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেন, পরীক্ষা পে চর্চা-র এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণে আপনাদের স্বাগতম। এবার পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা ভিন্ন কিছু, বিশেষ কিছু। অনেক শিক্ষার্থী আমাকে পরামর্শ পাঠিয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। তাই, এবার আমি দেশের বিভিন্ন অংশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই বিশেষ পর্বে আপনারা সেটাই দেখতে পাবেন।প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, আমি বহু বছর ধরে 'পরীক্ষা পে চর্চা'-র মাধ্যমে দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে আসছি। আমি তাদের সাথে কথা বলি শেখার জন্য। প্রথমে, চলুন তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের বন্ধুদের সাথে কথা বলি। শিক্ষার্থীদের মোদী বলেন, যখনই আমার মানুষের সাথে দেখা হয়, তারা স্টার্টআপ নিয়ে কথা বলে। প্রথমে, আপনাকে জানতে হবে আপনি কী করতে চান। উদাহরণস্বরূপ, কিছু স্টার্টআপ প্রযুক্তির উপর মনোযোগ দেয়। আপনার যদি এমন বন্ধু থাকে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, তবে আপনি তাদের সাথে একটি ছোট স্টার্টআপ শুরু করতে পারেন। অন্যদিকে খুব ভালো ঘুম জীবনে অত্যন্ত অবশ্যিক, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার পরীক্ষা পে চর্চার দ্বিতীয় পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রশ্নপত্র সমাধান করার অভ্যাস গড়ে তোলা, অর্থাৎ লেখা। বেশিরভাগ মানুষই পড়ে। আপনি যদি নিজে এইভাবে অনুশীলন করেন, তাহলে আমি নিশ্চিত যে আপনি চাপ অনুভব করবেন না। আজকাল মানুষ যে দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে মনোযোগ দেয় না তা হলো ঘুম। ভালো ঘুম অবশ্যই জরুরি। রাতের পূর্ণ ঘুমের পর, আপনার মন দিনের বাকি সময় খুব প্রফুল্ল থাকে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার বো৷ে ওঠার দিনগুলোতে আমার শিক্ষকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছি। তাঁরা আমাদের লাইব্রেরিতে যেতে বলতেন এবং পরের দিন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বলতেন। শারীরিক সুস্থতার প্রতি আমার আগ্রহেরও কারণ আমার শিক্ষকরাই। আপনি যদি কোনও মহান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তিনি বলবেন যে তাঁর মা এবং শিক্ষকরাই তাঁর জীবন গঠনে সাহায্য করেছেন।

জন্মদিনে একনাথ শিন্ডেকে শুভেচ্ছা মোদী ও অমিত শাহের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ ফেব্রুয়ারিঃজন্মদিনে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একনাথ শিন্ডেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার এক্স মাধ্যমে জানান, একনাথ শিন্ডে জিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি মহারাষ্ট্রের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং পূজ্য বালাসাহেব ঠাকরে এবং ধর্মবীর আনন্দ দিঘের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স মাধ্যমে জানান, মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনি রাজ্যের উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের লক্ষ্যে ক্রমাগত প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছেন। গণপতি বাপ্পায়ে যেন আপনাকে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু দান করেন।

এসআইআর প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে তৃণমূলঃশমীক ভট্টাচার্য

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস, রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ করে সোমবার এই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। শমীকের দাবি, ভুল-ত্রুটিতে ভরা নির্বাচনী তালিকা নিয়ে নির্বাচন করতে মরিয়া তৃণমূল।সোমবার শমীক আরও বলেন, এখন কলকাতার কাছে একজন কাউন্সিলর একজনকে লাথি মেরে হত্যা করেছে, যে কারণে এটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু ২০২১ সালের নির্বাচনের পর, ৫৬ জন বিজেপি কর্মীকে হত৲্যা করা হয়েছিল এবং ২৭ জন মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল। সিবিআই তদন্ত চলছে, তবুও সহযোগিতার পরিবর্তে পুলিশ প্রমাণ নষ্ট করতে ব্যস্ত।

হিংসার বিরুদ্ধে ঐক্যের বার্তা রাজ্যপালের, গণতান্ত্রিক সমাজে শান্তির ওপর জোর

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় হিংসার কোনো স্থান নেই এবং যে কোনো ধরনের হিংসা কোনোভাবেই কাম্য নয়- সোমবার এই বার্তাই স্পষ্ট ভাষায় জানালেন রাজ্যপাল। সাম্প্রতিক বিভিন্ন অশান্তির ঘটনাকে প্রেক্ষাপটে রেখে তিনি সকল স্তরের মানুষকে সংযম ও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান। রাজ্যপাল বলেন, মতের অমিল থাকতেই পারে, কিন্তু সেই মতভেদ যেন কখনও হিংসার রূপ না নেয়, সে বিষয়ে সমাজের প্রতিটি নাগরিককে সচেতন থাকতে হবে।তিনি আরও উল্লেখ করেন, গণতন্ত্রের মূল শক্তিঃ হলো আলোচনা, সহনশীলতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা। বিরোধ মেটানোর পথ হিসেবে সংলাপ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিকেই গুরুত্ব দেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি। রাজ্যপালের মতে, হিংসা কেবল সমাজের স্থিতিশীলতাকেই নষ্ট করে না, উন্নয়নের পথেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।এদিন তিনি প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ-সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান, যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাহুলের জেদের রাজনীতিতেই সংসদ অচল, কংগ্রেসই দায়ীঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদের অচলাবস্থার জন্য সরাসরি কংগ্রেস নেতা ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকেই দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রিজিজু বলেন, বিরোধী দল বিশেষ করে কংগ্রেসের একগুঁয়ে মনোভাবের কারণেই সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রম বারবার ব্যাহত হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, সংসদ চালাতে সরকার প্রস্তুত থাকলেও রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক জেদের রাজনীতি সেই পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।কিরেন রিজিজুর অভিযোগ, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে লোকসভায় যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, তা কংগ্রেসের বাধার কারণেই সম্ভব হয়নি। তাঁর মতে, সংসদের মতো একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে আলোচনা ও বিতর্কই মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু বিরোধী দল যদি আগেই ঠিক করে নেয় যে সংসদ চলতেই দেবে না, তাহলে দেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রিজিজু স্পষ্ট ভাষায় বলেন, লোকসভায় কংগ্রেস দলের নেতৃত্বই চাইছে না সংসদ নির্বিঘ্নে চলুক।মন্ত্রী আরও দাবি করেন, কংগ্রেস সাংসদদের আচরণে স্পিকার নিজেও ব্যথিত। সংসদের নিয়মকানুন ও শালীনতা রক্ষার যে দায়িত্ব সাংসদদের, তা বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সংসদে কথা বলার নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে এবং কেউ যদি সেই নিয়মের বাইরে গিয়ে বক্তব্য রাখতে চান, তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যেই যথেষ্ট উপায় রয়েছে। কিন্তু সেই প্রাতিষ্ঠানিক পথকে এ৷িয়ে কেবল অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হলে, তার দায় সম্পূর্ণ বিরোধী দলেরই।বাজেট অধিবেশনকে ঘিরে কিরেন রিজিজুর মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি জানান, বাজেটের ওপর বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য এনডিএ-র সমস্ত সাংসদের তালিকা ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া হয়েছে। অর্থা সরকার পক্ষ আলোচনা ও বিতর্কের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। কিন্তু বিরোধীরা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদ চলতে না দেয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত বাজেট ধ্বনিভোটে পাস হয়ে যেতে পারে। রিজিজুর মতে, এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বিরোধী দলের সাংসদরাই, কারণ তাঁরা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ হারাবেন।কেঃদ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সংসদে নিয়ম মেনে কথা বলাই গণতন্ত্রের সৌঃদর্য। নিয়ম ভাঙার জন্য হইচই বা স্লোগানের রাজনীতি গণতান্ত্রিক চর্চাকে দুর্বল করে। তাঁর অভিযোগ, রাহুল গান্ধী সংসদের ভেতরে এবং বাইরে যে ধরনের রাজনীতি করছেন, তা মূলত সংঘাতমূলক এবং একগুঁয়ে মনোভাবের প্রতিফলন। এই জেদের কারণেই সংসদ বারবার অচল হয়ে প৷ছে বলে দাবি করেন রিজিজু।রিজিজুর বক্তব্যে স্পষ্ট বার্তা, সরকার সংসদ চালাতে আগ্রহী এবং গণতান্ত্রিক আলোচনার মাধ্যমেই বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়। কিন্তু কংগ্রেস যদি সংসদকে মঞ্চ না বানিয়ে কেবল প্রতিবাদের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে, তাহলে দেশের আইনসভা কার্যত অচল হয়ে প৷বে। তাঁর কথায়, সংসদের নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা বহু আগেই তৈরি হয়েছে গণতন্ত্রকে সুদৃ৷ করার জন্য। সেই কাঠামোর মধ্যেই থেকে বিরোধিতার রাজনীতি করাই হওয়া উচিত।এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সংসদের বর্তমান অচলাবস্থা নিয়ে সরকার ও বিরোধীর সংঘাত আরও তীব্র হল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একদিকে সরকার পক্ষ সংসদ চালানোর দায় বিরোধীদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে, অন্যদিকে কংগ্রেস নিজেদের অবস্থানে অন৷। ফলে অধিবেশনের বাকি সময়টুকুতে সংসদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

উত্তাল সংসদ, লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি দুপুর দু'টো পর্যন্ত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ ফেব্রুয়ারিঃ ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তিঃ-সহ একাধিক ইস্যুতে লোকসভায় বিরোধীদের হট্টগোল অব্যাহত। তুমুল হট্টগোলের কারণে প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত এবং পরে দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভার অধিবেশন। শুধুমাত্র সদনের ভিতরে নয়, বাইরেও এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। সংসদের মকর দ্বারের সামনে 'তোমরা আমাদের বরখাস্ত করতে পারো, কিন্তু আমাদের চুপ করাতে পারবে না' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ করেন সাসপেন্ড হওয়া বিরোধী দলের সাংসদরা।এদিকে, নিজেদের মধ্যে রণকৌশল ঠিক করতে সোমবারও বৈঠকে বসেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য দলের সাংসদরা। সংসদ ভবন চত্বরে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কার্যালয়ে 'ইন্ডি' জোটের ফ্লোর নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

নীতীশ সরকারকে তোপ রাবড়ি দেবীর, আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে বিক্ষোভ আরজেডি-র

পাটনা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নীতীশ কুমার সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেত্রী রাবড়ি দেবী। বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, এই অভিযোগ এনে সোমবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং অন্যান্য আরজেডি নেতারা বিহার আইন পরিষদ প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ দেখান।আরজেডি নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী বলেন, এটি একটি অকেজো সরকার। সম্রাট চৌধুরীর জবাব দেওয়া উচিত। দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণীর উপর অত্যাচার চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত, সম্রাট চৌধুরী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাঁরও পদত্যাগ করা উচিত। ১০,০০০ টাকা দিলে কি নারীদের ক্ষমতায়ন হবে? তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজন। দলিত মেয়েরা, সংখ্যালঘু মেয়েরা এবং দরিদ্র মেয়েদের খুন এবং ধর্ষণ করা হচ্ছে এসব বন্ধ করুন, পদত্যাগ করুন।

গভীর বেদনার কথা জানিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠি কংগ্রেসের মহিলা সাংসদদের, উঠল সংসদীয় অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্ন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ ফেব্রুয়ারিঃ সংসদের ভেতরে বিরোধী কণ্ঠস্বরের মর্যাদা, সাংবিধানিক অধিকার এবং মহিলা সাংসদদের সম্মান নিয়ে ফের তীব্র বিতর্কের আবহ তৈরি হল। এই প্রেক্ষাপটে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে একটি বিস্তারিত চিঠি পাঠালেন কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা। চিঠির শুরুতেই তাঁরা তাঁদের অনুভূতির কথা উল্লেখ করে লেখেন-গভীর বেদনা ও সাংবিধানিক দায়িত্ববোধের তীব্র অনুভূতি থেকেই তাঁরা এই চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছেন।কংগ্রেসের মহিলা সাংসদদের অভিযোগ, সংসদের ভিতরে তাঁদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং মানহানিকর অভিযোগ আনা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিরোধী দলের সাংসদ হিসেবে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার এবং সংসদীয় মর্যাদাকেও নিয়মিত ভাবে খর্ব করা হচ্ছে। চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, লোকসভার অধ্যক্ষ হিসেবে ওম বি৷লার দায়িত্ব নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং সংসদের সকল সদস্যের অধিকার রক্ষা করা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে শাসক দলের চাপেই নাকি বিরোধী দলের, বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মহিলা সাংসদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল চেতনাকে আঘাত করছে।চিঠিতে কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা উল্লেখ করেন, সংসদ কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে চলা কোনও প্রতিষ্ঠান নয়। এটি দেশের সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক মঞ্চ, যেখানে শাসক ও বিরোধী-দুই পক্ষের মতামতই সমান গুরুত্ব পাওয়ার কথা। তাঁদের অভিযোগ, বাস্তবে সেই ভারসাম্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। বিরোধী সাংসদরা প্রশ্ন তুললেই তাঁদের বক্তঃব্য কেটে দেওয়া হচ্ছে, কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে অথবা তাঁদের উদ্দেশ্য ও আচরণ নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।বিশেষ ভাবে মহিলা সাংসদদের প্রসঙ্গ তুলে ধরে চিঠিতে বলা হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ আনা হচ্ছে, তা শুধু রাজনৈতিক বিরোধিতার গণ্ডির মধ্যেই পড়ে না, বরং তা ব্যক্তিগত সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদার উপরও আঘাত হানে। একজন মহিলা জনপ্রতিনিধির কণ্ঠস্বরকে দমন করা মানে সংসদের ভিতরে নারী প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বকেও অস্বীকার করা। এই ধরনের প্রবণতা ভবিষ্যতে সংসদে আরও বেশি সংখ্যক মহিলার সক্রিয় অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করতে পারে বলেও তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।কংগ্রেসের মহিলা সাংসদদের দাবি, লোকসভার অধ্যক্ষ হিসেবে ওম বি৷লার কাছ থেকে তাঁরা পক্ষপাতহীন ভূমিকা প্রত্যাশা করেন। স্পিকার সংসদের ' সাংবিধানিক রক্ষক'-এই পরিচয়কে সামনে রেখে তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন, যেন শাসক দলের রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বিরোধী দলের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়। চিঠিতে তাঁরা লেখেন, অধ্যক্ষের আসন কোনও দলের নয়, এই আসন সংবিধানের। সেই সংবিধানই সকল সাংসদের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলে।এই চিঠির মাধ্যমে কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা সংসদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের গভীর অসন্তোষ ও উদ্বেগের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, যদি বিরোধী কণ্ঠস্বরকে এভাবে দমন করা চলতে থাকে, তবে সংসদীয় গণতন্ত্র ক্রমশ একপেশে হয়ে পড়বে। সংসদের ভিতরে মতবিরোধ, প্রশ্ন ও সমালোচনা গণতন্ত্রের শক্তিঃ-সেই শক্তিকেই দুর্বল করা হচ্ছে বলে তাঁরা মনে করছেন।চিঠির শেষাংশে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্তঃ করেন যে, লোকসভার অধ্যক্ষ হিসেবে ওম বিড়লা এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন এবং সংসদের ভিতরে একটি ন্যায্য, মর্যাদাপূর্ণ ও সাংবিধানিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। একই সঙ্গে তাঁরা মনে করিয়ে দেন, সংসদের ইতিহাসে স্পিকারের নিরপেক্ষতা ও দৃঢ় অবস্থানই বারবার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা করেছে। সেই ঐতিহ্য অটুট রাখার দায়িত্বও আজকের স্পিকারের কাঁধেই বর্তেছে।

লোকসভায় হট্টগোল বিরোধীদের, রণকৌশল স্থির করলো ইন্ডি জোট

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ ফেব্রুয়ারি ঃলোকসভায় বিরোধীদের হট্টগোল অব্যাহত। তুমুল হট্টগোলের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভার অধিবেশন। শুধুমাত্র সদনের ভিতরে নয়, বাইরেও এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। সংসদের মকর দ্বারের সামনে 'তোমরা আমাদের বরখাস্ত করতে পারো, কিন্তু আমাদের চুপ করাতে পারবে না' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ করেন সাসপেন্ড হওয়া বিরোধী দলের সাংসদরা।এদিকে, নিজেদের মধ্যে রণকৌশল ঠিক করতে সোমবারও বৈঠকে বসেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য দলের সাংসদরা। সংসদ ভবন চত্বরে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা৷গের কার্যালয়ে 'ইন্ডি' জোটের ফ্লোর নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বায়ুদূষণ থেকে মুক্তি পাচ্ছে না দিল্লি, একাধিক স্থানে একিউআই মন্দ স্তরে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বায়ুদূষণে জেরবার রাজধানী দিল্লি। সোমবারও দূষণ থেকে মুক্তি পেল না জাতীয় রাজধানী। এদিন সকালে দিল্লির একাধিক স্থানে বাতাসের গুণগতমানের (একিউআই) সূচক ছিল মন্দ পর্যায়ে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির ধৌলা কুঁয়ার আশেপাশে বাতাসের গুণমান সূচক (একিউআই) ২৫৭ রেকর্ড করা হয়েছে, যা 'খারাপ' পর্যায়েই পড়ে।দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ৩-এর আশেপাশে বায়ুর গুণমান সূচক ছিল ১৭৩। অক্ষরধাম মন্দির এলাকায় বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল ২৭২। আইটিও এলাকায় একিউআই ছিল ২১০। ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্যপথ এলাকায় একিউআই ছিল ১৪৪। অর্থাৎ কোথাও বেশি, আবার কোথাও কম ছিল একিউআই। যদিও, সামগ্রিকভাবে মন্দ পর্যায়েই ছিল।

হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী ও প্যাট্রিক, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক দুই নেতার মধ্যে

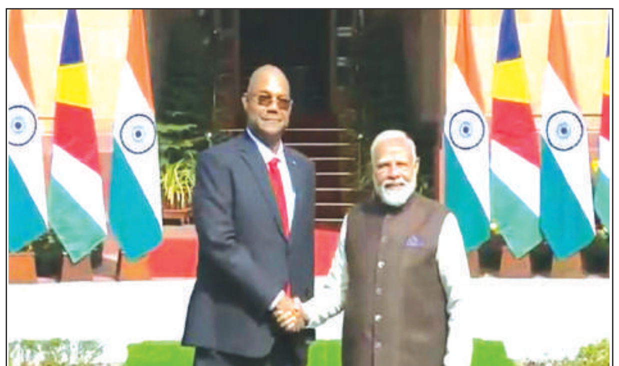

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে সেশেলসের রাষ্ট্রপতি প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার হায়দরাবাদ হাউসে সেশেলসের রাষ্ট্রপতি প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে সাক্ষা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে দুই রাষ্ট্রনেতা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে আলোচনা করেন তাঁরা।হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎতের প্রাক্কালে দিল্লির রাজঘাটে যান সেশেলসের রাষ্ট্রপতি প্যাট্রিক হারমিনি। সেখানে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানান সেশেলসের রাষ্ট্রপতি। এদিন হায়দরাবাদ হাউসে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন রাষ্ট্রপতি প্যাট্রিক হারমিনি।

জাতীয় ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপঃনিরুপমা দেবী দুটি জাতীয় রেকর্ড গড়লেন

মোদীনগর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার মোদীনগরে জাতীয় ভারোত্তোলন চ্যাম্পিযনশিপে নিরুপমা দেবী ২২১ কেজি ওজন তুলে অভিজাত মহিলাদের ৬৩ কেজি ওজনের মুকুট জিতে ক্লিন অ্যান্ড জার্ক এবং টোটাল রেকর্ড গড়েন।জুনিযর খেতাব অর্জনের সময়. বিদুস্মিতা ভোই তিনটি রেকর্ড (৮৯ কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১১৭ কেজি এবং মোট ২০৬ কেজি) স্থাপন করেন। তিনি অভিজাত মহিলাদের বিভাগেও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন।ফলাফল (শুধুমাত্র বিজয়ী)ঃ মহিলাঃ৬৩ কেজিঃএলিটঃনিরুপমা দেবী (আরএসপিবি) স্নাচ ৯৪ কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১২৭ কেজি, মোট ২২১ কেজি ২২১জুনিয়রঃবিদুস্মিতা ভোই ৮৯ কেজি, ১১৭ কেজি, ২০৬ কেজি যুবঃকরঙ্গি থারাঙ্গিনী (এপি) ৮১ কেজি, ১০১ কেজি, ১৮২ কেজি।

Samsung India এমন একটি প্রজন্মের জন্য Galaxy A07 ৫G লঞ্চ করেছে যা আরও বেশি চায়,৫০MP ক্যামেরা সেটআপ সহ আল্ট্রা-ক্লিয়ার ফটো উৎপাদনশীলতা বাড়তে

গুরুগ্রাম(সংবাদ সংস্থা), ৯ ফেব্রুয়ারিঃ - Samsung, ভারতের শীর্ষস্থানীয় কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড, Samsung Galaxy A07 5G লঞ্চ করেছে। স্মার্টফোনটিতে একটি ৫০MP প্রধান ক্যামেরা, একটি ৬০০০mAh ব্যাটারি রয়েছে এবং এটি অনলাইন বিনোদন, বিষয়বস্তু ক্যাপচার এবং সারাদিন নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারের জন্য তৈরি। এটি মনের শান্তির জন্য শিল্প-গ্রেড ডেটা সুরক্ষার জন্য একটি মানদণ্ডও সেট করে। স্যামসাং-এ, আমরা আমাদের তরুণ গ্রাহকদের চাহিদা বুঝতে পারি যারা আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী - GenZ আরও বেশি সামাজিক সামগ্রী তৈরি করছে, তারা মোবাইল গেমিংয়ে আরও বেশি এবং তারা আগের চেয়ে বেশি অনলাইন সামগ্রী ব্যবহার করছে। ব্যাটারি এবং আরও অত্যাশ্চর্য ১২0Hz ডিসপ্লে, ভারতীয় যুবকদের জন্য তৈরি এই সম্পূর্ণ প্যাকেজটি চালু করতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত, স্যামসাং, এমএক্স ইন্ডিয়ার বিজনেস প্রেসিডেন্ট, বিজনেস বাববার বলেছেন।মসৃণ এবং শক্তিশালী বিল্ড Galaxy A07 5G তিনটি রঙে উপলব্ধঃহালকা বেগুনি, হালকা সবুজ এবং কালো। এটির ওজন ১৯৯g, ৮.২ মিমি স্লিম, এবং একটি মসৃণ কী আইল্যান্ড ২.০ ফ্ল্যাট সাইড ফ্রেমের সাথে আসে যা একটি উন্নত গ্রিপ প্রদান করে। স্মার্টফোনটিতে ১২0Hz রিফ্রেশ রেট সহ একটি ৬.৭-ইঞ্চি HD ডিসপ্লে রয়েছে যা ভিডিও এবং ওয়েব ব্রাউজিংয়ের জন্য মসৃণ রূপান্তর এবং স্ক্রলিং নিশ্চিত করে। স্ক্রিনের উচ্চ-উজ্জ্বলতা মোড (HBM) এমনকি সূর্যের আলোতেও স্পষ্টতা প্রদান করতে ৮০০ nits এ পৌঁছায়। এটি ভোক্তাদের ফ্লাইতে ফটো ক্যাপচার, এডিটিং এবং শেয়ার করা উপভোগ করতে দেয়।অতিরিক্ত স্থায়িত্বের জন্য, Galaxy A০৭ ৫G এর ডিসপ্লে একটি ২-পদক্ষেপ টেম্পারড গ্লাস দ্বারা সুরক্ষিত এবং ধুলো এবং জল প্রবেশের জন্য একটি IP৫৪ সার্টিফিকেশন বহন করে। ডিভাইসের পিছনে একটি নতুন গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড পলিমার (GFRP) তে আপগ্রেড করা হয়েছে, একটি উৎপাদান যা পাতলা কিন্তু আগের প্রজন্মের তুলনায় এর শক্তি বেশি হবে।

রাশিফল

মেষঃ জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনায় ভরা হবে। আপনি আপনার কাজে শক্তিঃ এবং আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন। পারিবারিক জীবনে নিষ্ঠা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করুন।
বৃষঃ জাতক জাতিকাদের জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রতিশ্রুতি এই দিন আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। ।
মিথুনঃআপনার ভয়ের প্রতিকার করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। আপনার অবশ্যই উপলব্ধি করা উচিত যে এটি কেবলমাত্র শারীরিক শক্তিকেই দমন করে না, উপরন্তু জীবনের দৈর্ঘ্যকেও কমিয়ে দেয়।
কর্কট রাশি ঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রয়োজন, কিন্তু অতীতে করা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের কারণে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকবে না।। বিবাহের যোগ হবে।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তিঃর স্তর উচ্চে থাকবে, যা আপনাকে সাহসের সঙ্গে অসুবিধা মোকাবিলা করতে সক্ষম করবে।।
কন্যা ঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি সন্তোষজনক দিন হবে। আপনি আপনার দায়িত্বগুলো ভাল ভাবে পালন করবেন এবং এর জন্য প্রশংসিতও হবেন। সংসারে শান্তি।
তুলাঃ আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। আর্থিক উন্নতি নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে- কিন্তু একই সময়ে ব্যয়ও উর্ধ্বমুখী হবে। যদি আপনি আপনার গৃহস্থালীর কর্তব্যগুলি উপেক্ষা করেন তাহলে আপনি যার সাথে বাস করেন তিনি বিরক্ত হবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ।
বৃশ্চিকঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনি কোনও ব্যক্তিকে অর্থ ধার দিয়ে থাকেন তবে আপনি আজ সেই টাকা ফেরত পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। শুভ রং লাল।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষণ রয়েছে। আপনার আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন, কারণ এটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।
মকরঃ আপনার উচ্চ উদ্দীপনা সত্ত্বেও আপনি এমন কারোর অভাব অনুভব করবেন যিনি আজ আপনার সাথে থাকতে পারছেন না। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি, আপনি আপনার ঋণ গুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার ফল এই দিন দৃশ্যমান হচ্ছে। কাজের অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যেতে পারে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। ।
মীনঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই বিনিযা়েগ করতে হবে। বাচ্চারা খেলাধুলা এবং বাইরের কার্যকলাপে বেশী সময় দেয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি সংবেদনশীল এবং ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। শুভ দিন।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া আপাতত শুষ্কই রয়েছে। দিনে শীতের আমেজ ততটা না থাকলেও, রাতে ও ভোরে এখনও ঠান্ডা বেশ ভালোই অনুভূত হচ্ছে। শনিবার ফের কলকাতায় নামল তাপমাত্রার পারদ। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৫ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের সর্বত্রই আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বাড়বে শীতের আমেজ। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উভয়ই কমতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আপাতত কুয়াশার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতার আকাশ থাকবে মূলত পরিস্কার।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪১ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ৮টা ৫২মিনিট এবং ০৯রাত ৫২টা । **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫২মনিট এবং রাত ১০টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৮মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

বাসন্তীতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি

নিজস্ব সংবাদদাতা,বাসন্তী , ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বাসন্তীর আমঝাড়ায় স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় চিকিৎসা চলছে তার।আর এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার বাসন্তী থানার আমঝাড়া এলাকায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হলেন এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী। আহতের নাম কার্তিক নস্কর। রবিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে এই দু ঃসাহসিক হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনায. চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতোই নিজের সোনার দোকান বন্ধ করে মোটরবাইকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন কার্তিক নস্কর। আমঝাড়া এলাকার কাছাকাছি পৌঁছতেই আচমকা দুই দুষ্কৃতী তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি তার পিঠে লাগে। গুরুতর জখম অবস্থাতেও তিনি প্রায় আধ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে এগিয়ে যান। পরে একটি স্থানীয় দোকানের সামনে এসে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান।স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হলেও চিকিৎসকেরা জানান, গুলি বের করার মতো পরিকাঠামো ওই হাসপাতালে নেই। ফলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে পারে আশঙ্কায় তাকে দ্রুত কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার আইসি অভিজিৎ পাল হাসপাতালে পৌঁছান। সঙ্গে সঙ্গেই তদন্ত শুরু হয়। এলাকায. মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। ক্যানিং মহকুমার এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন,ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হামলা নাকি পুরনো কোন ও শত্রুতা সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। আহতের ভাইপো দিলীপ নস্কর বলেন,প্রতিদিনের মতোই কাকা দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। আচমকা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। আমরা মনে করছি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই এই হামলা করা হয়েছে।তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা হতে পারে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। আর এই ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

কয়লা পাচার মামলায় বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে তলব করল ইডি, তল্লাশির ধারা অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বুদবুদ, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কয়লা পাচার মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। চলতি মাসের শুরুতেই বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। ওই তল্লাশির সময় একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়, যা কয়লা পাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেনদেন এবং আর্থিক চেইনকে কেন্দ্ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করছে। সূত্রের খবর, কয়লা পাচার মামলায় মনোরঞ্জন মণ্ডলের ভূমিকা নিয়ে ইডি বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে সংেদহ প্রকাশ করা হচ্ছে, প্রোটেকশন মানি এবং মোটা অঙ্কের লেনদেন এই মামলার সঙ্গে তাঁর সরাসরি সংযোগ থাকতে পারে। এই ধরণের লেনদেনের সূত্র ধরে তদন্তকারী সংস্থা আরও তদন্তের নির্দেশনা দিয়েছে। মনোরঞ্জন মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই বিষয়ে, যা মামলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রাসঙ্গিক। তল্লাশির পাশাপাশি ইডি রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় তদন্তের কার্যক্রমও ত্বরান্বিত করেছে। আসানসোলের রানিগঞ্জ ও জামুরিয়া সহ একাধিক জায়গায় চলতি মাসের

তিন তারিখে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় জামুরিয়ার এক ব্যবসায়ীর বাড়ির গুদামঘর থেকে প্রায দেড় কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়। ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের জেরার পাশাপাশি, বুদবুদ থানার ওসির বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রে জানা যায়, কয়লা পাচারের লেনদেনের অনেক অংশই প্রোটেকশন মানি হিসেবে পুলিশের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মোটা অঙ্কে আদায় করা হয়েছিল। একইসঙ্গে লালা ঘনিষ্ঠ চিন্ময় মণ্ডলকেও এই মামলাতেই ইডি তলব করেছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, কয়লা পাচার মামলায় অন্যতম মাথা ছিলেন চিন্ময় মণ্ডল। কলকাতায় এসে এনফোর্সমেঃট ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর রাহুল নবীন উচ্চপর্যাযের বৈঠকও করেন। বৈঠকে কয়লা, বালি ও অন্যান্য হেভিওয়েট মামলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই বৈঠকের পর থেকেই কয়লা পাচার মামলার তদন্তে গতি বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জেরা এবং বাড়ি-দফতরে তল্লাশির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়। বুদবুদ থানার ওসিকে তলবের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে এলাকার পুলিশি মহলও সতর্ক হয়ে গেছে। অভিযোগের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মোটা অঙ্কের লেনদেনের একটি অংশ সরাসরি মনোরঞ্জন মণ্ডলের মাধ্যমে হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে সরকারি ভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এখনো বিস্তারিত তথ্য জানায়নি। তবে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের মতে, মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া আরও গভীর ও বিস্তৃত হতে পারে। কয়লা পাচারের এই মামলায় ইডি কার্যক্রমের ধারা এখনও অব্যাহত। বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের সঙ্গে আরও ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। ইডির তদন্তের লক্ষ্য, সব ধরনের আর্থিক লেনদেন এবং পাচারের চেইনকে উন্মোচন করা। সামনের সময়ে. এই মামলার অগ্রগতি এবং তদন্তকারী সংস্থার কার্যক্রম রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে।

হাইটেনশন তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু, অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে শাসনে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,শাসন, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার শাসন থানার অন্তর্গত গোলাবাড়ি এলাকায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে ঘিরে সোমবার সকাল থেকেই চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বাড়ির ছাদ থেকে সামান্য ওপর দিয়েই চলে গিয়েছে ৩৩ হাজার ভোল্টের হাইটেনশন বিদ্যুতের তার, আর সেই ছাদে কাজ করতে উঠেই প্রাণ হারালেন এক রাজমিস্ত্রি। ঘটনাটি সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, বিপজ্জনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও এখানে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ চলছিল, কিন্তু বারবার জানানো সত্ত্বেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। মৃত ব্যক্তির নাম সাইফুল ইসলাম। তিনি গোলাবাড়ির দাদার মোড় এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ বহুতল ভবনে কাজ করছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটি এমনভাবে তৈরি হচ্ছিল যে তার ঠিক ওপর দিয়েই হাইটেনশন বিদ্যুতের লাইন চলে গেছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিয়মবহির্ভূত। সাধারণত এমন অবস্থায় কোনও নির্মাণকাজের অনুমতি দেওয়া হয় না। তবুও অভিযোগ, প্রয়োজনীয় ছা।পত্র ছাড়াই বহুদিন ধরে সেখানে কাজ চলছিল। সোমবার সকালে প্রতিদিনের মতোই কাজে যোগ দেন সাইফুল। নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদে উঠে কাজ করার সময় আচমকাই তিনি হাইটেনশন তারের সংস্পর্শে চলে আসেন। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের পাশাপাশি তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এলাকাবাসীদের একাংশ সরাসরি বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের দাবি, বিপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও জোর করে সাইফুলকে ছাদে কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল। স্থানীয় এক বাসিঃদার কথায়, ওদের টাকা দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছে। টাকা আছে বলে কি যা ইচ্ছে তাই করানো যায়? আমরা অনেকবার বলেছি, এখানে বেআইনিভাবে বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে। প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি। আজ এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনার পর মৃতের পরিবার এবং স্থানীয়রা রাস্তায় দেহ রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের দাবি, এই মৃত্যুর জন্য দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং পরিবারের জন্য উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিক্ষোভের জেরে এলাকায় যান চলাচলেও সাময়িক প্রভাব পড়ে। খবর পেয়ে শাসন থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে উত্তেজিত জনতার বাধার মুখে পড়তে হয় পুলিশকেও। দেহ উদ্ধার করতে গেলে বিক্ষোভকারীরা প্রথমে বাধা দেন। পরে দীর্ঘ আলোচনার পর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে এবং পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এই দুর্ঘটনা আবারও প্রশ্ন তুলে দিল নির্মাণকাজের নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে। যদি সত্যিই বিদ্যুতের হাইটেনশন লাইনের এত কাছ দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়ে থাকে, তবে কীভাবে সেই নির্মাণ চলছিল? স্থানীয়দের অভিযোগ কতটা সত্য, আর কোথায় গাফিলতি-তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সাইফুল ইসলামের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জীবিকার তাগিদে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা শ্রমিকদের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত, সেই প্রশ্নও নতুন করে সামনে এসেছে। এখন সকলের নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে-দোষীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা রুখতে কী উদ্যোগ নেওয়া হয়, সেটাই দেখার।

পড়াশোনার মাঝে রাতের চা-ব্রেকে দুর্ঘটনা, ঠাকুরপুকুরে দুই মেডিক্যাল ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুরে এক মারাত্মক বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই মেডিক্যাল ছাত্র। ছাত্ররা রাতে প।।শোনার বিরতিতে বাইরে চা খেতে বেরিয়েছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় তাদের বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের একটি বাইককে ধাক্কা মারে এবং রাস্তার উপর পড়ে যায়। ঠিক তখনই পিছন থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁদের পিষে দেয়, যা মুহূর্তের মধ্যে প্রাণঘাতী হয়। রবিবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে জেমস লং সরণি এবং পূর্ব পাড়া রোডের সংযোগস্থলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন আনঃদ প্রিয়দর্শী (২৩) এবং মহম্মদ ফাযাজ জামান মল্লিক (২৩), যাঁরা জোকার ইএসআই মেডিকেল কলেজের তৃতীয. বর্ষের ছাত্র। প্রিয়দর্শী বাইকটি চালাচ্ছিলেন, আর ফায়াজ জামান ছিলেন পিছনে। প্রিয়দর্শীর মূল বাড়ি পাটনায় হলেও তিনি টালিগঞ্জের পঞ্চাননতলা এলাকায় একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে থাকতেন। সম্প্রতি তিনি ৪০০ সিসির রোডস্টার বাইক কেনেন। মহম্মদ ফাযাজ জামান মল্লিক ভাঙড়ের বাসিন্দা। দুর্ঘটনার সময় দু'জনের মাথায় হেলমেট ছিল, কিন্তু ট্রাকের ধাক্কায় তা খুলে যায় এবং মারাত্মকভাবে থেঁতলে যায় তাঁদের মাথা। ঘটনাস্থলেই দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় মোট ছয়জন মেডিক্যাল ছাত্র জোকার থেকে তিনটি বাইকে বের হন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল বেহালায় গিয়ে চা খাওয়ার। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, প্রিয়দর্শীর বাইকের সামনের বাইকটি হঠাৎ থেমে যায় এবং ডানদিকে ঘোরার চেষ্টা করে। প্রিয়দর্শীদের বাইক সেটিকে ধাক্কা মারে, ফলে তারা রাস্তায় প।ে যান। তখনই পিছন থেকে আসা ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের পিষে দেয়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ও বন্ধুদের সহায়তায় দু'জনকে দ্রুত জোকার ইএসআই হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ওই মেডিকেল কলেজের এক সহপাঠী জানান, নিহত দুই ছাত্র প্রায়ই একসাথে বাইকে বের হতেন এবং হেলমেট ছাড়া কখনও বাইক চালাতেন না। প্রিয়দর্শী ছিলেন সাবধানী চালক এবং সর্বদা নিরাপত্তা মেনে চলতেন। পুলিশ ট্রাক চালকের সন্ধান করছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার ফলে এলাকাবাসী ও ছাত্র সমাজে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝড়খালির লোকালয় থেকে জঙ্গলে ফিরে গেল বাঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ঘেরাটোপ ভেঙে হেড়োভাঙা পেরিয়ে জঙ্গলে ফিরলো বাঘ, তিন দিনের আতঙ্ক শেষে অবশেষে স্বস্তি ঝড়খালিতে। টানা তিন দিনের উকণ্ঠা, টহল আর স্নায়ুচাপের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে লোকালয়ে ঢুকে পড়া রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তার সুন্দরবনের জঙ্গলে ফিরে গেল। রবিবার সকালে বনদপ্তর ও বিশেষ টাইগার রেসকিউ টিমের যৌথ তল্লাশিতে জানা যায়, নাইলনের জাল ছিঁড়ে বাঘটি ঘেরাটোপ ভেঙে হেড়োভাঙা নদী সাঁতরে উল্টো দিকের হে।োভাঙা চার নম্বর গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।এতে বড়সড় বিপদ এড়ানো গেছে বলে মনে করছেন বনকর্মীরা।শুক্রবার সুন্দরবনের ঝ।খালি গ্রাম সংলগ্ন ঝোপঝাড়ে বাঘ ঢোকার খবর ছ।য়ে পড়তেই এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। গ্রামবাসীরা ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ করে দেন, সন্ধ্যার পর কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে এলাকা। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বনদপ্তরের ঝড়খালি বিটের কর্মীরা নাইলনের জাল টাঙিয়ে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেন। কুলতলি থেকে আনা হয় ৩৩ সদস্যের বিশেষ টাইগার রেসকিউ টিম।বাঘটিকে নিরাপদে আটক করতে দু'টি খাঁচাও পাতা হয়েছিল। আর পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে শুক্রবার থেকেই ঝড়খালির অ্যানিম্যাল পার্ক পর্যটকদের জন্য বন্ধ রাখা হয়। রবিবার তল্লাশিতে বন কর্মীদের নজরে আসে, দু'টি নাইলন জালের সংযোগস্থলের একটি অংশ ছিঁড়ে গেছে। সেই ফাঁক গলেই বাঘটি বেরিয়ে যায় বলে অনুমান। পরে নদীর পাড়ে পায়ের ছাপ ও চলাচলের চিহ্ন দেখে নিশ্চিত হওয়া যায়, বাঘটি হেড়োভাঙা নদী সাঁতরে জঙ্গলে ফিরে গেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বন আধিকারিক(ডিএফও) নিশা গোস্বামী জানান, আমরা জায়গাটি জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছিলাম এবং খাঁচাও পাতা ছিল। কিন্তু বাঘটি জাল টপকে নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেছে। সাধারণত শীতকালে খাবারের সন্ধানে বাঘ লোকালয়ে ঢোকে, কারণ নদী-খালে জল কমে যায়। তবে এবার গরমের শুরুতেই বাঘের গ্রামে ঢুকে পড়া বন দপ্তরকে ভাবাচ্ছে।

প্রার্থী বাছাইয়ে গতি রাজ্য বিজেপিতে, কেন্দ্র পিছু তিন নামের তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে প্রার্থী তালিকা সংক্ষিপ্ত করার পথে আরও একধাপ এগোল রাজ্য বিজেপি। কিছুদিন আগেই সমীক্ষক দল রাজ্যজুড়ে ঘুরে বিধানসভাভিত্তিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সম্ভাব্য প্রার্থী এবং বর্তমান বিধায়কদের অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছিল। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই এবার সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের মতামত নিয়ে প্রতিটি কেনেন্দ্র তিনজন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মণ্ডল কমিটি থেকে শুরু করে জেলা নেতৃত্ব-সব স্তরের গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে এই তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। ছাপানো নির্দিষ্ট ফর্মে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পছন্দের নাম লিখে জমা দিতে হচ্ছে নেতাদের। এই মতামত সম্পূর্ণ গোপন রাখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে, যাতে নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং কোনও অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক না তৈরি হয়। রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক কার্যকলাপের দায়িত্বে থাকা নেতা

অমিতাভ চক্রবর্তীর নেতৃত্বেই এই সমীক্ষা প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যে সংগঠন সম্পাদক বা সমপর্যায়ের দায়িত্বে থাকা প্রায় ১২ জন নেতাও এই কাজে যুক্ত হয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলায় গিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলছেন এবং প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করছেন। মণ্ডল সভাপতিদের পাশাপাশি প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্তন সভাপতিদেরও ডাকা হচ্ছে। জেলা নেতৃত্বকেও এই ফর্ম দেওয়া হয়েছে, যাতে পছঃেদর ক্রমানুসারে নাম লিখে জমা দেওয়া যায়। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ জেলায় এই প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হয়েছে বলে খবর। বিজেপি শিবিরের দাবি, প্রার্থী নির্বাচনকে ঘিরে দলের অভ্যন্তরে সম্ভাব্য অসন্তোষ এড়াতেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় নেতাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রার্থী বাছাই করলে সংগঠনের ভিত আরও মজবুত হবে বলেই মনে করছে নেতৃত্ব। তবে যদি কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য নেতৃত্বের মাথায় আগে থেকেই বড় কোনও নাম থাকে, তাহলে স্থানীয় পছঃেদর তালিকার বাইরে গিয়েও সেই ব্যক্তিকে টিকিট দেওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সুপারিশ করা হবে। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও সুসংহত করতে এবং প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখতে একাধিক কৌশলগত পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য বিজেপি। এখন নজর, শেষ পর্যন্ত কারা জায়গা

কলকাতা মডেলে কেএমডিএ-র ৩৭টি পুরসভায় পুরকর আদায় শিবিরের নির্দেশিকা, আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা পুরসভার মডেল অনুসরণ করে কেএমডিএ-র আওতাধীন ৩৭টি পুরসভায় এবার বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে পুরকর আদায় ও মিউটেশন সম্পন্ন করার নির্দেশিকা জারি হয়েছে। কলকাতা পুরসভা গত বছর এ ধরনের আবাসন ভিত্তিক শিবির আয়োজন করে সাড়ে ৮২ কোটি টাকা আয় করেছে। এই মডেল অনুসরণ করলে অন্যান্য পুরসভাগুলোর আয়ও উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে পুর দপ্তরের আশা। পুর দপ্তরের এক কর্তার মতে, শিবিরের মাধ্যমে বকেয়া সম্পত্তিকর আদায় করা সহজ হয়। যাঁদের মিউটেশন হয়নি, তারাও এই শিবিরে এসে তা সম্পন্ন করতে পারেন। এই পদক্ষেপের ফলে নাগরিকদের সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়ে শিবিরের আয়োজন শুধুমাত্র আবাসনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, পাড়াতেও এই ধরনের শিবির পরিচালনার সুপারিশ করা হয়েছে।

শিউলিদের বাঁচাতে এবারে সরকারি উদ্যোগে গঠিত হলো সমবায় ইউনিয়ন জয়নগরের বহড়ুতে

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়নগরের মোয়া বিশ্ব খ্যাত। আর এই মোয়া তৈরির মূল উপাদান হলো খেজুর গাছের নলেন গুড়।আর এই গুড়ের আঁতু। ঘর বলে পরিচিত জয়নগর থানার বহড়ুতে সরকারি উদ্যোগে শিউলি দের নিয়ে হয়ে গেল সচেতনতা শিবির। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে জয়নগরের মোয়া শিল্প কে বাঁচাতে সরকারি উদ্যোগে মোয়া হাব চালু হয়ে গেছে জয়নগরে।আর এবার এই এলাকার শিউলিদের নিয়ে সরকারি উদ্যোগে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে সমবায় ভিওকি কাজ করানোর উদ্দেশে এগিয়ে এলো দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা সমবায় ইউনিয়ন।মূলত তাদের উদ্যোগে বহড়ুতে তৈরি হয়েছে জয়নগর খেজুর গু। এন্ড পাটালি ইন্ডাস্ট্রিযাল কো- অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড।আর তাদের উদ্যোগে সোমবার বহড়ু দিঘীর পাড়ে আবদুল কাহার খানের খেজুর বাগানে হয়ে গেল বিশেষ সচেতনতা শিবির।এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নং ব্লকের শিল্প অধিকর্তা শিউলি পাখিরা,দঃ২৪ পরগনা জেলা সমবায় ইউনিয়ন আধিকারিক মৃগাঙ্ক শেখর গায়েন,জয়নগর খেজুর গুড় এন্ড পাটালি ইন্ডাস্ট্রিযাল কো- অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের পক্ষে জামির খান সহ আরো অনেকে। মূলত ভালো মানের নলেন গুড় রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে বিক্রি করতে,ভেজাল রুখতে, শিউলিদের ভবিষ্য সুনিশ্চিত করতে,খেজুর গাছ বসানো ও পরিচর্যার সহ একাধিক কাজ করতে জেলা সমবায় ইউনিয়ন এগিয়ে এসেছে।জয়নগর খেজুর গুড়এন্ড পাটালি ইন্ডাস্ট্রিযাল কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের মাধ্যমে তারা জেলা সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় শিউলিদের। আর এর সাথে যুক্ত হলে শিউলিরা যেমন তাদের নিজস্ব পরিচয় পাবে।সরকারি ঋণ পাবে, পেনশন পাবে।এছাড়া সরকারি কীট দেওযা. হবে তাদের জন্য।আর এর জন্য এই এলাকায় ক্লাস্টার তৈরি হবে।যার মাধ্যমে আগামীদিনে নলেন গু। প্যাকেট জাত হয়ে দেশে বিদেশে পাঠানো হবে।বিকল্প কর্মসংস্থান হবে এই ক্লাস্টার থেকে।শিউলিদের ভবিষ্য সুরক্ষিত হবে।ভেজাল গু।রে হাত থেকে ক্রেতারা মুক্ত হবে।এবং এই সমবায়ের মাধ্যমে এই গু। বিক্রয় হলে প্রতিটা শিউলি ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারবে।আর এদিনের এই শিবিরের মাধ্যমে সেই বিষয়ে অবগত করেন আগত সরকারি আধিকারিক গন।আর এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত হয়ে খুশি শিউলিরা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অধীনে বারবেন্দা-দামরুঘুতু ডাবলিং এবং দামরুঘুতু-বোকারো স্টিল সিটি তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইনের অনুমোদন

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতীয় রেলপথ বারবেন্ডা-দামরুঘুটু ডাবলিং এবং দামরুঘুটু-বোকারো স্টিল সিটি তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন সহ রেল পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির একটি বিস্তৃত সেট অনুমোদন করেছে যার ব্যয় প্রায় ৮১৫.৩২ কোটি টাকা। নতুন মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পগুলির লক্ষ্য যানজট দূর করা, লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করা এবং দ্রুত, আরও নির্ভরযোগ্য যাত্রী ও মালবাহী পরিবহন সক্ষম করা।

পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে বারবেন্ডা-দামরুঘুটি ডাবলিং এবং ডামরুঘুটু-বোকারো স্টিল সিটি তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অধীনে প্রধান ক্ষমতা সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং ভারতের জ্বালানি, খনিজ এবং সিমেন্ট করিডোরের ভিত্তিপ্রস্তর। বর্তমানে,

লাইনটি ১০৮ ব্যবহারে পরিচালিত হয়, ট্রেন আটকে থাকার সময় ৯০-১৫০ মিনিটের মধ্যে, প্রতিদিন ৭৮টি ট্রেন পরিচালনা করে (৩৮ জন যাত্রী এবং ৪০ জন মালবাহী) এবং ৩৫.২২ মেট্রিক টন মালবাহী পরিবহন সমর্থন করে। হস্তক্ষেপ ছাড়াই, ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে ব্যবহার ১৩২ এ পৌঁছানোর সম্ভাবনা ছিল।বারবেন্ডা-দামরুঘুতু-বোকারো অংশটি কোটশিলা-তুপকাডিহ রুটে অবস্থিত। বর্তমানে, বারবেন্ডা-দামরুঘুতু একটি একক লাইন অংশ, যেখানে কোটশিলা থেকে বোকারো স্টিল সিটি পর্যন্ত একটি দ্বি-লাইন অংশ রয়েছে।এই প্রকল্পটি সেঃট্রাল কোলফিল্ড, সিমেন্ট ও ইস্পাত কারখানা, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড ডিপো, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড ডিপো এবং বোকারো স্টিল সিটি শিল্প বাস্তুতন্ত্র সহ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও জ্বালানি কেন্দ্রগুলির সাথে সংযোগ জোরদার করবে। ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, সম্প্রসারণ সরাসরি জ্বালানি সরবরাহ, শিল্প উপাদন এবং জাতীয় সরবরাহ শৃঙ্খলের দক্ষতা উন্নত করবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৩৮-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৫-২৬, তারিখঃ ০৮.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম/স্থানঃ** আসানসোল ডিভিসন-ই রুটে টিএলবিআই প্রতিস্থাপন করে এসএসবিপিএসি (ডি)-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৯,০০,৩৪,৭৭০.১৮ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৬,০০,২০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ http://www.ireps.gov.in/**

ASN-341/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (C), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No. : KMC/IX/074/161/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of Passages by laying Paver block at 40C to 40M Raja Santosh Road and its surrouding areas in Ward No.-74 (APAS/01/159/112/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **4,98,341.69.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **60 days.** Last date and time of submission of Bid : **17.02.2026 – 2 p.m.** Tender will be opened on: **19.02.2026 – 2 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/077/152/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Repairing of Bustee Toilets at 2/H/2, 2/H/18, 2/H/1/1, B. K. Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/41/0004).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **1,99,958.46.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/077/159/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Improvement of Bustee sewer line at 60/H/4, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/57/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **2,99,198.14.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/077/158/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Improvement of I.P.S. passage at 56, 58, 60, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/39/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **3,99,876.05.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/077/147/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Improvement of Bustee I.P.S. passage at 33, Dent Mission Road to 33/H/5, Dent Mission Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/68/0002).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **3,98,936.72.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/IX/077/118/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Lowering of Bitumenous road surface along Gopal Ghosh Lane from Crossing of D.H. Road to 4, Gopal Ghosh Lane and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/28/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **1,62,109.15.** Earnest Money: ₹ **3,300.00.** Period of completion : **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/IX/077/149/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Repairing of Bustee Latrine at 4/G, 7E/H/6, M. M. Ali Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/47/0004).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **1,99,309.57.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/-IX/082/153/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Development of Drainage system at portion of Chetla Road in Ward No.-82 (APAS/01/159/235/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **2,49,843.94.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(8) NIT No. : KMC/IX/077/164/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Improvement of I.P.S. passage at 60/H/4, 40, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/57/235/0003).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **3,99,479.38.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(9) NIT No. : KMC/IX/077/162/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Maintenance of Bustee sewer line at 72/H/2, 72/H/6, 76, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/55/0002).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **2,98,679.47.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(10) NIT No. : KMC/-IX/082/169/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Development of Drainage system at Chetla Central Road in Ward No.-82 (APAS/01/159/244/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **2,99,726.59.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(11) NIT No. : KMC/IX/077/130/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Improvement of I.P.S. passage at 4, 7, M. M. Ali Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/47/0002).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **3,99,568.24.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(12) NIT No. : KMC/IX/077/201/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Maintenance of Sewer line at 106, 94, 95, D. H. Road and its surrouding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/33/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **2,86,737.38.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(13) NIT No. : KMC/IX/077/132/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Improvement of Sewer line at 12/1, 12/1/H/2, M. M. Ali Road and its surrouding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/48/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **3,99,585.60.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(14) NIT No. : KMC/IX/077/144/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Repairing of Bustee IPS passage at 41, 33, 43, Dr. Sudhir Bose Road and its surrouding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/59/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **4,86,744.61.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(15) NIT No. : KMC/IX/077/148/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Repairing of Bustee Toilets at 6/H/22, 6/H/18, 6/H/9, 6/H/12, M. M. Ali Road and its surrouding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/46/0003).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **1,98,326.50.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **60 days.**

(16) NIT No. : KMC/IX/077/161/2025-2026/APAS (2nd Call) Name of work : **Improvement of I.P.S. passage at 72/H/2, 72/H/6, 76, Dr. Sudhir Bose Road and its surrouding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/55/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS): ₹ **4,99,881.47.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **60 days.** Last date and time of submission of Bid : **17.02.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 17). Tender will be opened on: **19.02.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 16). The Bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 (2 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 16). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 15) and **https://etender.wb.gov.in** (For Sl. No. 16) **(2195/25-26)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৭১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৭ মাঘ ১৪৩২

হোয়াটসঅ্যাপ-মেটাকে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

ভারতে ডিজিটাল বিপ্লবের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে হোয়াটসঅ্যাপ। ব্যক্তিগত কথোপকথন থেকে অফিসের নথি, পারিবারিক ছবি থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য-সবকিছুরই বাহক এখন একটি মাত্র অ্যাপ। কিন্তু এই সর্বব্যাপী উপস্থিতিই কি ধীরে ধীরে এক ধরনের ‘তৈরি করছে?’ আর সেই নেশার সুযোগ নিয়েই কি সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে? এই প্রশ্নগুলিকেই কেন্দ্র করে মঙ্গলবার হোয়াটসঅ্যাপ ও তার পেরেন্ট সংস্থা মেটাকে কড়া সতর্কবার্তা দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ স্পষ্ট ও কঠোর-দেশের মানুষকে প্রথমে অভ্যস্ত করে, পরে সেই নির্ভরশীলতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা প্রতারণার শামিল। ভারতের মাটিতে ব্যবসা করতে হলে ভারতের আইন মানতেই হবে। গোপনতার মৌলিক অধিকারকে উপেক্ষা করে কোনও কর্পোরেট সংস্থার ব্যবসা বরদাস্ত করা হবে না। মার্কিন সেনেটে থেকে ভারতের শীর্ষ আদালত-একই প্রশ্ন, একই অস্বস্তি। এই প্রেক্ষাপটে আবারও ফিরে এসেছে ২০১৮ সালের সেই বহুল আলোচিত ঘটনা। মার্কিন সেনেটে হাজির হয়ে মেটা (তৎকালীন ফেসবুক)-র কর্ণধার মার্ক জুকারবার্গকে যখন ব্যক্তিগত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তখন তাঁর অস্বস্তি গোটা বিশ্বের চোখে পড়েছিল। গত রাতে আপনি কোন হোটেলে ছিলেন? কিংবা গত এক সপ্তাহে কাকে কাকে মেসেজ করেছেন?-এই আপাত নিরীহ প্রশ্নগুলির জবাবে তিনি বলেছিলেন, সেগুলি অত্যন্ত ব্যক্তিগত। তখনই এক মার্কিন সেনেটরের প্রশ্ন ছিল সহজ অথচ গভীর-আপনি যদি নিজের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হন, তবে অন্য মানুষের তথ্য নিয়ে কীভাবে ব্যবসা করেন? ‘পিপল’-এর নামে যে তথ্য সংগ্রহ, তা কি আদৌ নৈতিক? ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে সেই একই প্রশ্ন নতুন করে ফিরে এসেছে-এবার আরও তীব্র ও প্রাসঙ্গিক হয়ে। ভারতের সংবিধান গোপনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্যতম স্তম্ভ এই অধিকার। কিন্তু প্রযুক্তি সংস্থাগুলির ব্যবসায়িক মডেল অনেক সময়ই এই অধিকারকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। হোয়াটসঅ্যাপ, যা মেটা-র মালিকানাধীন, কি ব্যবসার স্বার্থে সেই অধিকার খর্ব করতে পারে? এই প্রশ্নেই সুপ্রিম কোর্ট সোজাসাপটা অবস্থান নিয়েছে। শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, মানুষের ব্যক্তিগত কথোপকথন, পছন্দ-অপছন্দ, আচরণগত তথ্য-সবকিছুই ডেটা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ হয়তো বুঝতেই পারছেন না, কোন তথ্য কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অজ্ঞতাকে পুঁজি করেই চলছে ডিজিটাল অর্থনীতি। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দটি-‘আদালতের মতে, হোয়াটসঅ্যাপ এমনভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যে তা ছাড়া এক মুহূর্তও কল্পনা করা কঠিন। এই নির্ভরশীলতা তৈরি হওয়ার পরই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লাভ তোলা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে আদালত প্রতারণার সঙ্গে তুলনা করেছে। প্রথমে অভ্যাস তৈরি করা, পরে সেই অভ্যাসকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত তথ্যের ওপর দখল কায়েম করা-এটি নৈতিক ও আইনগতভাবে প্রশ্নযোগ্য বলেই মত শীর্ষ আদালতের। হোয়াটসঅ্যাপের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগি দাবি করেন, হোয়াটসঅ্যাপের প্রতিটি মেসেজ এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপটেড। অর্থাৎ, প্রেরক ও প্রাপক ছা।া কেউই সেই বার্তা প।াতে পারে না। মেটার সঙ্গে যে ডেটা শেয়ার করা হয়, তা নাকি অত্যন্ত সীমিত এবং ব্যক্তিগত বার্তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। বিচারপতিরা বলেন, প্রযুক্তিগত ভাষা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। ব্যবহারকারীরা কীতে সম্মতি দিচ্ছেন, তা অনেক সময়েই তাঁরা জানেন না। দীর্ঘ ও জটিল নীতিমালা প।ে বোঝা সাধারণ নাগরিকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আদালতের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল-যদি সবকিছু এতটাই সুরক্ষিত হয়, তবে কীভাবে ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভিত্তিতে লক্ষ্যভিত্তিক বিজ্ঞাপন আসে? উদাহরণ হিসেবে বিচারপতিরা বলেন, কেউ যদি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই রোগ বা ওষুধ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেখা যায়। তথ্য সুরক্ষিত থাকলে এমন হওয়ার কথা নয়। সুপ্রিম কোর্ট আরও একবার তুলে ধরে ব্যবহারকারীর সম্মতির বিষয়টি। আদালতের মতে, সম্মতি নেওয়া হলেও তা এমনভাবে নেওয়া হয়, যাতে সাধারণ মানুষ প্রকৃত অর্থে বুঝতেই পারেন না তিনি কীতে সায় দিচ্ছেন। ‘ বোতামে ক্লিক করা ছাড়া উপায় না রেখে ব্যবহারকারীকে কার্যত বাধ্য করা হয়। এ ধরনের সম্মতিকে আদালত প্রকৃত সম্মতি হিসেবে মানতে নারাজ। ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। গ্রাম থেকে শহর-সব জায়গাতেই হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এই বিপুল ব্যবহারকারীর তথ্য যদি যথাযথ সুরক্ষা ছাড়া কর্পোরেট মুনাফার খোরাক হয়, তবে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ভয়াবহ হতে পারে-এমন আশঙ্কাও উঠে এসেছে আদালতের পর্যবেক্ষণে। সুপ্রিম কোর্টের বার্তা একেবারে স্পষ্ট-ভারতে ব্যবসা করতে হলে ভারতের আইন মানতেই হবে। মানুষের আবেগ, গোপনতা ও মৌলিক অধিকারকে সম্মান না করলে কোনও প্রযুক্তি সংস্থার এখানে ব্যবসা করার অধিকার নেই। প্রয়োজনে ব্যবসা গুটিয়ে যাওয়ার পথও খোলা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পর্যবেক্ষণ শুধু হোয়াটসঅ্যাপ বা মেটার জন্য নয়, বরং সমস্ত প্রযুক্তি দৈত্যের জন্যই একটি সতর্ক সংকেত। ডিজিটাল যুগে সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিও জরুরি। নইলে প্রযুক্তির চক্রব্যূহে পড়ে সাধারণ মানুষ ধনেপ্রাণে খতম হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

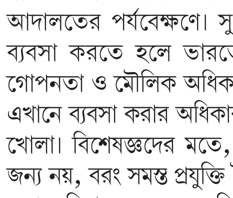

কেউ যদি তোমার নিঃদা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো, তোমার চলন চরিত্রে নিঃদনীয় কিছু যেন কোনও ক্রমেই স্থিতিলাভ করতে না-পারে। নিঃদা ব্যর্থ হয়ে উঠবে।

যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ করুন।

কপট ব্যক্তি অন্যের কাছে সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসের দরুণ অন্যের দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়।

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা। কুশিক্ষিতের শিক্ষক হওয়া কঠিন।

সরল ব্যক্তি উর্ধ্বদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মতো। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক। বড় ও উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মতো হওয়ায় লাভ কি?

তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না-হলে তুমি প্রকৃত আনঃদ কখনও লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না। তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। মুখ

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমৃত বাণী

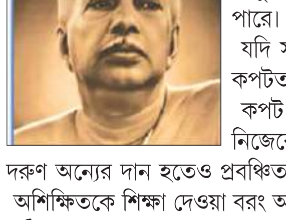

জীবনে শান্তি পেতে মনের ময়লা গুলো ধুয়ে ফেলতে হবে যে বাবা, মনে যতক্ষণ কাম, কোদ্ধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাস। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তি ও আছে, এই সংসারে নয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনা কে মুক্ত করবে নয় তুমি সংসারের বন্ধনে বন্দী হবে। তোমার মন কে ভেদা ভেদ শূন্য করতে শেখ তবেই তুমিও যে কোন কাজের মধ্যেই ভক্তি রস খুজে পাবে। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান তবে তার বহিপ্রকাশ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক, তাই মানুষকে ইশ্বর হিসাবে সেবা কর এবং মনের ভেদ কে দূরে সরাও। তোমার জীবনের লক্ষ্য শুধুই অর্থ উপার্জন নয়, তোমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরমেশ্বর সেবা ও মনের শান্তি লাভ। যে ব্যক্তি কোন স্বার্থ ছাড়াই অন্যের জন্য কাজ করেন, ঈশ্বর তার সর্বদাই মঙ্গল করে থাকেন।তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বলে লড়াই করে কী লাভ?

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন বিদ্যাসাগর

কৌশিক দাস ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবল সমাজসংস্কারক বা বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, সাঁওতালদের বন্ধু এবং বাংলা গদ্যের আধুনিক রূপকার। তিনি নিজের খরচে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, বিধবা বিবাহ আইন পাস করান এবং জীবনের শেষ দিনগুলো সাঁওতালদের সেবায় কাটান, যেখানে তিনি ‘ সাগর’ নামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি শুধুমাত্র চিকিৎসকই ছিলেন না, হাঁপানির ওষুধ 'ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস' আবিষ্কারের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ক্ষুদিরাম বসুকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে স্থিত এক কুটির থেকে নারী কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। সন্ধ্যা রবি তখন অস্তাচলে। নারী কণ্ঠের আর্তনাদে কুটীরের সম্মুখে জমা হয়েছে গ্রামের নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ। সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক ভিনগাঁয়ের পথিক। কান্না শুনে তিনিও গেলেন কুটিরের সামনে। গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?' জনৈক গ্রামবাসী করুণস্বরে উত্তর দিল, 'বাবু কিছুক্ষণ আগে মেয়েটার বরটা মারা গেল, বউটার অল্প বয়স, দুটো ছোট ছোট বাচ্চা, সংসারটাই শেষ হয়ে গেল!' আগন্তুক ঘরে ঢুকে দেখলেন এক অল্প বয়সী নারী স্বামীর মৃতদেহের উপর উবু হয়ে কাঁদছে, দুটো ছোট ছোট শিশু মায়ের পাশে বসে! আগন্তুক কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে গেলেন কুটির থেকে। পরের দিন ভোরবেলায় কুটীরের সন্নিকটে এসে হাঁক দিলেন, 'দাদা বাড়ি আছেন?' কয়েকবার হাঁক দেওয়ার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কালকের দেখা সেই অল্প বয়সী সদ্য বিধবা মেয়েটি, অবসন্ন মুখ, চোখের জল শুকিয়ে গেছে! আগন্তুক সেই সদ্য বিধবার কাছে গিয়ে বললেন, 'দাদা বাড়ি নেই?' মেয়েটা কান্নায ভেঙ্গে পড়ল। পরে কান্না থামিয়ে বলল, 'কাল উনি গত হয়েছেন।' আগন্তুক শোকজ্ঞাপন করে বললেন, 'আপনি আমাকে চিনবেন না। কিছুদিন আগে দাদার কাছে আমি কিছু টাকা ধার নিয়েছিলাম। আজ সেই টাকা ফেরত দিতে এসেছি। কিন্তু তিনি নেই শুনে বড় আহত হলাম।' স্ত্রীলোকটি টাকাটি নিয়ে বললে, 'আরো কিছুদিন আগে ফেরত দিতে পারলেন না? তার চিকিৎসাটাও ঠিকমতো করতে পারিনি টাকার অভাবে!' সেদিনের সেই সদ্যবিধবা নারী কোনদিন জানতেই পারলো না যে, আগন্তুক শুধু তারই অপরিচিত নয়, তার স্বামীরও অপরিচিত ছিল! মেয়েটি জানলোই না যে, আগন্তুকের হৃদয় ছিল মহাসাগরের ন্যায় সুবৃহৎ আর তা ছিল মাতৃস্নেহে ভরপুর। এমন কোমল হৃদয় ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ বঙ্গদেশে বিরল! ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে (তকালে গ্রামটি হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) এই সিংহপুরুষের জন্ম হয, তার নাম ইশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (শর্মা)। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যা ও ভগবতীদেবীর দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্ম নেন। তাঁর পূর্বপুরুষ পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত বনমালীপুর নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তার প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ছিলেন হুগলি জেলার বনমালীপুর গ্রামের বিখ্যাত পন্ডিত। তাঁর তৃতীয় পুত্র তথা ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ বীরসিংহ গ্রামের বিদগ্ধ পন্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয় কন্যার পানিগ্রহণ করেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা। পিতামহ রামজয়. দেশত্যাগী হলে, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী, পিতৃভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ভ্রাতা ও ভাতৃবধূর গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে পাশেই এক কুটিরে থাকতেন তিনি! তার দিন কাটে সুতা কেটে। বড়ছেলে ঠাকুরদাস কলকাতায় গেলেন ভাগ্যের সন্ধানে মাত্র ১৪ বছর বয়সে। প্রথমে দু টাকা মাইনার চাকরি পান তিনি। আশ্রয় পেলেন জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কারের এর বাড়িতে। এরপর তার পিতা অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় ফিরে এলে, তিনি ঠাকুরদাসকে কলকাতায় ভাগবতচরণ সিংহের কাছে কাজে নিয়োগ করেন। ভাগবতচরণ সিংহ ছিলেন কলকাতার বড়বাজারে মস্ত ধনী ব্যবসায়ী। রামজয়ের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি তার পুত্র ঠাকুরদাসকে কাজে বহাল করেন। ঠাকুরদাসের যৌবনবয়সে গোঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশের মেয়ে ভগবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলো। আর আজকের এই দিনে, আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে ভগবতীদেবীর কোল আলো করে জন্ম নেন ইশ্বরচন্দ্র। ঠাকুরদাস তখন কোমরগঞ্জে, মঙ্গলবারের হাটে। সুখবরটা ছেলেকে দেওয়ার জন্য রামজয় কোমরগঞ্জ রওনা দিলেন! পথেই ছেলের সাথে সাক্ষাৎ হলে, ছেলেকে বললেন, 'একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে।' ঠাকুরদাস ভাবলেন বাড়ির গরুটির বাচ্চা হয়েছে! তিনি বাড়ি ফিরে গোয়াল ঘরের দিকে যেতে লাগলেন। সেই দেখে সহাস্যে রামজয় বললেন, 'ওদিকে নয়, এদিকে এসো, এঁড়ে বাছুর দেখাচ্ছি!' ছেলেকে নিয়ে একটি ছোট্ট ঘরে ঢুকলেন রামজয় এবং এক অমোঘ ভবিষ্যবাণী করলেন নবজাতককে দেখিয়ে! রামজয় তার পুত্রকে বললেন, 'একে এঁড়ে বাছুর বললাম কেন জানো? এ এঁড়ে বাছুরের মতই একগুঁয়ে হবে! যা ধরবে, তাই করবে, কাউকে ভয় করবে না। ও হবে ক্ষণজন্মা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রথিতযশা, দয়ার অবতার। ওর জন্য আমার বংশ ধন্য হবে। ওর নাম রাখলাম ইশ্বরচন্দ্র।' পাঁচ বছর বযসে ঈশ্বরচন্দ্রকে ভর্তি করানো হলো গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায়। ছোট্ট ছেলেটির দুরন্তপনায় গ্রামের লোক অস্থির হয়ে উঠেছিল! কারো বাগানে ঢুকে লুকিয়ে ফল খেয়ে নেয়, কেউ কাপড় শুকাতে দিলে কাপড়ে ময়লা লাগিয়ে দেয়, কারো বাড়ি গিয়ে উঠোনে ময়লা ফেলে আসে, ধানের শীষ, যবের কাটা চিবাতে গিয়ে গলায় আটকে ফেলে। ত্রস্ত গ্রামবাসী এতদসত্ত্বেও মনে বিশ্বাস রেখেছিল, তাঁর ঠাকুরদার ভবিষ্যৎ বাণী একদিন ফলবেই! এঁড়ে গরুর একগুঁয়েমি এতটাই বেড়ে গেল যে, পিতা তাকে যদি স্নান করতে বলেন, সে তিনদিন পুকুরের ধারে ঘেঁষবে না, আবার পিতা স্নান করতে বারণ করলে

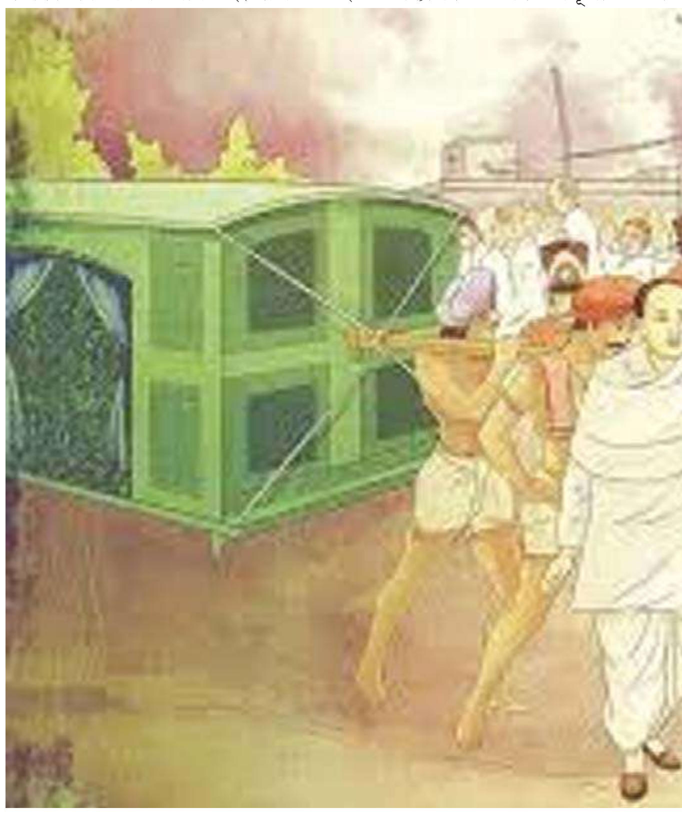

সেদিন তাকে জল থেকে তোলা মুশকিল হয়ে যেত। অবাধ্যের একশেষ! দস্যিপনায় গ্রামবাসীর ঘুম ছুটিয়ে দিলেও লেখাপড়ার প্রতি ছিল তাঁর অমোঘ আকর্ষণ! সময়মতো পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করলে, তাঁর পিতা পাঠশালার গুরুমশাইয়ের পরামর্শ মতো তাকে কলকাতায় নিয়ে যান ইংরেজি শেখানোর উদ্দেশ্যে। সেইসময় পরলোকগমন করেছেন তার পিতা রামজয় তর্কভূষণ। পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে তিনি কলকাতার পথে রওনা দেন তার বাবা। তাদের সঙ্গী হোন আনন্দরাম ও কালীকান্ত। পথে ক্লান্ত ঈশ্বরকে কাধে তুলে নেন আনন্দরাম। সিয়ালখালার কাছে সলিখার বাঁধানো রাস্তায় এসে পড়লেন তারা। পথের মাইলস্টোন দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখে নেওয়া ঘটনা তো সর্বজনবিদিত! কলকাতায় এসে ঠাকুরদাস যেখানে থাকতেন সেখানেই আশ্রয় নিলেন পিতা-পুত্র। পিতার ইচ্ছাতেই সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন ঈশ্বর, কারণ, তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল সংস্কৃত পণ্ডিত হয়ে গ্রামে ফিরে চতুষ্পাঠী খুলুক তার পুত্র!

১৮২৯ সালের ১ জুন সোমবার কলকাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে (যা বর্তমানে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত) ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮২৪ সালে অর্থাৎ, ঈশ্বরচংেদ্রর এই কলেজে ভর্তি হওযার মাত্র পাঁচ বছর আগে। তার বযস তখন নয. বছর। ঈশ্বরের ছোটখাটো শরীরে তুলনামূলক বৃহ মস্তক দেখে বন্ধুরা ঠাট্টা করত 'যশুরে কৈ, কসুরে জৈ।' প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে রান্নাবান্না, বাসনমাজা, ঘরমোছা ইত্যাদি কাজ সেরে কলেজ যেত ঈশ্বর। সংস্কৃত কলেজে সেদিন ছাত্ররা ক্লাসে পড়ছিল। কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ক্লাসে ঢুকেই ছাত্রদের বললেন, গোপালয়ে নমোহস্ততে বাক্যটি দিয়ে চতুর্থ চরণ একটি শ্লোক রচনা করতে হবে। বিদ্যাসাগর বাক্যটি শুনেই রসিকতা করে বললেন, 'এক গোপাল তো দেখছি সামনেই রয়েছেন, আরেক গাপোল বহুকাল পূর্বে বৃন্দাবনে লীলা খেলা করেছিলেন। তা কোন গোপালের বর্ণনা করব?' ছাত্রের এই বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন শুনে অধ্যাপক জয়গোপাল খুশি হয়ে হেসে বললেন, 'বেশ বস, আপাতত বৃন্দাবনের গোপালেরই বর্ণনা কর।' আরেকবার ওই অধ্যাপক সরস্বতীপূজা উপলক্ষে ছাত্রদের একটি শ্লোক রচনা করতে বললেন।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন লিখলেন,

'লুচি কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলিপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম
যস্যাঃ প্রসাদনে, ফলারমাপ্লুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম।'

একবার এক সম্রান্ত লোক বিদ্যাসাগর এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়শখ ছিল বইপড়া এবং সেগুলির যত্ন করা, বাঁধাই করে রাখা। এ কাজে তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যযও করতেন। ভদ্রলোক বইগুলো দেখে বললেন, 'এরূপ এত খরচ করে বইগুলো বাঁধিয়ে না রাখলেও তো হতো!' 'কেন? এতে দোষ কোথায়?' 'ঐ টাকায় অনেকের উপকার হতে পারত।' বিদ্যাসাগর তামাক খেতে খেতে ভদ্রলোকের শাল লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনার শালটি কিন্তু চমৎকার। কোত্থেকে, কত দিয়ে কিনেছেন?' শালের প্রশংসা শুনে ভদ্রলোক দারুণ উফুল্ল হয়ে বললেন, 'শালটি ২৫ টাকায় কেনা।' বিদ্যাসাগর এবার সুযোগ পেয়ে বললেন, 'পাঁচ সিকের কম্বলেও তো শীত কাটে, তবে এত টাকার শালের প্রয়োজন কী? এ টাকায়ও তো অনেকের উপকার হতে পারত?' বিদ্যাসাগর নিজেহাতে রান্না করে খাওয়াতে ভালবাসতেন। অতিথিকে পরিবেশন করার সময় প্রায়ই বলতেন-

হু হু দেয়ং, হাঁ হাঁ দেযং, দেয়ঞ্চ করকম্পনে
শিরসি চালনে দেয়াং, ন দেয়ং ব্যঘ্রঝম্পনে।

ইশ্বরচন্দ্র একদিন গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই দেখে এক সমবযসি রসিকতা করে বলল, 'পণ্ডিত মানুষ, আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছ! দেখো পায়ে আবার বিষ্ঠা না লাগে!' বিদ্যাসাগর রসিকতার জবাবে বললেন, 'এই গ্রামে বিষ্ঠা আসবে কোত্থেকে? এখানে তো দেখছি সবই গোবর!' এক বিয়ে বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র এর দেখা হয়ে গেল! ঈশ্বরের পায়ে যথারীতি সেই তালতলার শুড়তোলা চটি। বঙ্কিম তাই দেখে ঠাট্টা করে বললেন, 'মশাই, আপনার চটির শুড় তো ক্রমশ বেঁকে ওপর দিকে উঠছে। শেষ পর্যন্ত আকাশে গিয়ে না ঠেকে!' ঈশ্বর উত্তর দিলেন, 'কী আর করা যাবে বলো! জানোই তো, চটি যত পুরনো হয় ততই বঙ্কিম হয়ে উঠতে থাকে।' জবাব শুনে বঙ্কিমচন্দ্র বেজায় জব্দ!

মাইকেল মধুসূদন দত্তের আর্থিক দুরবস্থার সময় ঈশ্বরচংদ্র তাঁকে সাহায্য করতেন। এক মাতাল ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইলে তিনি সোজা বলে দিলেন, 'আমি কোনো মাতালকে সাহায্য করি না।' 'কিন্তু আপনি তো মধুসূদনকে সাহায্য করেন। তিনিও তো মদ্যপান করেন!' 'ঠিক আছে, তুমি ওর মতো ‘ কাব্য লিখে আনো। তোমাকেও সাহায্য করব।' সুবলচন্দ্র মিত্রের বইয়ে বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেলের একটি দুর্লভ চিঠি পাওয়া যায়। মাইকেল লিখছেন, ‘ সহকর্মী বাবু মূর্তিলাল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে যাব। তুমি এক বোতল শেরি আনিয়ে রেখো।' বিদ্যাসাগরের কাছে মদ আনিয়ে রাখার বায়না মাইকেল ছাড়া আর কেইই বা করতে পারতেন! তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল অনেক অভাবে,কষ্টে। যে রান্নাঘরে রান্না করতেন তিনি,এক ফোঁটা আলো ঢুকতো না সেই ঘরে। খাবার সময় ঘটিতে জল নিয়ে বসতেন তিনি, পাছে মাছি বা কীট এসে তার খাবারে বসে। খাবার বলতে একটু তরকারী , ন' মাসে - ছ ' মাসে মাছ, নাহলে শুধু নুন ভাত। একদিন তরকারীতে আরশোলা পরেছে খেতে বসে দেখতে পেলেন তিনি। তার সাথে আরো চার - পাঁচ জন খেত। তিনি ভয় পেলেন, আরশোলাটি ফেলতে গেলে বাকীরা দেখতে পাবেন,তাদের খাবার টাও নষ্ট হবে সেই ভেবে তিনি আরশোলা শুদ্ধ তরকারী খেয়ে নিলেন । এত কষ্টের মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন মন দিয়ে। তাঁর পিতাকে বলা থাকতো আরমনি গীর্জার ঘণ্টা বাজলেই তাঁর পিতা তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। রাতের ভোজন সমাপ্ত করে ঈশ্বর একটু ঘুমিয়ে নিতেন। পিতার ডাকে উঠে ঠিক রাত বারোটায় তিনি পড়তে বসতেন। সারা রাত ধরে পড়াশোনা করতেন তিনি। তাঁর এত চেষ্টা বিফল যায়নি। এরপর তিনি মাসে পাঁচ টাকা বৃত্তি পেতেন। এরপর তিনি সংস্কৃততে বক্তব্য রেখে অনেক শিক্ষকের নজর কেড়ে নেন এবং সংস্কৃত ভাষায় পদ্য ও গদ্য রচনা করে একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর কলকাতা গভর্নমেন্টট সংস্কৃত কলেজের সার্টিফিকেট পেলেন ঈশ্বর। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়েই তাঁর নামের শেষে জুড়ে গেল একটি উপাধি বিদ্যাসাগর। এরপর তিনি ওই নামেই সুবিখ্যাত হলেন। সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এবং বাংলা ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা। বর্ণপরিচয় (১৮৫১) প্রকাশের আগ পর্যন্ত প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যে এ রকমের কোনো আদর্শ পাঠ্যপুস্তক ছিল না। তাঁর বর্ণপরিচয়ের মান এতো উন্নত ছিল যে, প্রকাশের পর থেকে অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থ বঙ্গদেশের সবার জন্যে পাঠ্য ছিলো। দেড়শো বছর পরেও এখনও এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। বর্ণপরিচয়ের মতো সমান সাফল্য লাভ করেছিল বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬) এবং জীবনচরিত (১৮৫৯)। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও (১৮৫১) বর্ণপরিচয়ের মতো অভিনব- এর আগে বাংলা ভাষায় কোনো সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল না। চার খন্ডে লেখা ব্যাকরণ-কৌমুদীও (১৮৫৩-৬৩) তাঁর ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান ছিল। নারী স্বাধীনতায় তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৈদিক যুগের চূড়ান্ত নারী স্বাধীনতা বিদেশী আক্রমণে একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল তৎকালীন সময়ে। গত হাজার বছর ধরে একটু একটু করে নারী পরিণত হয়েছিল পর্দায় মোড়া ঘরের কোনায় পড়ে থাকা এক অসহায়া জীব। বিদ্যাসাগর বহুবছর ধরে চলে আসা প্রথা ভেঙ্গে মেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসলেন। নিজের উদ্যোগে বাংলায় তিনি ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় হিন্দু ফিমেল স্কুল (বর্তমানে বেথুন স্কুল) স্থাপন করেন। তিনি পরাশর-সংহিতা থেকে শ্লোক তুলে প্রমাণ করলেন, প্রাচীন কালে ভারতে বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহ দেওয়ার চল ছিল। কিন্তু গত হাজার বছরে বিধবার স্থান হোতো কোনো অন্ধকার ঘরের কোণে অথবা কাশীতে। বিদ্যাসাগর সমাজের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে বড়লাট লর্ড ক্যানিং এর সহযোগিতায় বিধবাবিবাহ পুনঃপ্রচলন করেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিনয়ের দ্বারা সতীদাহ বিলুপ্ত করার পর এটিই প্রথম বড় সমাজ সংস্কার আইন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে ‘ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী একটি চিঠিতে লিখছে, ‘ বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন,তিনি আবারএকখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?'বর্ধমানে তারকনাথ বিশ্বাসের (ক্রমশ)

জনকল্যাণই অর্থনীতির চালিকাশক্তি,অন্তর্বর্তী বাজেটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প উন্নয়ন মডেল

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পেশ হওয়া চার মাসের অন্তর্বর্তী বাজেটেই রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের পর পূর্ণাঙ্গ বাজেট আসবে-এ কথা জানা থাকলেও, এই অন্তর্বর্তী বাজেট যে নিছক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা প্রথম দিনেই বোঝা গিয়েছে। বরং এই বাজেটের মধ্য দিয়েই মমতা বংেদ্যাপাধ্যায় আবারও তুলে ধরলেন তাঁর সরকারের বিকল্প উন্নয়ন দর্শন-যেখানে জনকল্যাণই সর্বাগ্রে, আর অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে গরিব, প্রান্তিক ও সাধারণ মানুষ।

বিশ্ব অর্থনীতি যখন মুষ্টিমেয় ধনী ও কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত, তখন বাংলার অন্তর্বর্তী বাজেট দেখাল এক ভিন্ন পথ। এই পথের মূল দর্শন একটাই-রাজ্যের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর হাতে সরাসরি অর্থ ও সামাজিক সুরক্ষা পৌঁছে দিলে তবেই টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারঃ সামাজিক সুরক্ষার মেরুদণ্ড-এই বাজেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ‘লক্ষ্মী ভাণ্ডার’ প্রকল্পে মাসিক ভাতা বৃদ্ধি। রাজ্যের প্রায় আড়াই কোটি মহিলা এই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হন। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাঁদের মাসিক ভাতা আরও ৫০০ টাকা করে বা।ানো হবে। নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে এই প্রকল্প ইতিমধ্যেই একটি সামাজিক বিপ্লবের রূপ নিয়েছে। অন্তর্বর্তী বাজেটেও এই প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া থেকে স্পষ্ট, সরকার এই সুরক্ষা বলয়কে আরও শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর।

রাজ্যের বেকার যুবসমাজের কথা মাথায় রেখে বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে এক নতুন প্রকল্প-‘ যুবসাথী’। প্রথম বছরেই এই প্রকল্পের আওতায় ৩০ লক্ষ যুবক-যুবতীকে মাসে ১৫০০ টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্তত ন্যূনতম আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময়ে এই প্রকল্প যুবসমাজের জন্য ব। ভরসা হয়ে উঠবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্তর্বর্তী বাজেটে শুধু নতুন প্রকল্প নয়, বিদ্যমান প্রান্তিক কর্মীবর্গের ভাতাও বাড়ানো হয়েছে। আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, পার্শ্বশিক্ষক, সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ-প্রায় সমস্ত স্তরের

প্রান্তিক কর্মজীবীদের জন্যই অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সমাজের ভার বহন করা এই মানুষদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে নবান্ন সূত্রে। দেশের মোট কর্মীবাহিনীর প্রায় ৯৫ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, রাজ্যের শতাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প যেন এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের কাছে পৌঁছয়। বাজেটে এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য একাধিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষার বিস্তারই যে সরকারের প্রধান লক্ষ্য, তা এই বাজেটের প্রতিটি ঘোষণায় ফুটে উঠেছে। বাজেটে রাজ্যের সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মূল্যবৃদ্ধির চাপে থাকা এই শ্রেণির মানুষদের জন্য এটি ব। স্বস্তির খবর। রাজ্যের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই সিদ্ধান্ত সরকারের অগ্রাধিকারকে স্পষ্ট করে। কৃষকদের জন্য রাজ্যে আগে থেকেই রয়েছে ‘ প্রকল্প। এবারের বাজেটে এই প্রকল্পকে আরও জোরদার করার পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক খেতমজুরের জন্য বার্ষিক অনুদানের কথাও ভাবা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কৃষক ও খেতমজুরদের হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছনো যে কতটা জরুরি, তা এই বাজেট বারবার মনে করিয়ে দেয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্য সরকার ভাবছে গিগ কর্মীদের কথাও। আপাতত তাঁদের ‘ প্রকল্পের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে ধাপে ধাপে অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। নতুন ধরনের কর্মসংস্থানে যুক্ত এই মানুষদের নিরাপত্তা দেওয়াই লক্ষ্য। সরকারের মতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা বিভিন্ন ভাতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাতে যে টাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে, তা শেষ পর্যন্ত বাজারেই ফিরে আসবে। ফলে পণ্যের চাহিদা বা।বে, উপাদন বা।বে, বা।বে কর্মসংস্থানও। এই চাহিদা-নির্ভর উন্নয়ন মডেলই রাজ্যের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে। সমালোচকদের উদ্দেশে বাজেটেই পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে রাজ্য সরকার। গত ১৫ বছরে রাজ্যের নিজস্ব আয় ৬ গুণ বে।ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই রাজ্যের পক্ষে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, রাজ্যের রাজস্বের ব। অংশই আসে পরোক্ষ কর থেকে-যা অর্থনৈতিক গতিশীলতারই প্রমাণ। চার মাসের অন্তর্বর্তী বাজেট হয়েও এই বাজেট কার্যত একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘোষণাপত্র। এখানে স্পষ্ট বার্তা-উন্নয়ন মানে কেবল ব। প্রকল্প বা কর্পোরেট বিনিয়োগ নয়, উন্নয়ন মানে মানুষের হাতে ক্ষমতা ও অর্থ তুলে দেওয়া। মমতা বংঃদ্যাপাধ্যায়ের সরকার সেই পথেই হাঁটছে। ভোটের আগে এই বাজেট শুধু হিসাবের খাতা নয়, বরং এক বিকল্প উন্নয়ন দর্শনের স্পষ্ট রূপরেখা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেজাজ হারালেন সৌমিত্র খাঁ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেজাজ হারালেন বিজেপির নেতা তথা বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বর্ধমান রেলস্টেশনে 'চাকরি চায় বাংলা' কর্মসূচির আওতায় চাকরির ড্রপবক্স চালু করে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান তিনি। এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় একাধিকবার তিনি রূঢ় ও অকথ্য ভাষা ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ ওঠে। সৌমিত্র খাঁ দাবি করেন, বাংলার যুবসমাজ এখন একটাই কথা বলছে-তৃণমূল সরকার নিপাত যাক। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যত নিয়ে তৃণমূল সরকার ছিনিমিনি খেলেছে। সাংসদের কথায়, যুব সমাজ চাকরি চায়। কিন্তু তৃণমূল সরকার যুবকদের ভিখারিতে পরিণত করেছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বলেন, বর্ধমানে একজন বিধায়ক ও একজন মন্ত্রী রয়েছেন, যারা চাকরি চুরির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই অপরাধে স্থানীয় প্রশাসনও সহযোগিতা করেছে। তার দাবি, এবার সেই 'খেলার' শেষ হতে চলেছে। বিজেপি সাংসদের অভিযোগ, রাজ্যের ছাত্র ও যুবসমাজ আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় দেখতে চায় না। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ পোস্টার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পাঠানো হবে। এদিন পুলিশের ভূমিকাকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন সৌমিত্র খাঁ। তিনি বলেন, পুলিশকে পুলিশের কাজ করতে হবে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপারকে কটাক্ষ করে তিনি মন্তব্য করেন, আপনি এমন ভালো তদন্ত করেছেন যে তিন ঘণ্টার মধ্যেই সব জেনে ফেললেন। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে একটি গাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনায় সৌমিত্র খাঁ ব্যক্তিগত সহকারী হৃদয় পালের নাম জড়ায়। সেই ঘটনার বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তথ্য প্রকাশ করেছিলেন সহকারী পুলিশ সুপার। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিজেপি সাংসদ। এছাড়াও শান্তিনিকেতনে নোবেল পুরস্কার চুরির ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে সৌমিত্র খাঁ বলেন, এই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব আপনাকেই দেওয়া উচিত-এমন মন্তব্য করেন তিনি সহকারী পুলিশ সুপারের উদ্দেশ্যে। চাকরি ইস্যু থেকে শুরু করে প্রশাসনের ভূমিকা-সব মিলিয়ে সোমবার বর্ধমানের রাজনৈতিক ময়দানে কার্যত ঝড় তুলে দেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তার মন্তব্য ও কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চর্চা।

লক্ষাধিক টাকার গাছ চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোলাঘাট, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ অনুমতি ছাড়াই লক্ষাধিক টাকার গাছ কাটার অভিযোগ ঘিরে রবিবার উত্তেজনা ছড়িয়েছে কোলাঘাটের বৈষ্ণবচকে। অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতা সাহালাম মালিদার বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তিনি নাকি এই সরকারি গাছ কেটে পাচার করেছেন। এই অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ নিয়ে বাধা দিতে গেলে উত্তেজনা ছড়ায়। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বন দপ্তরের লোকজন আসে। অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে থানায় এবং বন দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির উপপ্রধান শিবনাথ সামন্ত। শিবনাথ জানান, সাহালাম মালিদা তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা। তাকে গাছ কাটতে বাধা দিতে গেলে সাহালাম তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তাছাড়া পঞ্চায়েত সদস্যা সুজাতা চন্দকেও গালিগালাজ করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, সাহালাম রবিবার পাঁচটি আকাশমণি এবং একটি খিরিশ গাছ কেটে নেন। বিক্ষোভের মুখে সাহালাম যে ওয়ার্ক অর্ডারটি দেখান সেটি বৈধ নয় বলে দাবি স্থানীয়দের।

Office of the SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN- 742223

1. eNIT No-34/SGP/25-26 Memo no-64/SGP, Date: 09.02.2026. 2. Date of issue tender paper(online)- 10.02.2026 from 09.00 a.m. 3. Last date of Dropping tender paper(online): 16.02.2026 up to 09.00 a.m. 4. Date of Technical Bid opening (online)- 18.02.2026 up to 09.00 a.m.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল রতন তালুকদার, পিতা স্বর্গীয় জীতেন্দ্র মোহন তালুকদার, সাকিন ও পোঃ খিদিরপুর, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, এর নির্দেশানুক্রমে সর্বসাধারানকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি তাহার পিতা অর্থা জীতেন্দ্র মোহন তালুকদার এর নামীয় রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। তিনি পরলোকগমন করিলে তাহার ওয়ারীশগন তাহার ত্যাত্তঃকৃত সম্পত্তি ওয়ারীশসুত্রে প্রাপ্ত হইয়া দখল ভোগ করিতে থাকাকালীন তাহার এক কন্যা লিলি চাকী, স্বামী রনজিৎ চাকী, সাং- তিস্তা কলোনী, শিলিগুড়ি গত ইংরাজীর ২০০১ সালে ১০৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে তাহার ভ্রাতা অর্থাৎ জীবন তালুকদারকে আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে ১) জীবন তালুকদার (১০৯ নং আমমোক্তার নামার ক্ষমতা বলে), ২) রতন তালুকদার, ৩) লিলি চাকী, ৪) চামেলী তালুকদার, ৫) পাপড়ী বোস একত্রে ইংরাজীর ২০০১ সালে ৪২৭৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র দলিল মূলে অমরেন্দ্র তালুকদার কে দান করেন এবং ১) অমরেন্দ্র তালুকার, ২) লিলি চাকী, ৩) জীবন তালুকদার (১০৯ নং আমমোক্তার নামার ক্ষমতা বলে) ৪) চামেলী তালুকদার, ৫) পাপড়ীবোস একত্রে ইংরাজীর ২০০১ সালে ৪২৭১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র দলিল মূলে রতন তালুকদার কে দান করেন। ইহার পর রতন তালুকদার গত ইংরাজীর ২০০১ সালে ৪২৭৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র দলিল মূলে তাহার ভ্রাতা অমরেন্দ্র তালুকদার কে সম্পত্তি দান করেন। অমরেন্দ্র তালুকদার তিনি আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল বরাবর গত ইংরাজীর ১৪.০৯.২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৬২৬ নং দানপত্র দলিল মূলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি দান করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল বিক্রয় কবলা দলিল মূলে খরিদকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ, যোগাযোগ করিবেন।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর, থানা বালুরঘাট, মৌজা খিদিরপুর, জে.এল. নং - ৮৯, এল.আর. দাগ নং - ৮৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৬১, পরিমান ৭৩২ বর্গলিঙ্ক, শতক, শ্রেণী-বাস্তু।

সুদীপ্তা দত্ত
(আইনজীবি)
বালুরঘাট আদালত
দক্ষিণ দিনাজপুর

Rukunpur Gram Panchayat
P:O:- Rukunpur, P.S.- Hariharpara, Dist. – Murshidabad

Corrigendum for date extension of 09 nos work of **NIeT No. 06/RGP/15th CFC/ Tied/2025-26** vide **Memo No.661(18)/RGP/En dated 16/01/2026** and 09 nos work of **NIeT No.-07/RGP/15th CFC/ Untied/2025-26** vide **Memo No.670(18)/RGP/En** dated **21/01/2026** by the Prodhan, Rukunpur Gram Panchayat, Hariharpara Block, Murshidabad for schemes under 15th CFC. Last date of Download & Upload of Tender Paper is **12/02/2026 upto 18.00 hrs**. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **htpp://wbtenders.gov.in.**

e-N.I.T No-01/WBMIFMP/DPD-VI 2025-26 issued on 09.02.2026

e-N.I.T is invited by Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9th Floor, Kol-91 from reliable, bonafide & reputed resourceful Agencies for "Supply and installation of 1. ArcGis Online Service Credits Block of 1000 Credits 2 units 2. ArcGis Online Creator User Type annual subscription (including pro basic) - 2 units" Last date of bid submission is **-19.02.2026 up to 15.00 Hrs IST.** All document and details can be obtained from **https://wbiwd.gov.in, https://wbtenders.gov.in** and also from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91

Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Dte.

OFFICE OF THE DASPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SONAKHALI :: PASCHIM MEDINIPUR
RE-TENDER
NOTICE INVITING E– TENDER No. WBPMID/DASP2/EO/NIT-42(25-26)

For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal, Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites E-Tender for total 3(Three) Nos. similar works. Bid Submission End Date(online) **13/02/2026 12:00 Hrs**. Bid Opening Date (Technical) **16/02/2026 11:00 Hrs**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity

লামডিং ডিভিশনে মাল্টি পার্পোজ স্টল অ্যাসেটসর জন্য ই-নিলাম

০৫ (পাঁচ) বছরের সময়ের জন্য লামডিং ডিভিশনে ৯ টি এমপিএস - মাল্টি পার্পোজ স্টল অ্যাসেটসর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** এমপিএস-এলএমজি-০২-২৬, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ ২৩-০২-২০২৬** তারিখের **১১.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৩-০২-২০২৬** তারিখের **১২.৫০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং.	স্টেশন
এএ/১	এমপিএস-এলএমজি-এনএইচএলজি-এমপিএস-১১৩-২৫-১	নিউ হাফলং
এএ/২	এমপিএস-এলএমজি-কেএক্সজে-এমপিএস-১২২-২৫-১	করিমগঞ্জ
এএ/৩	এমপিএস-এলএমজি-কেটিএক্স-এমপিএস-১০২-২৫-১	কাটাখাল
এএ/৪	এমপিএস-এলএমজি-এনএইচএলজি-এমপিএস-১১২-২৫-১	নিউ হাফলং
এএ/৫	এমপিএস-এলএমজি-এইচবিএন-এমপিএস-১২১-২৫-১	হয়বরগাঁও
এএ/৬	এমপিএস-এলএমজি-এমবিজি-এমপিএস-৩৫-২৩-১	মাইবাং
এএ/৭	এমপিএস-এলএমজি-বিএইচআরবি-এমপিএস-১০৭-২৫-১	ভৈরবি
এএ/৮	এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-১০৯-২৫-১	শিলচর
এএ/৯	এমপিএস-এলএমজি-এইচবিএন-এমপিএস-১২০-২৫-১	হয়বরগাঁও

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইয়ার্ড উন্নয়নের জন্য সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৭৩, তারিখঃ ০৫-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** কুমেদপুর ইয়ার্ড উন্নয়নের জন্য সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ - (ইয়ার্ড উন্নয়নের জন্য ক্রসওভার স্থানান্তর)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,০২,৭৪,৩৫৮/- টাকা, বায়নার ধনঃ ২,০১,৪০০/-টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৭-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ২৭-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নোটিশ

দলিল নং I - 050212614 dt-13.12.2024. A.D.S.R.Howrah এই দলিল মূলে মৌজা বেলগাছিয়া কিসমত অঞ্চলে লিলুয়া থানার অধীন RS & LR dag. 814,814/047, 814/1335 অন্যান্য দাগে LR 7202 নং খতিয়ানভুক্ত Sanjay Kumar Agarwal এর নাম বরাবর 94 কাটা 1 ছটাক 37 বর্গফুট জমি Arav Agarwal এর নামে power of attorney হয়েছে। এই বিষয়ে কোনো ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকলে বালি জগাছা বি .এল .এন্ড এল. আর .ও অফিসে যোগাযোগ করবেন।

Office of the Pradhan Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, Purulia, Pin-723148
Memo No.-229/HGP Dated-06/02/2026
NOTICE INVITING e-TENDER No.-03(1)/2025-26

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 4(Four) different works. Bid Submission end date 16.02.2026 11 am. Date of Opening of Bid(Technical) 18.02.2026 at 11 AM. For more details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

আউটসোর্সিং স্টাফ-এর ব্যবস্থা

বিড নংঃ আরই_ইএল_টিআরডি_৬৩_২৫-২৬, তারিখঃ ০২-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** (পার্ট-বি)-ডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার ডিভিশনের ডালখোলা, আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি এবং বাগডোগরা-এ ওএইচই ডিপোর ওএইচই সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, সেকশনের দৈনিক ফুট প্যাট্রোলিং এবং যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করার জন্য ২৪ মাসের নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের আউটসোর্সিং স্টাফ-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৮১,৫৪,৯০৯.২৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৪০,৮০০.০০ টাকা। **বিড শেষ হওয়ার তারিখ** ২৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **বিড খোলার তারিখ** ২৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Chekya Gram Panchayat
Vill+PO- Chekya, PS-Kotshila, Dist-Purulia
NIT No. 03/(2025-26)

Sealed Tender is invited for the 27 (Twenty-seven)Nos. different works. By the Pradhan, Chekya Gram Panchayat. Date of sale of tender form on any working days from **03/02/2026** to **12/02/2026 from 12.00 noon to 3.00 pm.** Last date of dropping of sealed tender form on or before 12/02/2026 up to 04.00 pm. Date and time of opening of tender 13/02/2026 at 1.00 pm. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Chekya Gram Panchayat

Office of The GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill.-Nabagram, P.O-Hazarpur Nabagram, PS-Kandi, Dist.-Murshidabad
E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide **NIeT No-MSD/KAN/GOK-II/10/2025-26**. Last date of submission **14/02/2026 up to 11.00 Hrs**. Bid Opening Date(Technical): **16/02/2026 at 11:00 Hrs**. and Financial: **17/02/2026 at 11:00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat

Online e-tender and offline tenders are hereby invited by the Pradhan, Barameshya Ramnagar Gram Panchayat from the reliable bonafide resourceful contractors for various types of works for e- NIT NO-BRGP/14(e)/ 2025-26 date – 09.02.2026 . Particulars: Date of publishing:- 11.02.2026 at 10.00 am, Period and time for downloading/Collecting bidding documents 11.02.2026 from 10.00 am to 18.02.2026 upto 18.00 pm, Last date of original draft & original documents submission :- 18.02.2026 upto 18.00 pm, Date & Time of technical bid opening:- 23.02.2026 at 12.30 pm, Date & Time of financial bid opening (subjected to completion of technical evaluation):- To be informed later. For NIT No – 12 of 2025-26 and 13 of 2025-26, Date of Sale of Tender Form at GP office: On any working day from 11/02/2026 to 20/02/2026 (from 11 AM to 4 PM) (except Holiday and Saturday and Sunday), Last date of dropping of Sealed Tender Form: On or before 20/02/2026 (up to 4 PM), Date of Opening of Tender: 23/02/2026 (at 12 PM) For details visit: **http://www.wbtenders.gov.in** or Gram panchayat office.

Sd/- Pradhan,
Barameshya Ramnagar Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER

eTender Reference/ e-NIT No.:- **24/PGP - (4 No), 25/PGP - (4 No), 26/PGP - (3 No), & 27/PGP - (1 No),** Dt. 06/02/2026, of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on **16/02/2026 upto 11.00 AM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/-
Pradhan
Panchra Gram Panchayat

Office of the Pradhan Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, Purulia, Pin-723148
Memo No.-228/HGP Dated-06/02/2026
NOTICE INVITING e-TENDER No.-04(8)/2025-26

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 8 (Eight) different works. Date of sale of Tender Form **06/02/2026 to 12/02/2026 from 10.00 AM to 3.00 PM** & **13/02/2026 on or before 12 PM.** Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **13/02/2026 up to 12 noon** only. Date of Opening of Tender **13/02/2026 at 1.00 PM**. For more details visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER of Tender

e-NIT-14 of 2025-26/P0/BCW/JAL., for execution of 1 (one) no. of community development schemes within Jalpaiguri district Bid Submission end date extended **up to 14/02/2026 11:30 AM (ID No-2026_DMJ_991169_6)**. For further details like bid start date, bid end date, eligibility criteria etc., please log-on to. **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Jalpaiguri

Office of the JHIKIRA GRAM PANCHAYAT
Vill–Jhikira, P.O–Jhikira, P.S–Joypur, Dist–Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/20, (2) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/21 & (3) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIEQ-2025-26/22

The Prodhan, JHIKIRA GRAM PANCHAYAT, JHIKIRA, JOYPUR, HOWRAH invites e-tender for the 3(Three) Nos. different works. Bid Submission closing date (online) **14/02/2026 at 11:00 P.M**. Bid opening date for Technical Proposals **16/02/2026 at 12:00 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
JHIKIRA GRAM PANCHAYAT

উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক

আপনার আশার হিসাব
(একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক)

জোনাল অফিসঃ ২য় তলা ১৩৪এ, ফ্লোর পাটলিপুত্র কলোনি বিপরীত-পলিটেকনিক কলেজ পাটনা, বিহার - ৮০০০১৩
নিবন্ধিত অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজী সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, ইউপি-২২১ ১০৫

স্থাবর সম্পত্তির জন্য দখল বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, অনুমোদিত কর্মকর্তা এতদ্বারা প্রতিটি ঋণ অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে ঋণগ্রহীতাদের উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে। ঋণগ্রহীতারা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮-এর অধীনে তাকেতাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তিগুলির সাথে যেকোনো লেনদেন নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ ও তার উপর প্রযোজ্য সুদের জন্য **উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডে**র চার্জের অধীন হবে।
নিচে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি, যা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কিত।

ক্রম নং	শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখে বকেয়া টাকার পরিমাণ
১.	কলকাতা	১৫১০০৫০০০০০০৬০৬৬	সৌকত আলী পুত্র ফকির আলী (ঋণগ্রহীতা / বন্ধক) রহিমা বিবি সৌকত আলীর স্ত্রী (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৩।০৯।২০২৫	০৬।০২।২০২৬	টাকা ২৫০৭৩৬৩.৭৮ /-
সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির সমস্ত অংশ ও পার্সেল সহ)ঃ প্রায় ০৪ শতক পরিমাপের একটি জমি এবং তার উপর নির্মিত ১৪২১ বর্গফুট (কিছুটা কম বা বেশি) আয়তনের কাঠামোসহ সম্পত্তিটি মৌজা- সোহাই, আর.এস নং-১৮৮, জে.এল নং-১৭, তৌজি নং-১১-এর অন্তর্গত, যা আর.এস এবং এল.আর দাগ নং-১৯৩৪-এ অবস্থিত এবং আর.এস খতিয়ান নং-৬৮৮ / ১ ও তদনুযায়ী এল.আর খতিয়ান নং-৩৯৩৮-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি সোহাই শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা-দেগঙ্গা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস-দেগঙ্গা, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। বিক্রয় দলিল নং-১৫১০০৫৯২৬, সাল-২০১৫, ভলিউম নং-১৫১০-২০১৫, পৃষ্ঠা নং-৬৬২৬৫ থেকে ৬৬২৮৫। সম্পত্তির সীমানা- পূর্বঃ রফিকের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমঃ সুকজান বিবির সম্পত্তি দ্বারা, উত্তরঃ ৬ ফুট রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণঃ পুকুর দ্বারা।						
২.	কলকাতা	১৫৮০০৫০০০০০০৬০১৯	মিঠুন সর্দারের পুত্র মিলন সর্দার (ঋণগ্রহীতা / বন্ধক) সঞ্চিতা মজুমদার নির্মল মজুমদারের কন্যা (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৩।০৯।২০২৫	০৭।০২।২০২৬	টাকা ২২৯৮৯৯৩.১৭ /-
সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির সমস্ত অংশ ও পার্সেল সহ)ঃ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ ও পার্সেল, যার ফ্ল্যাট নম্বর 'এস-২', সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রায় ৫৫০ বর্গফুট, যা দক্ষিণ-পূর্বমুখী ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত এবং ০৫ কাঠা বা তার কিছু বেশি জমির উপর নির্মিত, যা মৌজা-ব্রহ্মপুর, জেএল নং-৩২, আর.এস নং-৪৮, দাগ নং-৬৪২, খতিয়ান নং-১৭৭ এর অধীনে, প্রাঙ্গণ নং-৫১, ওয়ার্ড নং-১১১, বরো নং-XI, অ্যাসেসি নং-৩১১১১১৮০০৫১৪, থানা- রিজেন্ট পার্ক (বর্তমানে বাঁশদ্রোণী), ডি.এস.আর. -III, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০ ০৮৪-এর অন্তর্গত। মূল বিক্রয় দলিল নং-১৬০৩১৯৮৮৩, বছর ২০২৪, বই নং ১, খণ্ড নং-১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা-৫২৮০১৮-৫২৮০৪১। সম্পত্তির সীমানা- পূর্বঃ ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, পশ্চিমঃ শ্রী দাসগুপ্তের বাড়ি, উত্তরঃ শ্রী সুরেশ দেবনাথের প্লট, দক্ষিণঃ পুকুর।						
৩.	স্টললেক সেক্টর-৩	১৫৮০০৫০০০০০০৬০১৮	গৌরী মন্ডল গারু সমির গারুর কন্যা (ঋণগ্রহীতা / বন্ধক) সমির গারু গোবিন্দ গারুর পুত্র (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৩।০৯।২০২৫	০৭।০২।২০২৬	টাকা ২৩৫৪৭১৮.৮১ /-
সম্পত্তির বিবরণ (সম্পত্তির সমস্ত অংশ ও পার্সেল সমন্বিত)ঃ সমস্ত সেই এক খণ্ড ফ্ল্যাট, যার ফ্ল্যাট নম্বর বি-৩, তৃতীয় তলায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত, যার কার্পেট এলাকা প্রায় ৭৩১ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এলাকা ৯২১ বর্গফুট, যা 'সুভদ্রা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক ভবনে অবস্থিত। ভবনটি ০৪ কাঠা এবং ১৫ ছটাক বা তার কিছু কম-বেশি জমির উপর নির্মিত, যা মৌজা-তেঘরিয়া, তৌজি নং-১২৬, আর.এস ও এল.আর দাগ নং ৩৪১, ৩৪৮, সংশ্লিষ্ট এল.আর খতিয়ান ৫৪৯, আর.এস খতিয়ান নং-২৯৪-এর অন্তর্ভুক্ত, যার পৌর হোল্ডিং নং-২৪৪০, তেঘরিয়া, থানা-সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। মূল বিক্রয় দলিল নং-১৬২৯০৫৫৫৩, বছর ২০২৪, বই নং ১, খণ্ড নং-১৬২৯-২০২৪, পৃষ্ঠা-১৩৯৬৬১-১৩৯৬৯১। সম্পত্তির সীমানা- পূর্বঃ ২৫ ফুট চওড়া সরকারি রাস্তা, পশ্চিমঃ আর.এস দাগ নং ৩৪। ও ৩৪৮-এর জমি, উত্তরঃ ৩৬ ফুট চওড়া সরকারি রাস্তা, দক্ষিণঃ ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ।						

তারিখঃ ১০।০২।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /-
(অথোরাইজড অফিসার)
উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

টেন্ডার

HARIHARPARA PANCHAYAT SAMITY
Hariharpara, Murshidabad
E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Solar Light works under APAS fund of **N.I.e.T No-20/HPS/APAS/2025-26(3rd Call)** & **48/HPS/APAS/2025-26(2nd Call)**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app.** The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours on dated 17/02/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samity
Hariharpara, Murshidabad

Muriganga-1 Gram Panchayat
Pakhirala.Sagarshibpur,South 24 Parganas
E-mail: muriganga1.sagar@gmail.com

Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, Sagar Block,South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.
NIT No: 06/NIT/XVFC-Tied/MG1GP/2026 dated 07/02/2026 Last Date of Bid Submission: **16/02/2026,09:00 Hrs.** Date of Opening: **18/02/2026, 10:00 Hrs** and **NIT No: 07/NIT/XVFC-Untied/MG1GP/2026 dated 07/02/2026** Last Date of Bid Submission: **16/02/2026, 09:00 Hrs.** Date of Opening: 18/02/2026, 10:00 Hrs. For details Pl. contact the Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, South 24 PGS,.or **Visit:https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Muriganga-1 Gram Panchayat

লামডিং মণ্ডলে এসএণ্ডটি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএনটি-৪১-এলএমজি-২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৪-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **ই-টেণ্ডার সংখ্যা. এসএনটি-৪১-এলএমজি-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ** কামাখ্যা স্টেশনে ট্রিপ পরিদর্শন শেড নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএণ্ডটি ক্যাবল স্থানান্তরের জন্যে এসএণ্ডটি কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৭,৫৩,১৫৭.৭১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৫,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৬-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/১৯/২৫-২৬/আরটি, তারিখ: ০৫-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. :** এপি/ইএল/১৯/২৫-২৬/আরটি; **কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে - সেবক স্টেশনে আরপিএফ আউট পোস্টের বিদ্যুতায়নের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৩,৫৬,৪২৮.৯০/-টাকা; **বায়না মূল্য:** ৭,১০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ২৬-০২-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ব্যাপক বার্ষিক প্রিভেন্টিভ এবং ব্রেকডাউন-এর রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/৪২ অব ২০২৫-২৬, তারিখঃ ০৪-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র.নং.১; টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৫-২৬/৩৮-আরটি, **কাজের নামঃ** লামডিং ডিভিশনের এলএইচবি কোচে স্থাপিত ইলেকট্রোওয়েভস ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড নির্মিত, ওয়ারেন্টির বাইরে থাকা ৪.৫ কিলোওয়াট রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জারের জন্য ৩ বছর সময়রে ব্যাপক বার্ষিক প্রিভেন্টিভ এবং ব্রেকডাউন-এর রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩২,১৫,১০০.৬০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৬৪,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৬-০২-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং ২৬-০২-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায় **খুলবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-০২-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

E-TENDER NOTICE
Labpur Panchayat Samity
Labpur, Birbhum
NIeT No: 16/EO/2025-26

E-Tenders are invited for 2 nos Civil work. Bid submission start-02/09/2026. Ends-16/02/2026. For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourceful contractor for **eNIT-19/JARAGRAM/25-26** Last date of apply **17.02.2026 at 09:00 am**. For more details contact Jaragram GP

Sd/-
Prodhan, Jaragram GP

শ্বিঙ্গল বোল্ডারের যোগান

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১২২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৫-০২-২০২৬। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **টেণ্ডার নং. ৪০-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বিভিন্ন স্টেশনে/স্থানে ফ্লাড রিজার্ভ স্টকের ক্ষতিপূরণের জন্যে আনক্রীনড শ্বিঙ্গল এবং নিম্নতম প্রত্যেক ৩৫ কেজি থেকে ৫৫ কেজি পর্যন্ত শ্বিঙ্গল বোল্ডারের যোগান। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৫৯,৫৩,৮৭৭.১১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,২৯,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হবে** ২৬-০২-২০২৬ তারিখের **১৫.০০ ঘন্টায়** এবং **খোলা যাবে** ২৬-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরাক্তে ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 1608/PWD/ROAD/BMC, Dated: 09/02/2026. e-Tender has been invited for Upgradation of footpath by interlocking Paver Block including restoration of damaged electrical cable at different locations within ward no 40 under BMC. For details, please follow **[Tender Id 2026_MAD_1002407_1 and 2] in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission 25/02/2026 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Office of the SARENGA GRAM PANCHAYET
Sarenga; P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING TENDER No.: HOW/SANK/SGP/eNIT-130/25-26, Dated: 05.02.2026

For and on behalf of the Sarenga Gram Panchayat, the Prodhan, Sarenga Gram Panchayat invites e-tenders for different works. Document download starting from 07/02/2026 from **06.00 PM up to 16/02/2026 up to 12.00 PM**. Last date of submission of Bid **16/02/2026 at 12.00 PM.** Bid Opening Date on **18/02/2026 at 12.00 PM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sarenga Gram Panchayat

KHARAGPUR - II PANCHAYAT SAMITI
Madpur: Paschim Medinipur
e- Tender Notice

The undersigned is inviting E-Tender 09 Nos. work under 15th FC fund of Finance 2025-26 vide **NIeT No WBPMID/KGPII/EO/eNIT34/25-26 Dated 09/02/2026** .Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Govt. Of West Bengal. **https://www.wbtenders.gov.in. on or from 09/02/2026 upto 6.00 P.M. to 17/02/2026 at 6.55 P.M.**

Sd/- Executive Officer ,
Kharagpur II Panchayat Samiti

OFFICE OF THE PANCHAYAT SAMITY
Joypur Panchayat Samity, Joypur, Purulia
Notice Inviting Tender No: NIeT-09/E.O/J.P.S/2025-26

E - tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 3.00 PM of 17/02/2026 for 18 nos. of work** under 15th FC fund. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/-Executive officer
Joypur Panchayat Samity

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No:-WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 22/25/MPLADS

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 5(Five) Nos. different works. Document download/sale start date from **07/02/2026 at 2.00 PM.** Bid Submission starting from **07/02/2026 at 02.00 PM.** Last date of submission of Bid on **13/02/2026 at 03.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **13/02/2026 at 3.00 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Twenty Four(24) nos. works vide **E-NIT No:47/APAS/BDO/HPL/2025-2026 (2nd call), Dated- 03/02/2026** of Paschim Gopinathpur Gram Panchayat For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/IX/071/2025-2026/APAS/134/05 (2nd Call)
Name of work **: Construction of New Toilet and allied works at 10 Debendra Lal Khan Road in Ward No.71 (APAS/01/159/134/0005).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.1,97,205.90.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

2. NIT NO. : KMC/IX/075/144/2025-2026/APAS
Name of work **: Improvement of footpath by using paver block along Clyde Row from the Jn. of Commissirat Road to Munshiprem Chand Sarani in Ward No.075 (APAS/01/158/247/0001).** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,98,723.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 15 Days.**

3. NIT NO. : KMC/IX/075/098/2025-2026/APAS
Name of work **: Improvement of passage by Cement Concrete at 4, Leonard Road, 2, 5, Chapel Road, 5, Middle Road and surrounding in Ward No.75 (APAS/01/158/247/0002).** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,97,934.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

4. NIT NO. : KMC/IX/075/114/2025-2026/APAS
Name of work **: Improvement of sewerage system with Ancillary Civil Work at 10/1C, 10/2/H/17, Kabitirtha Sarani and surrounding area in Ward No.075 (APAS/01/158/262/0013).** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,47,953.00.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

5. NIT NO. : KMC/IX/078/148/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work **: Improvement of I.P.S. passage 7B/1, 7A, 8/H/1, 8/H/4, 8/H/3, Bhukailash Road in Ward No.78 (APAS/01/158/200/0002).** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,99,673.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

6. NIT NO. : KMC/IX/078/162/2025-2026/APAS (2ND CALL)
Name of work **: Improvement of sewer line with Ancillary Civil Work from 40/4 to 40/4B, Ekbalpore Lane and surrounding area in Ward No.078 (APAS/01/158/178/0001).** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,98,741.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

7. NIT NO. : KMC/IX/078/189/2025-2026/APAS (2ND CALL)
Name of work **: Renovation of latrine at 4/3H/65, 4/3/H/66, 4/3H/61, 4/3H/69, 4/3H/46/1, Bhukailash Road and etc. in Ward No.078. (APAS/01/158/202/0002).** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,99,428.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

8. NIT NO. : KMC/IX/079/134/2025-2026/A
Name of work **: Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H. Cover, G.P. Cover, C.P Cover & Inspection PIT Cover as and when required within 24 Hours in Ward No.79.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.1,99,505.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.**

9. NIT NO. : KMC/IX/079/135/2025-2026/A
Name of work **: Removal of Chokage by repairing S.W Pipe Line & Ancillary Work at different places in Ward No.79.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.1,99,279.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last date and time of submission of bid **: 17.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 9).** Tender will be opened on **: 19.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 9).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2), https://tenders.wb.gov.in (for Sl.No.3 to 7) and https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.8 & 9).**

The **Executive Engineer(C)/BR-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-XVI/125/073/25-26/UTTARAN
Name of work **: Maint. of surface drain at 02 No. Bacharpara Slum Area, Anandanagar Road Slum Area near Pre.No.129 and F16 and others in Ward No.125.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.3,97,500.07.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

2. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-XVI/125/080/25-26/UTTARAN
Name of work **: Imp. of Cement Concrete Road at Anandanagar Road bye lane Slum Area near Pre.No.H30/2 and others in Ward No.125.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,50,175.38.** Earnest Money **: Rs.5,500.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

3. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-XVI/142/076/25-26/UTTARAN
Name of work **: Development of C.C. Road at Chakramnagar (Slum Area) near H/O-Animesh Bag in Ward No.142.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,94,616.37.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

4. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-XVI/142/077/25-26/UTTARAN
Name of work **: Development of C.C. Road at Mallickpur (Slum Area) near H/O-Suchita Bala in Ward No.142.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,97,944.53.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

5. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR-XVI/142/085/25-26/UTTARAN
Name of work **: Maintenance of Sanitary Latrine at Krishnanagar, Sajneberia Slum Area in Ward No.142.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,98,930.81.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 18.02.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 5).** The Tender will be opened on **20.02.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 5)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 5).**

CORRIGENDUM

NIT No : EE-III/29/APAS-24/25-26 published in this Newspaper on **20/01/2026 (Key No. 2003/25-26)** of **Engineering (C) Br-III Deptt. (Sl.No.2).** Last date and time of bid : **14/02/2026 at 5 p.m.** in place of 29/01/2026 at 12 p.m. and date and time of opening tender **16/02/2026 after 5 p.m.** in place of 31/01/2026 after 12 noon. All other entries shall remain unchanged.

2193/ 25-26

রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বাংলার জন্য রেল অবকাঠামো উন্নয়নের বৃহৎ প্রকল্প উন্মোচন করেছেন

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ (০৮.০২.২০২৬) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সিউড়ি রোড ওভার ব্রিজ উদ্বোধন করেছেন, কুমারপুর রোড ওভার ব্রিজ জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন এবং নতুন আসানসোল-বোকারো ট্রেন পরিষেবার সূচনা করেছেন। বিধায়ক শ্রী অনুপ কুমার সাহা, শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই অনুষ্ঠানে সিউড়িতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন যে, এই প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন অঞ্চলে রেল পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ, নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণব উল্লেখ করেন যে, এ বছর পশ্চিমবঙ্গে রেলের জন্য ১৪,২০৫ কোটি টাকার রেকর্ড বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের গড় বরাদ্দের তুলনায় ৩ গুণ বেশি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯২,০০০ কোটি টাকার রেল প্রকল্প চলমান রয়েছে যা এই রাজ্যের পরিকাঠামোগত রূপান্তরকে সহজতর করবে। মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণব আরও উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জন্য রেল যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য এক ডজনেরও বেশি নতুন ট্রেন চালু করেছেন। উল্লেখ্য যে, প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে চালানো শুরু করে এবং একইভাবে প্রথম অমৃত ভারত ট্রেনও পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু হয়। এটি এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'পূর্বোদয়'-এর দূরদর্শী উদ্যোগের ইঙ্গিত দেয়। মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণব আরও উল্লেখ করেন যে, এই বছরের রেল বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রথম বুলেট ট্রেনের ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই বুলেট ট্রেনটি শিলিগুড়ি থেকে শুরু হবে। একই সাথে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাটের সাথে সংযুক্ত করে একটি পূর্ব-পশ্চিম মালবাহী করিডোরের অনুমোদন দিয়েছেন। নিরাপদ ও

সুরক্ষিত পরিবহনের জন্য কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে উত্তরবঙ্গের চিকেন-নেক অংশে একটি ভূগর্ভস্থ রেল করিডোর নির্মাণের জন্য আরেকটি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণব বলেন যে, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমর্থনের অভাব এবং উদাসীনতা সেই উদ্যোগগুলিকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে ১৭টি রেল প্রকল্প সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে, তবে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। শ্রী বৈষ্ণব পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উন্নতির জন্য রেল প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। সিউড়িতে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেন যে, এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন রেল পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ, জননিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং পশ্চিমবঙ্গ এবং এর সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তিনি লক্ষ্য করেন যে, সিউড়ি এবং এর আশেপাশের অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত উপকৃত হবেন, কারণ নতুন সুবিধাগুলি দৈনন্দিন যাতায়াতকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ করবে, দীর্ঘস্থায়ী যানজট কমাবে এবং ভ্রমণ বিলম্ব কমাবে। সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং নং ২২BT-এর পরিবর্তে নবনির্মিত রোড ওভার ব্রিজটি ৪২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এই সেতুটি লেভেল ক্রসিংয়ে দীর্ঘ অপেক্ষার সময় দূর করবে এবং সিউড়ি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য দ্রুত, নিরাপদ এবং মসৃণ দৈনিক ভ্রমণ নিশ্চিত করবে। এটি ব্যস্ত ক্রসিং দূর করে নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, সিউড়ি স্টেশনের চারপাশে যানজট কমাবে এবং শিক্ষার্থী, শ্রমিক এবং স্থানীয় যাত্রীদের জন্য গতিশীলতা উন্নত করবে। শুল্ক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে জরুরি যানবাহনের নিরবচ্ছিন্ন চলাচলও সক্ষম করবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত সংযোজন হল কুমারপুর রোড ওভার ব্রিজ, যা ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত, বড়চক ও হিরাপুর ইয়ার্ড লাইনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং নং ১ স্পুরই-এর পরিবর্তে নির্মিত। গুরুত্বপূর্ণ জিটি রোড করিডোরে অবস্থিত, এটি আসানসোল সিটি, পশ্চিম বর্ধমান জেলার বৃহৎ অংশ এবং ঝাড়খণ্ডের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে কাজ করে। এই সেতুটি রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে বাণিজ্য ও যানবাহনের দ্রুত এবং মসৃণ চলাচলকে সহজতর করবে, বহুল ব্যবহৃত রুটে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে এবং আসানসোলের আশেপাশে যানজট কমাবে, স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন যাতায়াতের উন্নতি করবে। একই অনুষ্ঠানে, আসানসোল ও বোকারো স্টিল সিটির মধ্যে নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়, যা দেশের দুটি প্রধান ইস্পাত কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ জোরদার করবে। এই পরিষেবা শিল্প শ্রমিক, দৈনিক যাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদাদের উপকৃত করবে।

মালয়েশিয়ায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও প্রবাসী প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার মালয়েশিয়ায় বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। সফরকালে তিনি সে দেশের মন্ত্রী, সাংসদ, সেনেটর এবং আজাদ

হিন্দ ফৌজের প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী মালয়েশিয়ার ডিজিটাল মন্ত্রী তুয়ান গোবিন্দ সিং দেও, মানবসম্পদ মন্ত্রী রমনন রামকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের উপ-মন্ত্রী তুয়ান এম. কুলসেগরন এবং জাতীয় সংহতি দফতরের উপ-মন্ত্রী তুয়ান আর. ইউনেশ্বরনসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতীয় বংশোদ্ভূত নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। মালয়েশিয়ার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবদানের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা ভারত-মালয়েশিয়া সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। প্রবাসী ভারতীয়. নেতারাও দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে তাঁরা ভারতের রূপান্তর এবং আধুনিকীকরণে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভিন্ন উদ্যোগের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এই অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য প্রবাসী নেতারা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে- মালয়েশিয়ায় ভারতের প্রথম কনস্যুলেট জেনারেল খোলার সিদ্ধান্ত, মালয় বিশ্ববিদ্যালয় বা ইউনিভার্সিটি মালায়াতে তিরুবল্লুভার কেন্দ্রের ঘোষণা, তিরুবল্লুভার বৃত্তি চালু করা, ওআইসি কার্ডের সুবিধা ষষ্ঠ প্রজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত করা এবং মালয়েশিয়ার ভারতীয় ছাত্রদের সুবিধার্থে 'ইন্ডিয়ান স্কলারশিপ ট্রাস্ট ফান্ড'-এ ৩০ লক্ষ রিঙ্গিত (মালয়েশিয়ান মুদ্রা) প্রদান। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আজাদ হিন্দ ফৌজের 'বালক সেনা'র প্রবীণ সদস্য জয়রাজ রাজা রাও এবং নেতাজি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সভাপতি রথকৃষ্ণনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আইএনএ এবং তার বীর সেনানীদের অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেই সঙ্গে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর শক্তিশালী ও আধুনিক ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

সংস্কৃতি চর্চায় ছাত্রদের এগিয়ে আনতে আহ্বান ত্রিপুরার রাজ্যপালের

আমবাসা (ত্রিপুরা), ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)ঃ ছাত্রছাত্রীদের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চায় শিক্ষিত করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইংদ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। রবিবার ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমার হকুতুইসা (ধূমাছড়া) এলাকায় রতনমনি সেবা মিশনের বার্ষিক উসবের উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন।রাজ্যপাল বলেন, গত চার দশক ধরে রতনমনি সেবা মিশন ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠন, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণে নীরবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই ধরনের সামাজিক ও শিক্ষামূলক উদ্যোগ রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ও স্বশক্তিকরণে সহায়ক হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।এদিন তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাঁদের সন্তানদের একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় ও নবোদয় বিদ্যালয়ে প।।শোনার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনামূল্যে শিক্ষালাভের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্য গ।।র সম্ভাবনা রয়েছে বলেও রাজ্যপাল মত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পল দাংশু ও সমাজসেবী নিশিকান্ত পাণ্ডে। স্বাগত ভাষণ দেন রতনমনি সেবা মিশনের সদস্য এল. কলই এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মিশনের সভাপতি তরণী ত্রিপুরা।

তেলিয়ামুড়ায় বুনো হাতির তাণ্ডব

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ঃ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায.ফের বুনো হাতির আতঙ্ক। শনিবার চাকমাঘাট বনাঞ্চলের অন্তর্গত চামপ্লাই এলাকায.গরু চরাতে গিয়ে.হাতির দলের মুখোমুখি হয়ে গুরুতর জখম হলেন স্থানীয় বাসিন্দা ধনঞ্জয় বিশ্বাস (৬০)।স্থানীয়.সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে ধনঞ্জয়. বিশ্বাস জঙ্গলের ভিতরে গরু চরাতে গিয়েছিলেন। সেই সময়. আচমকাই একটি হাতির দল তাঁর দিকে তেড়ে আসে। প্রাণ বাঁচাতে তিনি পাশের জঙ্গলের একটি খাঁদে ঝাঁপ দেন। এতে শরীরের একাধিক অংশে গুরুতর আঘাত পান তিনি এবং দীর্ঘ সময়.ধরে নিখোঁজ ছিলেন।পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসীরা ব্যাপক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে জঙ্গলের ভিতর থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করেন।

কামালঘাটে বাড়ি বাড়ি ঘুরে দলের পুরনো কর্মীদের খোঁজ নিলেন মানিক সরকার

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ঃ সিপিআই(এম)-এর পুরনো নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ মজবুত করতে সোমবার কামালঘাট এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে খোঁজখবর নিলেন দলের বরিষ্ঠ নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ৩ নং বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) কামালঘাট লোকালের অন্তর্গত জামিলঘাট ও কামালঘাট এলাকায় তিনি একাধিক প্রবীণ নেতা-কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দলের প্রথম সারির নেতাকে কাছে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রবীণ কর্মীরা। তাঁদের অনেকেই বলেন, আপনাকে দেখেই অনেকটা সুস্থ হয়ে গেলাম। এদিন তিনি তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির প্রাক্তন রাজ্য কমিটির সদস্য ও অঞ্চল কমিটির সদস্য রাজেন্দ্র সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শিবধন সরকার এবং স্বপন দাসের বাড়িতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর নেন।

পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার জানান, প্রবীণ নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংগঠনের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং স্থানীয় স্তরে দলীয় কার্যক্রম আরও সক্রিয় করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, বিভিন্ন এলাকায় সিপিআই(এম)-এর পার্টি অফিস বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

NAME CHANGE

I, RICON EKER HAQUE S/O MAHIBUL HAQUE MY NAME HAS BEEN RECORDED MY ADMITCARD, MARK SHEET AND OTHER DOCUMENT MY FATHER'S NAME RECORDED AS MOHIBUL HAQUE. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE NABADWIP COURT ON 16/6/2025 MY FATHER MAHIBUL HAQUE AND MAHIBHUL HAQUE S/O ABDUL HAKIM AND MAHBUL HAQUE S/O HAKIM BISWAS AND MOHIBUL HAQUE ALL ARE SAME PERSON. R/O BAMAN PAKUR BAGAN PARA P.O SREEMAYAPUR, NABADWIP NADIA.

NAME CHANGE

I IBRAHIM MONDAL S/O BAKER MONDAL AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISNADIAR COURT ON 5/2/2026 MY FATHER BAKER MONDAL AND BAKER ALI MONDAL AND MY MOTHER MANORA MONDAL AND MONOWARA BIBI BOTH IS SAME PERSON, MY FATHER ACTUAL NAME IS BAKER MONDAL MOTHER ACTUAL NAME IS MANORA MONDAL. RIO VILL BRITTI HUDA CHAPRA NADIA.

NAME CHANGE

I, Mohammad Najrul Islam (Old Name) S/O–Niyajuddin Biswas resident of Vill-Natungram Ramna , Po & Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Najrul Islam to Najrul Islam and henceforth I shall be known as Najrul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Najrul Islam & Mohammad Najrul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ranjit Kumar Biswas (Old Name) S/O–Amritya Lal Biswas resident of Vill-Bhatupara , Po-Lalbazar , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Ranjit Kumar Biswas to Ranajit Biswas and henceforth I shall be known as Ranajit Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Ranajit Biswas & Ranjit Kumar Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sushant Ghosh (Old Name) S/O–Udai Ghosh resident of Binodnagar, Tehatta , Nadia , West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Sushant Ghosh to Sushanta Ghosh and henceforth I shall be known as Sushanta Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Sushanta Ghosh & Sushant Ghosh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saiyed Zaharul Alam my father's (Old Name) Saiyad Jallar Rahaman resident of Vill & Po-Nagar , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742159 do hereby declared that I have changed my father's name from Saiyad Jallar Rahaman to Sayed Jillar Rahaman and henceforth my father's shall be known as Sayed Jillar Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Kandi court on 29/01/2026. My father's name Sayed Jillar Rahaman & Saiyad Jallar Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Seyed Jaharul Alam & Sayed Zaharul Alam (Old Name) S/O–Sayed Jillar Rahaman resident of Vill & Po-Nagar , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742159 do hereby declared that I have changed my name from Seyed Jaharul Alam & Sayed Zaharul Alam to Saiyed Zaharul Alam and henceforth I shall be known as Saiyed Zaharul Alam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Kandi court on 29/01/2026. My name Saiyed Zaharul Alam & Seyed Jaharul Alam & Sayed Zaharul Alam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Oziha Banu Sayed (Old Name) S/O–Saiyed Zaharul Alam resident of Vill & Po-Nagar , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742159 do hereby declared that I have changed my name from Oziha Banu Sayed to Oziha Banu and henceforth I shall be known as Oziha Banu (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Kandi court on 29/01/2026. My name Oziha Banu & Oziha Banu Sayed both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khodarakha Sk (Old Name) S/O–Wasef Ali residing at Vill-Rameshbarpur , PO-Kumarsanda , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Khodarakha Sk to Khodabox Sk and henceforth I shall be known as Khodabox Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/02/2026. My name Khodabox Sk & Khodarakha Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Zakir Hossain Gazi, Jakir Hossain Gazi (Old Name) S/o Tajer Ali Residing at Vill - Paschim Para, P.o+P.s - Basirhat, District - North 24 Parganas, Pin - 743411, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Jakir Hossain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-02-2026. Zakir Hossain Gazi, Jakir Hossain Gazi (Old Name) and Md Jakir Hossain (New Name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Abul mazan Shaikh (old name) S/o-Sader Sekh residing at Musalmanpara, Khosbaspur, Kandi, Dist-Murshidabad, Pin-742136 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABUL MAZAN SHAIKH to ABUL MAHAJAN SEKH and henceforth I shall be known as ABUL MAHAJAN SEKH (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 09/02/2026. ABUL MAZAN SHAIKH (old name) and ABUL MAHAJAN SEKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rupel Sekh (Old Name) S/O–Yeanobi Sekh residing at Vill-Shanigram , PO-Nonadanga , PS-Khargram , Murshidabad, West Bengal 731241 do hereby declared that I have changed my name from Rupel Sekh to Rupel Sk and henceforth I shall be known as Rupel Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/02/2026. My name Rupel Sk & Rupel Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kamarul Sekh (Old Name) S/O–Hasem Ali Sk resident of Vill-Ekghoria Ojhara , Po-Ekghoria , Ps-Burwan , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742173 do hereby declared that I have changed my name from Kamarul Sekh to Kamarul Sk and henceforth I shall be known as Kamarul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Kamarul Sk & Kamarul Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Minarul Islam (Old Name) S/O–Najrul Islam resident of Vill-Natungram Ramna , Po & Ps-Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Minarul Islam to Minarul Islam and henceforth I shall be known as Minarul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Minarul Islam & Mohammad Minarul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Musaraf Mondal (Old Name) S/O–Abutaher Mondal residing at Vill-Bablabon , PO-Chandannagar , PS-Krishnaganj , Murshidabad, West Bengal 741509 do hereby declared that I have changed my name from Musaraf Mondal to Mosaref Mondal and henceforth I shall be known as Mosaref Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Mosaref Mondal & Musaraf Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abhijit Halder (Old Name) S/O-Sanat Haldar residing at Bajitpur , Gabrudanga , Karimpur , Nadia , West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Abhijit Halder to Abhijit Haldar and henceforth I shall be known as Abhijit Haldar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Abhijit Haldar & Abhijit Halder both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sanat Halder (Old Name) S/O-Gopal Haldar residing at Bajitpur , Gabrudanga , Karimpur , Nadia , West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Sanat Halder to Sanat Haldar and henceforth I shall be known as Sanat Haldar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Sanat Haldar & Sanat Halder both are same and one identical person.

XCAV8 HYDRAULICS PRIVATE LIMITED
3, PRAFULLA SARKAR SARANI, KOLKATA – 700 072
CIN: U28120GJ2024PTC156196
PUBLIC NOTICE - CHANGE OF REGISTERED OFFICE

Notice is hereby given that XCAV8 HYDRAULIS PRIVATE LIMITED, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, [1956/2013], having CIN: U28120GJ20241PTC156196 has shifted its Registered Office from one State to another pursuant to the approval of the competent authorities.
Old Registered Office Address: "GF-001 MAURYANSH ELANZA, SHYAMAL CRS RD, SATELITE, JODHPUR CHAR RASTA, AHMADABAD CITY, GUJARAT, 380015."
New Registered Office Address: "2ND FLOOR, 3, PRAFULLA SARKAR STREET, KOLKATA (W.B.) 700072."
The change of Registered Office has taken effect from 19.01.2026 Henceforth, all communications, correspondence, and notices should be addressed to the new Registered Office address only.

For and on behalf of
XCAV8 Hydraulics Private Limited
Director
Name: Sudhir Kumarkantilal Gohil
Date: 19.01.2026
Place: Kolkata, West Bengal

NAME CHANGE

I, Sanjira Kayal (Old Name) W/o Md Aman Kayal Residing at Ekshara, Bally, Jagachha, P.o - Chamrail, P.s - Liluah, District - Howrah, Pin - 711114, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sanjira Sardar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-02-2026. Sanjira Kayal (Old Name) and Sanjira Sardar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kartick Chandra Paul (Old Name) S/o Late Krishnapada Paul Residing at Vill - Sripur, P.o - Habra, P.s - Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743263, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Kartick Paul (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-02-2026. Kartick Chandra Paul (Old Name) and Kartick Paul (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anjali Ajit Dutta (Old Name) W/o Ajit Kumar Dutta Residing at 34, Rowland Road, Flat - 3A, P.o - Elgin Road, P.s - Ballygunge, District - Kolkata, Pin - 700020 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Anjali A Dutta (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 09-02-2026. Anjali Ajit Dutta (Old Name) and Anjali A Dutta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Md Masud Alam Mondal, S/o- Mansur Ali Mondal, Resident at Vill & P.o-Nagrajole P.s-Berhampore Dist.- Murshidabad 742102. West Bengal, do hereby declare that I have changed my father's name in driving licence no (WB57 20140069765) from (wrong name) Md Mansur Ali Mondal to (actual name) Mansur Ali Mondal, and henceforth my fathe's shall be known as Mansur Ali Mondal in all purpose, vide an affidavit (no. 10AC 869998) sworn before the 1st Executve Magistrate at Berhampore 06/02/2026. (right name) Mansur Ali Mondal & (wrong name) Md Mansur Ali Mondal same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ZAHIDA KHATUN D/o Sekh Jahangir Ahmed residing at Bankra Benuban, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Sekh Jahangir Ahmed instead of SK Jahangir alias SK. JAHANGIR AHAMED, my mother's actual name LUTFAN NISA BEGOM instead of LUTFANESSA BEGAM, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 05/01/2026. Sekh Jahangir Ahmed, SK Jahangir and SK. JAHANGIR AHAMED all are same and one identical person along with LUTFAN NISA BEGOM and LUTFANESSA BEGAM both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BHOMBAL SUTRADHAR (Old Name) S/o RADHACHARAN SUTRADHAR Residing at Indira Gandhi Colony, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as BHAMBAL SUTRADHAR (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Jalpaiguri vide Affidavit no-30 Dated 05-02-2026. BHOMBAL SUTRADHAR and BHAMBAL SUTRADHAR both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Md Kadam Rasul, SO Moniruddin Ahammed, গ্রামঃ মোতাইন, পোঃ দুনিগ্রাম, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Md Kadam Rasul যেটা আমার আধার, প্যান এবং আমার ছেলের ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ও ড্রাইভিং লাইসেন্সে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার ছেলের মাধ্যমিক অ্যাডমিড কার্ড এবং পর্ষদের সার্টিফিকেটে Kadam Rasul নথিভুক্ত রয়েছে। ০৫.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Md Kadam Rasul and Kadam Rasul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি মহঃ সফিকুল ইসলাম, পিতা ।মহঃ নজর আলি,গ্রাম রাইগ্রাম, পোঃ বৈদ্যপুর, থানা শাসন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। ২০০২ ভোটার লিস্টে (৯২ দেগঙ্গা বিধানসভা, পার্ট ৭০) আমার পিতার নাম সিরাজুল আলি হয়েছে। গত ২৭১২০২৬ বারাসাত ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট নং-২৬২১ বলে সিরাজুল আলি এবং মহঃ নজর আলি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলেন।

NAME CHANGE

I, Hafijul Haque Mallik S/o Lutfar Malik residing at Vill-Dakshin Nawabpur, Hafejpara, P.S.-Chanditala. Dist-Hooghly Pin-712701(W.B.) West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Hafijul Haque Mallik instead of Hafijul Mallick, my wife's actual name Sabina Begum, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 27/01/2026. Hafijul Haque Mallik and Hafijul Mallick both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jahanara Khatun Mandal (Old Name) W/O–Nazmul Haque residing at Vill-Jampukur Station Para , PO-Debagram , PS-Kaliganj , Nadia , West Bengal 741137 do hereby declared that I have changed my name from Jahanara Khatun Mandal to Jahanara Begam Mondal and henceforth I shall be known as Jahanara Begam Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/02/2026. My name Jahanara Begam Mondal & Jahanara Khatun Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahadeb Banerjee (old name) son of Late Nilmoni Banerjee, residing at 22/13, Monoharpukur Road, P.O. – Sarat Bose Road, Kolkata – 700029, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mahadeb Bandyopadhyay (new name) as sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no. 63146 on 25/09/2025. Mahadeb Banerjee (old name) and Mahadeb Bandyopadhyay (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahid Molla (old name) son of Rafijuddin Molla, residing at Vill: Kanthalia Purbapara, P.O. - Bhangar, P.S. – Kashipur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Mohid Molla (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 09/02/2026. Mahid Molla (old name) and Abdul Mohid Molla (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sufia Begum wo Mofidulislam (পুরাতন নাম)। ঠিকানা গ্রাম- কালিপুর ওয়ার্ড নং ১২ পোস্ট ও থানা - আরামবাগ, জেলা-হুগলী স্থায়ী বাসিন্দা। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Sufiya Begam, wo Syed Mofidul Islam (নতুন নাম) পরিচিতি হইল। গত ৩০.০১.২০২৬ তারিখে (SL. No 1813) এফিডেভিট বলে Sufia Begum, w0 Mofidulislam (পুরাতন নাম) এবং Sufiya Begam, wo syed Mofidul Islam (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, Mosattara Ahamed, স্বামী- Selimuddin Ahamed, গ্রাম- উত্তরবিল, পোঃ- উত্তরবিল, থানা- গড়বেতা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় (যাহার ক্রমিক নং- ৬৪১) আমার নাম Mosattara Dalal নথিভুক্ত হয়েছে। গত ২৮০৭২০২৫ তারিখে গ।বেতা আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট দাখিলকৃত ৫৩৩৩ নম্বর এফিডেভিট মূলে আমি আমার নাম সংশোধন করে Mosattara Ahamed রাখিলাম এবং আমার স্বামীর সঠিক নাম হলো Selimuddin Ahamed ।এখন থেকে আমি Mosattara Ahamed নামেই পরিচিত হব।

NAME CHANGE

I, TAIMUR RAHMAN (old name) S/O - LATE SOLEMAN SK residing at VILL-IMAMNAGAR PO - UTTAR DARIAPUR PS - KALIACHAK DIST - MALDA PIN -732201. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from TAIMUR RAHMAN (old name) to SEKH TAIMUR (new name) and henceforth, I shall be Known as SEKH TAIMUR (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 09/02/2026. SEKH TAIMUR (new name) & TAIMUR RAHMAN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, FAKIRUDDIN (old name) S/O - SEKH TAIMUR residing at VILL-IMAMNAGAR PO-UTTAR DARIAPUR PS - KALIACHAK DIST - MALDA PIN -732201. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from FAKIRUDDIN (old name) to MD FAKIRUDDIN (new name) and henceforth, I shall be Known as MD FAKIRUDDIN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 09/02/2026. MD FAKIRUDDIN (new name) & FAKIRUDDIN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,SK HAPIZUDDIN (old name) S/OLATE RUSTAM residing at VILL- NADAP PARA (new nagharia) PO - NAGHARIA PS - ENGLISHBAZAR DIST - MALDA PIN -732208. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SK HAPIZUDDIN (old name) to HAPIJUDDIN SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as HAPUUDDIN SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 09/02/2026. HAPJUDDIN SEKH (new name) & SK HAPIZUDDIN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MITHUN MANDAL(old name) S/O - SUBOL MANDAL residing at VILL-KHESAR PO - MARGRAM PS - KHARGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN -742147, West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MITHUN MANDAL(old name) to SUBHAS MANDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as SUBHAS MANDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 09/02/2026. SUBHAS MANDAL (new name) & MITHUN MANDAL (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ENAMUL HAQUE (old name) S/O - LATE MAKBUL HOSEN residing at VILL - BANSH TOLA PO - SAHABAZPUR PS - KALIACHAK DIST - MALDA PIN -732201. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ENAMUL HAQUE (old name) to ENAMUL HOQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as ENAMUL HOQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 09/02/2026. ENAMUL HOQUE (new name) & ENAMUL HAQUE (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,BISHWJIT SAMADDAR (OLD NAM) S/O NIRMAL SAMADDAR, RESIDENT AT, UTTAR KULBERIA , P.O & P.S - BAGDAH, N. 24. PGS. 743232 , W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISHWAJIT SAMADDAR (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 09/02/26, BISHWAJIT SAMADDAR (NEW NAME) AND , BISHWJIT SAMADDAR (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

NAME CHANGE

I,NAVIN JAIN & SRI NAVIN JAIN (OLD NAM) S/O LATE JAY KUMAR JAIN ,RESIDENT AT,KHARIDA NIMGERIAPATNA, KHARAGPUR, WEST MIDNAPORE - 721301, W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAVIN KUMAR JAIN (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT HOWRAH 02/02/26,NAVIN KUMAR JAIN (NEW NAME) AND , NAVIN JAIN & SRI NAVIN JAIN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

NAME CHANGE

I,GOPAL AGARWAL (OLD NAM) S/O RAMESH CHANDRA AGARWAL, RESIDENT AT, F7, BLOCK - A, BCT SONAR SANSAR 210 AGHORE SARANI, RAJPUR SONARPUR (M) P.O - SONARPUR BAZAR,S.24.PGS. - 700149 , W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOPAL KUMAR AGARWAL (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 09/02/26, GOPAL KUMAR AGARWAL (NEW NAME) AND , GOPAL AGARWAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

NAME CHANGE

I,AMIT GHOSH (OLD NAM) S/O LATE BISHNU PADA GHOSH ,RESIDENT AT,115/6 , BIDHAN SARANI SHYAMBAZAR, S.O SHYAMBAZAR MAIL KOLKATA - 700004, W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIT KUMAR GHOSH (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 09/02/26,AMIT KUMAR GHOSH (NEW NAME) AND , AMIT GHOSH (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

NAME CHANGE

I,NAMAN KUMAR JAIN (OLD NAM) S/O NAVIN KUMAR JAIN,RESIDENT AT HOLDING NO - 286 , BAKEBARIA HOUSE KHARIDA MAIN ROAD KHARAGPUR, WEST MEDINIPUR - 721301, W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAMAN JAIN (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT HOWRAH 31/07/25,NAMAN JAIN (NEW NAME) AND , NAMAN KUMAR JAIN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

NAME CHANGE

I CHANDANA SIKDER(Aadhaar No.6815 5074 9890) D/O-Arpan Sikder, Residing at Vill-Kutul Sahi Road,Sarada Pally,P.O-Barasat,P.S- Barasat, Dist- North 24 Parganas, Kolkata -700124,W.B,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my actual name is CHANDANA SIKDER Which has been recorded in my Aadhaar card, PAN Card, Birth certificate, That inadvertently my name has been recorded in my Savings Bank Account of IDBI BANK, Barasat Branch A/C No.0329104000148474 as CHANDANA SIKDAR in place of CHANDANA SIKDER. That CHANDANA SIKDER and CHANDANA SIKDAR is the same and one identical person.Vide Affidavit Before the Notary public at Barasat, North 24 Parganas, Date-27/01/26

NAME CHANGE

I ABUL BASAR SEKH,S/o-Late Lutfar Rahaman Sekh, Residing at Vill-Ishna,P.O-Jamna,P.S-Monteswar, Dist-Purba Bardhaman,Pin-713422,W.B,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:- That I ABUL BASAR SEKH S/O-LATE LUTFAR RAHAMAN SEKH,ABUL BASAR SEKH S/O-LUTFAR SEKH and SAIKH ABUL BASAR S/O-LUTFAR RAHAMAN Allare same and one identical person. Vide Affidavit Before the Ld.Addl.Chief Judicial Magistrate (1st Class) at Kalna, Dist- Purba Bardhaman, Date-02/02/26

NAME CHANGE

I,KIRONSANKAR DEBNATH, KIRONASHANKAR DEBNATH,KIRANSANKAR DEBNATH,(old name) S/O-Kalipada Debnath Resident of Vill- Dakshin Srirampur,P.O-SrirampurP.S- Nadanghat, Dist- Purba Bardhaman, Pin-741316,W.B, do hereby declare that I have changed my name from KIRONSANKAR DEBNATH, KIRONASHANKAR DEBNATH, KIRANSANKAR DEBNATH (old name) to KIRAN SHANKAR DEBNATH (new/correct name) and henceforth I shall be Known as KIRAN SHANKAR DEBNATH (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.59,sworn before The Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kalna Court, Dist- Purba Bardhaman, W.B, on Date-07/02/2026,KIRAN SHANKAR DEBNATH (new/correct name) and KIRONSANKAR DEBNATH, KIRONASHANKAR DEBNATH, KIRANSANKAR DEBNATH (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I NISAR AHMAD FAZLUR RAHMAN S/O FAZLUR RAHMAN residing at Flat no-3E, Galaxy Apt., Block-B, Hatiara Gote, P.O.-Hatiara, P.S.-Eco Park, North 24 Parganas-700157, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as NISAR AHMAD as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 09/02/2026. NISAR AHMAD FAZLUR RAHMAN and NISAR AHMAD both are same and identical person.

NAME CHANGE

I TAPAN DAS S/O NARAYAN CHANDRA DAS residing at Kamrabad Bhowmick Park, Sonarpur, South 24 Parganas-700150, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as TAPAN KUMAR DAS as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 09/02/2026. TAPAN DAS and TAPAN KUMAR DAS both are same and identical person.

কংগ্রেস-বিজেপি ছেড়ে শতাধিক কর্মীর তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই মালদার মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকায় বাড়ছে দলবদলের হিড়িক। কংগ্রেসের রক্তক্ষরণের মধ্যেই এবার ভাঙন ধরল বিজেপিতেও। সোমবার কালিয়াচক ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির এক কংগ্রেস সদস্য, এক বিজেপি নেতা সহ প্রায় শতাধিক কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। উত্তর পঞ্চানন্দপুরের পর এদিন রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর নতুন সদস্যদের দাবি, পূর্ববর্তী দলে থেকে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না বলেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের মতে, উন্নয়নের স্বার্থেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তাঁরা। যদিও এই দলবদলকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ কংগ্রেস নেতৃত্ব। মালদা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সায়েম চৌধুরীর দাবি, এতে দলের কোনও ক্ষতি হবে না এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতেই কেউ কেউ দল ছাড়ছেন। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে ও টাকার প্রলোভন দিয়ে .কর্মীদের দলবদল করানো হচ্ছে। বিজেপি দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, প্রতিদিনই তৃণমূল ছেড়ে তাঁদের দলে যোগদান চলছে এবং ভোটের দিনই প্রকৃত চিত্র সামনে আসবে।

বাজার এলাকায় বার বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ এবং পথ অবরোধ স্থানীয়দের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী-২ নম্বর ব্লকের পারুলিয়া বাজার এলাকায় মদের বার বন্ধের দাবিতে রবিবার বিক্ষোভ ও

পথ অবরোধে সামিল হলেন কয়েকশো গ্রামবাসী। পারুলিয়া গ্রামের মহিলা ও পুরুষরা বার চত্বরে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। পরে বিক্ষোভকারীরা কালনা-কাটোয়া এসটিকেকে রাস্তা অবরোধ করেন, ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এলাকায় মদের বার চালু হওয়ার পর থেকেই পারিবারিক অশান্তি বেড়েছে। মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে ছেলে ও স্বামীরা পরিবারের সঙ্গে অশান্তিতে জড়াচ্ছে, যার ফলে গ্রামজুড়ে নষ্ট হচ্ছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। পাশাপাশি বাজার এলাকায় বার থাকার কারণে সামাজিক পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন এলাকাবাসীরা।

হাসপাতালের বেডে পরীক্ষা দিল আলিমের ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ স্কুল ও মাদ্রাসা বোর্ডের সহযোগিতায় হাসপাতালের বেডে পরীক্ষা দিতে সমর্থ হলো আলিমের ছাত্র আমির হোসেন। সোমবার রাইটার নিয়ে ইতিহাস পরীক্ষা দিলো ছাত্রটি। মেটেকোনা মাওলানা আবু তাহের সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার ১০.৪৫ থেকে দুটি অর্ধে দুই ঘন্টা করে যথাক্রমে আলিমের পদার্থবিদ্যা এবং জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা আছে। সম্ভবত মঙ্গলবারও হাসপাতালে পরীক্ষা দেবে ছাত্রটি। তার আগে সিয়ান মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হবে। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, আমির হোসেন পড়াশোনা করে মেটেকোনা মাওলানা আবু তাহের সিনিয়ার মাদ্রাসা। তার সেন্টার পড়েছিল সাঁইথিয়া ব্লকের ভোলাগড়িয়া আহমদীয়া হাই মাদ্রাসায়। শনিবার পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে আরোহী ছাত্রটি যে বাইকে চেপে ছিল সেই চলমান বাইকে কুকুর ঢুকে যাওয়ার ফলে দুর্ঘটনায় ছেলেটির ডান হাত ভেঙে যায়। শনিবার ভুগোল ও ফিকা পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর সোমবার ছিল ইতিহাস পরীক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবার বোলপুর সিয়ান মহকুমা হসপিটালে ভর্তি করেন।স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্রটির পরিবার ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা বীরভূম জেলার DLAC মেম্বার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এবং সিরাজুল হক, ইসমাইল হকের সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁদের তৎপরতায় জেলা শিক্ষা দপ্তর ও মাদ্রাসার শিক্ষা দপ্তর জরুরী সহযোগিতায় ছাত্রটি আজ

সোমবার ইতিহাস পরীক্ষা রাইটার নিয়ে দিতে সক্ষম হল। পরীক্ষার্থী আমির হোসেন একটি দু ঃস্থ চাষি পরিবারের ছেলে। বাবা জাকির হোসেন একজন প্রান্তিক চাষি। বাড়ি ইলামবাজার ব্লকের জালাল নগর। উল্লেখ্য, চলতি শিক্ষা বর্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ মাদ্রাসা এডুকেশনের হাইমাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা হচ্ছে। জেলার বারোটি কেন্দ্রে মোট দুই হাজার আটশো চুড়াশি পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসছে। হাইমাদ্রাসার পরীক্ষার্থী দুই হাজার ছশো আট এবং ফাজিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দুইশত ছিয়াত্তর জন। বীরভূম জেলা DLAC মেম্বার মৌলনা সিরাজুল হক, তেইশে শিক্ষা রত্ন মহঃ নজরুল ইসলাম, ইসমাইল হক এবং ভোলা গড়িয়া আহমদীযা.হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ পারভেজ আলম মহাশয় কে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন আহত ছাত্রর বাবা জাকির হোসেন। তিনি বলেন, এই শিক্ষকরা না থাকলে আমার ছেলের পরীক্ষা দান সম্ভব হলো।

পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়ার খাতড়ায় বাড়ির ভেতর থেকে এক যুবকের নিথর, রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রবিবার রাতে দহলা পঞ্চায়েতের বীরখাম গ্রামে নিজের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় সন্দীপ মুদি (২৬)-র দেহ। মাথার সামনে ও পেছনে গভীর আঘাতের চিহ্ন মিলেছে, যা নিয়ে মৃত্যুর কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্দীপ পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। কয়েকদিন আগেই তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। শনিবার রাতে বাড়িতে একাই ছিলেন সন্দীপ। বাবা-মা গিয়েছিলেন আত্মীয়ের বাড়িতে। রবিবার সকাল থেকে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাঁরা। বিকেলে পড়শিদের দিয়ে খোঁজ নিতে বলা হয়। ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে পড়শিরা ছাদে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরের ভেতর উঁকি দেন। সেখানেই দেখা যায়, ঘরের মধ্যে ঢাকা দেওয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে সন্দীপের রক্তাক্ত দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খাতড়া থানার পুলিশ। বন্ধ দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, মাথায় আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট।

পর্যটনে ক্রমবর্ধমান সাফল্য, দিঘার জগন্নাথ মন্দির বিদেশি পর্যটক মহলের নতুন গন্তব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনে দেশের মধ্যে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছেছে। কেরল, কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থানসহ অন্যান্য জনপ্রিয় রাজ্যকে পেছনে ফেলে দেশের মধ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা অনুযায়ী এখন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলা। তবে শুধু এখানেই থেমে নেই রাজ্যের সাফল্য, এবার এক নম্বর হওয়ার জন্য বাংলা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে। দিঘা জগন্নাথ মন্দির এবং জগন্নাথধামকে কেন্দ্র করে পর্যটনকে আন্তর্জাতিক মানের দিকে উন্নীত করার ফলে বিদেশি পর্যটকের আকর্ষণ লাফিয়ে বাড়ছে। ডিসেম্বর মাসের শেষেই দিঘার জগন্নাথধামে দর্শনার্থীর সংখ্যা কোটি ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দিঘায় পৌঁছেছেন ১৫ হাজার বিদেশি পর্যটক। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস জানিয়েছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে দিঘায় বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা লাখ পেরিয়ে যাবে। মূলতঃ গৌড় পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে নবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা শুরু হচ্ছে, যা ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই সময়ে লক্ষাধিক বিদেশি পর্যটক অংশ নেবেন এবং ষাটটি পুণ্যস্থান পরিক্রমা শেষে দিঘায় সৈকতনগরের জগন্নাথ মন্দির দর্শন করবেন। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনও এই সাফল্যে খুশি। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করেছে। কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রক প্রকাশিত ইন্ডিয়া টুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম-২০২৫ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৩১ লক্ষ ২০ হাজার বিদেশি পর্যটক এসেছেন। প্রথম স্থানে মহারাষ্ট্র। তারপরই বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে এবার এক নম্বর হওয়ার দৌড় শুরু করেছে বাংলা। সাফল্যের সেই ধারা বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে ৫২৫.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব হয়েছে। এর মধ্যে এই রাজ্যের পর্যটনকে বিদেশিদের সামনে তুলে ধরার জন্য আন্তর্জাতিক ধাঁচেই ধর্মীয় স্থানগুলিকে জুড়ে পর্যটক সার্কিট গড়া হয়েছে। বাজেটে উল্লেখ, চারশোটিরও বেশি ধর্মীয় স্থানকে একশোটিরও বেশি ধর্মীয় পর্যটন সার্কিটে ভাগ করে জোন ধরে ধরে এগোতে শুরু করেছে পর্যটন দপ্তর। আর সেই সার্কিটের মধ্যমণি করে দেওয়া হয়েছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে। ইতিমধ্যেই, পুণ্যার্থীদের থাকা- খাওয়ার সুব্যবস্থা, সুরক্ষা সবই আন্তর্জাতিক মানের করা হয়েছে। পর্যটনের পরিকাঠামোও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নয়ন হয়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সরকারি খাতায় ৫৪০৯ হোম স্টে নথিভুক্ত হয়েছে। বন দপ্তর ৪০১ এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ ২৩৯১ টি হোম স্টেকে অনুমোদন দিয়েছে। উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য ২৪০ জন টুরিজম সার্ভিস প্রোভাইডার এবং ২৪৫০ জন প্রশিক্ষিত টুরিস্ট গাইড নিয়োগ করা হয়েছে। বাংলা এখন কেবল ধর্মীয় পর্যটন নয়, বরং মাইস (মিটিংস, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স অ্যান্ড এগজিবিশন) পর্যটনের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য। রাজ্য পর্যটন নিগম পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গলমহল মিলিয়ে ২০০-এর বেশি টুর প্যাকেজ চালু করেছে। ইতিহাসপ্রেমীদের জন্য বিষ্ণুপুরে নতুন সরকারি প্যাকেজ টুরের প্রস্তুতি চলছে। বীরভূমের শান্তিনিকেতনেও নতুন ডিজাইন করা প্যাকেজ পর্যটকদের জন্য প্রবর্তিত হচ্ছে। পর্যটকবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায়, ২০২২ সালে রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ, ডোমেস্টিক পর্যটক ৮.৮ কোটি। কিন্তু ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিদেশি পর্যটক বেড়ে হয়েছে ৩১ লক্ষ ২০ হাজার। একই সময়ে দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা ২৩.৯৪ কোটি, যা প্রমাণ করছে, পর্যটকের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দির, ইউনেস্কোর স্বীকৃত দুর্গাপুজো এবং রেড রোডে আন্তর্জাতিক মানের কার্নিভাল বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে। পর্যটন দপ্তরের ধারাবাহিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবা এবং হোম স্টে, গাইড ও সার্ভিস প্রোভাইডারের কার্যকর ব্যবস্থাপনা বাংলা পর্যটনকে দেশের মানচিত্রে শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে বড় ভূমিকা রাখছে।

ভোটারদের কাছে অভিনব উদ্যোগ নিয়ে এলো বিজেপি বারুইপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা ভোটের আগে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ সরাসরি জানার লক্ষ্যে যাদবপুরে নতুন উদ্যোগ নিলো বিজেপি। যাদবপুর সংগঠনিক জেলায় চালু করা হল কিউআর কোড ও 'ম্যানুফেস্টো বক্স'।রবিবার এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন যাদবপুর সংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি মনোরঞ্জন জোয়ারদার।বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে,এই 'ম্যানুফেস্টো বক্স'-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাঁদের এলাকার সমস্যার কথা,কী ধরনের সরকার তাঁরা চান এবং কোথায় কী উন্নয়ন বাকি রয়েছে তা লিখে সরাসরি জানাতে পারবেন। যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে এই বক্স রাখা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই তাঁদের মতামত ও অভিযোগ জমা দিতে পারেন।এছা।াও প্রতিটি ম্যানুফেস্টো বক্সে একটি করে কিউআর কোড দেওয়া থাকবে।ওই কিউআর কোড স্ক্যান করে সাধারণ মানুষ সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন।রাস্তা,পানীয় জল, বিদ্যু, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা সহ বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ ও দাবির কথা এই মাধ্যমেই পৌঁছে যাবে দলের কাছে।বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, মানুষের মতামত ও অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই আসন্ন বিধানসভা ভোটের ইস্তাহার তৈরি করা হবে।জেলা সভাপতি মনোরঞ্জন জোয়ারদার বলেন,সাধারণ মানুষের কথা সরাসরি শোনা এবং তাঁদের সমস্যার বাস্তব চিত্র জানাই আমাদের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই এই ম্যানুফেস্টো বক্স ও কিউআর কোড ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির এই উদ্যোগ রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE
The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Thirty Two (32) nos. works vide **E-NIT No:- 34/E.O/HPS/2025-2026,** Date:-05/02/2026
For more information visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Repair & replacement of Drives for 2 nos, lifts at South Block & Replacement of 1 nos. Old MR lift for modernization and upgradation at North Block of Bikash Bhavan along with allied El works- SITC of 01 (One) no new (G+10) 20 Passenger MRL Lift." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ- 103/2025-26 & e-Tender ID No. 2025_ WBPWD_ 961804_ 1

Bid submission Closing Date (Online)	09.02.2026 upto 05.00 Hrs.	16.02.2026 upto 04.00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	11.02.2026 upto 05.05 Hrs.	18.02.2026 upto 04.05 Hrs.

Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
SD/-
Executive Engineer,
PWD Bidhannagar Electrical Division

HOOGHLY-CHINSURAH MUNICIPALITY
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6091
CORRIGENDUM NOTICE
E-Tender no.: WBMAD/C/HCM/Eng/ NIT4/2e/26
Memo No: 548/Eng/S.D.., Dated : 06 - 02 - 2026
The abovementioned tender vide **NIT no. WBMAD/C/HCM/ Eng/ NIT4/2e/26, Tender ID: 2026_MAD_5011184_1 to 39,** Documents download/sell start date (Online) have been rectified **07/02/2026 at 17:00** instead of **06- 02- 2026 at 10:00** and Bid submission start date (On line) **07- 02- 2026 at 18:00** instead of **06- 02- 2026 at 11:00.**
Date: 09/02/2026
Sd/- **Chairman/E.O.**
Hooghly- Chinsurah Municipality

পরিকাঠামোগত কাজের উন্নয়ন
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : সিনিয়র.ডিইই/এলএমজি/৪১ অফ ২০২৫-২৬; তারিখ: ০৪-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল/এলএম/২৫-২৬/৩১-আরটি; কাজের নাম ঃ** (i) কামাখ্যা কোচিং ডিপো এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধাগুলির জন্য পরিকাঠামোগত কাজের উন্নয়ন। (বৈদ্যুতিক অংশ)। (ii) পান্ডুতে: পান্ডু ট্র্যাক মেশিন জোনাল ডিপোতে ১০ টন ইওটি ক্রেন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার বৈদ্যুতিক উপ-প্রাক্কলন। (বৈদ্যুতিক অংশ)। **টেন্ডার মূল্য:** ৬৭,৩৬,৩৪৪.৪৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৩৪,৭০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৬-০২-২০২৬** তারিখে **১১:০০** টায় এবং **খোলার সময় ১১:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি **২৬-০২-২০২৬** তারিখ **১১:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জিএডিসিএইচজি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ADDENDUM CUM CORRIGENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT, DETAILED PUBLIC STATEMENT AND DRAFT LETTER OF OFFER FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

LCC INFOTECH LIMITED ("LCCINFOTECH" / "TARGET COMPANY")

Corporate Identification Number (CIN): L72200WB1985PLC073196
Registered Office: P- 16, C.I.T. Road, P S Entally, Kolkata, West Bengal-700014, India;
Tel No: +91-33-23570048; **E-mail ID:** corporate@lccinfotech.co.in; **Website:** www.lccinfotech.in

Open Offer for acquisition of up to 4,38,34,271 (Four Crore Thirty Eight Lakhs Thirty Four Thousand Two Hundred Seventy One) fully paid up equity of face value of Rs 2 (Indian Rupees Two) each of LCC Infotech Limited ("LCCINFOTECH"), representing 26.00% Of The Emerging Voting Share Capital of the Target Company from the Public Shareholders of the Target Company by Mr. Kunjit Maheshbhai Patel ("Acquirer"), ("Open Offer" or "Offer").

THIS ADDENDUM CUM CORRIGENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT, DETAILED PUBLIC STATEMENT AND DRAFT LETTER OF OFFER IS ISSUED BY GROW HOUSE WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED, THE MANAGER TO THE OFFER, ON BEHALF OF MR. KURJIBHAI PREMJIBHAI RUPARELIYA (ACQUIRER), IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATION 18 (7) OF SEBI (SAST) REGULATIONS ('PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT AND DRAFT LETTER OF OFFER').

This Corrigendum to the Public Announcement, Detailed Public Statement and Draft Letter of Offer is to be read in conjunction with the:

a) Public Announcement dated Saturday, January 03, 2026 ('Public Announcement'),
b) Detailed Public Statement dated Thursday, January 08, 2026, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Friday, January 09, 2026, in Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Mumbai Lakshadweep (Marathi daily) (Mumbai Edition) and Duranta Barta (Regional Bengali Daily – Bengali Edition) ('Newspapers') ('Detailed Public Statement'),
c) Draft Letter of Offer dated Friday, January 16, 2025 filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer')

This Corrigendum is being issued in all the newspaper in which the DPS was published.

In relation to the PA, DPS and the DLOF, the Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:
Capitalised terms used but not defined in this Corrigendum shall have the meaning assigned to such terms in the PA, DPS, DLOF.

A. Offer Price
The Offer is being made at a price of ₹ 4.54/- per Offer, payable in cash.
There has been revision in the Offer price from ₹ 3.55/- to ₹ 4.54/- per offer.

1. Key Changes/Updates made in DLOF:
Public Shareholders are requested to note the following material updates to the DLOF due to revision in offer price in relation to the Open Offer:
i. Following Definitions has been updated in DLOF.

Escrow Amount Maximum Consideration	The amount aggregating to 4,98,00,000/- maintained by the Acquirer with the Escrow Banker, in accordance with the Escrow Agreement The total funding requirement for this Offer, assuming full acceptance of this Offer being ₹19,90,07,590/-, that will be offered to the Public Shareholders who validly tender their Equity Shares in the Offer
Offer/Open Offer	Open Offer for acquisition of up to 4,38,34,271 (Four Crore Thirty-Eight Lakhs Thirty-Four Thousand Two Hundred Seventy-One) Equity Shares of the face value of ₹ 2/- each, representing 26% of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company at a price of ₹ 4.54/- (Rupees Four Point Fifty-Four Paisa only) per fully paid-up Equity Share payable in cash.
Offer Price	₹ 4.54/- (Rupees Four Point Fifty-Four Only) per share for each fully paid-up Equity Shares payable in cash.
Preferential Issue of Equity Shares" / "Proposed Preferential Issue Equity Shares	refers to the proposed preferential issue as approved by the Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Saturday, January 03, 2026, which is subject to approval of the members and other regulatory approvals of 4,20,00,000 Equity Shares at a preferential issue price of ₹ 4.55/- per Equity Share of the Target Company to the acquirer.
Preferential Issue of Convertible Warrants" /"Proposed Preferential Issue Convertible Warrants	refers to the proposed preferential issue as approved by the Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Saturday, January 03, 2026, subject to approval of the members and other regulatory approvals of 22,56,05,633 Warrants for cash at a price of ₹ 4.55/- per Convertible Warrant. Each Warrant is convertible into equal number of Equity Shares of the Target Company

ii. Following point has been changed in Background of the Offer in DLOF on page no 16 at point 3.1.2.8:
(3.1.2.8) The Board of Directors of the Target Company, also at their meeting held on has Saturday, January 03, 2026 proposed preferential issue subject to approval of the members and other regulatory approvals of 22,56,05,633 Warrants for cash at a price of ₹ 4.55/- per Convertible Warrant. Each Warrant is convertible into equal number of Equity Shares of the Target Company for an aggregate consideration of ₹ 1,02,65,05,631/- payable through banking channels. The terms of issuance of the warrants have been approved by the Board of Directors and are subject to the approval of the shareholders at the ensuing general meeting. Accordingly, these convertible warrants have not been considered for computing the Emerging Voting Share Capital as of the tenth working day from the closure of the tendering period, in compliance with the SEBI (SAST) Regulations. The post-conversion shareholding of each allottee will remain below the thresholds for open offer obligation prescribed under the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Accordingly open offer obligation for convertible warrants will not be triggered upon conversion under the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

iii. Following point has been changed in Background of the Offer in DLOF on page no 16 at point 3.1.2.9:
(3.1.2.9) The Board of Directors of the Target Company at their meeting held on Saturday, January 03, 2026, has authorized a allotment of Equity Shares on preferential Basis of 4,20,00,000 (Four Crore Twenty Lakh) fully paid up equity shares of face value of Rs 2/- (Rupees Two only) each representing 24.91% (Twenty Four Point Ninety One) of Emerging Voting Share Capital of the Target Company for aggregate consideration of ₹ 19,11,00,000/- to the acquirer in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereto (SEBI ICDR Regulations, 2018).

iv. Following point has been changed in Details of the Proposed Offer in DLOF on page no 18 at point 3.2.3:
(3.2.3) The Acquirer hereby make this Offer to the existing shareholders (other than the parties to the SPA) to acquire up to 4,38,34,271 (Four Crore Thirty Eight Lakhs Thirty Four Thousand Two Hundred Seventy One) Equity Shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two Only) constituting 26% of the Emerging Voting Share capital of the Target Company on the 10th (Tenth) working day from the closure of the Tendering Period ("Offer Size") at a price of ₹ 4.54/- (Rupees Four point Fifty Four Paisa Only) per Equity Share payable in cash, subject to the terms and conditions set out in the Public Announcement, the Detailed Public Statement, and the Letter of Offer, that will be sent to the shareholders of the Target Company.

v. Following point has been changed in Details of the Proposed Offer in DLOF on page no 19 at point 3.2.9
(3.2.9) The Acquirer have deposited an amount of ₹ 3,90,00,000.004,98,00,000/- i.e., equal to 25.00% of the total consideration payable in the Offer, assuming full acceptance in the Escrow Account pursuance of this Offer. The amount deposited in the escrow account is in compliance with the requirement of deposit of escrow amount as per Regulation 17 of SEBI (SAST) Regulation, 2011, i.e. 25% of the offer consideration payable to the Public under this open offer. The cash deposit has been confirmed by the Escrow Agent vide its letter dated January 06, 2026 for amount of Rs 3,90,00,000 and for additional deposit on account of revision in offer size amounting to Rs 1,08,00,000 has been confirmed vide letter dated February 02, 2026.

vi. Following point has been changed in Justification of Offer Price in DLOF on page no 33 at point 6.1.2
(6.1.2) The annualized trading turnover in the equity shares of the Target Company on BSE and NSE based on trading volume during the 12 (twelve) calendar months prior to the month of Public Announcement (January 01, 2025 to December 31, 2025) is as given below:

Name of the Stock Exchange	Total number of Equity Shares traded during the 12 (Twelve) calendar months prior to the month of PA	Total Number of Listed Shares	Annualized Trading Turnover (in terms of % to Total Listed Shares)
BSE	87,46,011	12,65,93,350	6.91%
NSE	2,40,91,654	12,65,93,350	19.03%

(Source: www.bseindia.com and www.nseindia.com)
Based on the information provided above, the Equity Shares of the Target Company are frequently traded on the NSE and BSE within the explanation provided under Regulation 2 (1) (j) of the SEBI (SAST) Regulations.

vii. Following point has been changed in Justification of Offer Price in DLOF on page no 34 at point 6.1.4
Based on the information available on the website of BSE and NSE, the equity shares of the Target Company are not frequently traded on the NSE and BSE (within the meaning of explanation provided in 2(j) of the SEBI (SAST) Regulations). Hence, the Offer Price of ₹ 4.54/- (Rupees Four Point Fifty-Four Paisa Only) per fully paid-up Equity Share has been determined as per the parameters as set out in terms of Regulation 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations:

(a)	The highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an open offer	₹ 3.55/-
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisitions, whether by the acquirer, during the fifty-two weeks immediately preceding the date of the public announcement	NA(1)
(c)	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the acquirer, during the twenty-six weeks immediately preceding the date of the public announcement	NA(1)
(d)	the volume-weighted average market price of such shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	₹ 4.54/-
(e)	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the acquirer and the manager to the open offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	NA(2)
(f)	The per Equity Share value computed under Regulation 8(5) of the SEBI (SAST) Regulations, if applicable	Not Applicable, since this is not an indirect acquisition of Equity Shares (2)

Source: Valuation Report dated January 03, 2026 and Addendum to the Valuation Report dated January 29, 2026 issued by RV Manish Santosh Buchasia (RV Reg. no: IBBI/RV/03/2019/12235), IBBI Registered Valuer having its Office at 306, "Gala Mart" Nr Sobo Centre, Before Safal Parisar, South Bopal, Ahmedabad - 380058, Gujarat, India Ph.: +91-9327916394, E-mail: cs@buchasia.com.

Notes:
(1) Acquirer have not made any acquisition in the shares of Target Company
(2) Not applicable as the Equity Shares are not frequently traded.
(2) Not applicable since the acquisition is not an indirect acquisition

In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of Acquirer, and Manger to the offer, the Offer Price of ₹ 4.54/- (Rupees Four Point Fifty-Four Paisa only) per Offer Share being the highest of the prices mentioned above is justified in terms of Regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations and is payable in cash.

viii. Following point has been changed in Financial Arrangement in DLOF on page no 35 at point 6.2.1
(6.2.1) The total funding requirement for the Offer (assuming full acceptances) i.e. for the acquisition of 4,38,34,271 Equity Shares of ₹ 2/- each from the public shareholders of the Target Company at Offer Price of ₹ 4.54/- (Rupees Four point Fifty Four Paisa only) per Equity Share is ₹ 19,90,07,590/- (Rupees Nineteen Crore Ninety Lakhs Seven Thousand Five Hundred and Ninety only) (the "Offer Consideration").

ix. Following point has been changed in Financial Arrangement in DLOF on page no 35 at point 6.2.5
(6.2.5) In accordance with Regulation 17(1) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the Acquirer has opened an escrow cash account bearing Account No. 000405165316 ("Escrow Cash Account") with ICICI Bank Limited, a banking company duly incorporated under the Companies Act, 1956 and registered as a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 and having its registered office at ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara – 390007, Gujarat, and acting through its branch situated at ICICI Bank Limited, Capital Markets Division, 5th Floor, HT Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400020. Pursuant thereto, the Acquirer initially made a cash deposit of ₹ 3,90,00,000/- (Rupees Three Crore Ninety Lakh only) in the Escrow Cash Account, which was confirmed by the Escrow Agent vide its letter dated January 06, 2026.
Subsequently, in view of the revision in the Offer Price and the resultant increase in the total offer consideration, the Acquirer made an additional cash deposit of ₹ 1,08,00,000/- (Rupees One Crore Eight Lakh only) on January 31, 2025, thereby increasing the aggregate amount deposited in the Escrow Cash Account to ₹ 4,98,00,000/-.
The aggregate amount deposited in the escrow account is in compliance with the requirement of deposit of escrow amount in terms of Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, i.e. 25% of the total consideration payable to the Public Shareholders under the Open Offer.

x. Under Para 10 'DOCUMENTS FOR INSPECTION' following point has been added in documents for inspection:
• Escrow Agreement dated January 06, 2026 executed between Acquirer, ICICI Bank Limited and Grow House Wealth Management Private Limited along with addendum escrow agreement dated 05th February, 2026.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

GROW HOUSE WEALTH MANAGEMENT

Grow House Wealth Management Private Limited
(CIN: U67100GJ2022PTC133630)
A-606, Privilon, B/H. Iscon Temple, Ambli-Bopal Road, S.G. Highway, Ahmedabad-380054, Gujarat, India
Tel: +91 79353 33132 / +91-79-35333682
E-mail: takeover@growhousewealth.com
Website: www.growhousewealth.com
Contact Person: Mr. Hill Shah
SEBI Reg. No: INM000013262
Validity: Permanent

For and on behalf of the Acquirer and PAC:

Sd/-
Kunjit Maheshbhai Patel
Acquirer
Place: Ahmedabad
Date: February 09, 2026

১ রানের জন্য সুদীপের ট্রিপল সেঞ্চুরি মিস!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানী, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ রনজির কোয়ার্টার ফাইনালের তৃতীয় দিন। অন্ধ্রের সত্যনারায়ণ রাজুর বলটা মিড উইকেটের দিকে ঠেলে দিয়ে একটা রান নিলেন। অন্য প্রান্তে পৌঁছেই খুলে ফেললেন হেলমেট। সঙ্গে দু'হাতের গ্লাভসও। তারপর ডান হাতে বল ছোড়ার ভঙ্গি করলেন। শোনা গেল, দলের থ্রোয়ার বাহার আলির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রথম শ্রেণির কেরিয়ারে নিজের প্রথম দ্বিশতরানটা উদযাপন করেছিলেন সুদীপ ঘরামি। চতুর্থ দিনের স্কোরবোর্ড বলছে, মারাত্মক কিছু অঘটন না ঘটলে সেমিফাইনালের টিকিট পাওয়া নিশ্চিত বাংলার। কিন্তু কে জানত, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্য 'ট্র্যাজেডি' অপেক্ষা করে আছে! দ্বিতীয় দিন যখন ব্যাট করতে নামেন সুদীপ, বাংলার রান ৩ উইকেটে ৪৩। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল বাংলার। একটা সময় মনে হচ্ছিল, বড় লিড না পেয়ে যায় অন্ধ্রপ্রদেশ! এরপর বুক চিতিয়ে লড়াই করলেন সুদীপ। সঙ্গে কখনও পাল্লা দিলেন সুমন্ত গুপ্ত। কখনও শাকির গান্ধী। কিন্তু টলানো যায়নি সুদীপের মজবুত ডিফেন্সকে। তৃতীয় দিনের শেষে ৪৫১ বলে ২১৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। তাঁর লড়াইয়ে মুগ্ধ হয়ে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বার্তা দিয়েছিলেন, 'এবার তিনশো করতে হবে'। সেই লক্ষ্যেই একেবারে নিখুঁত ভাবে এগোচ্ছিলেন সুদীপ। কিন্তু চতুর্থ দিন কল্যাণীর ২২ গজ অদ্ভুত আচরণ করছে। বল অনবরত নিচু হয়ে যাচ্ছে। সেটাই 'শত্রু' হয়ে দাঁড়াল সুদীপের। ১৯৩.২ ওভারে শাইক রশিদের বলটা আচমকাই নিচু হয়ে গেল। ব্যাটটা বলের লাইনে গিয়ে নামালেন ২৬ বছর বয়সি ক্রিকেটার। তাতেও রক্ষা করা গেল না। তিনশো থেকে মাত্র একটা রান দূরে 'দুর্ভাগ্যের' শিকার হওয়া সুদীপ ফিরলেন সাজঘরে। ভাগ্যের পরিহাসে বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীরা তখন হাহুতাশ করছেন। 'ইস, একটা মাত্র রান!' হ্যাঁ এই একটা মাত্র রান কতটা 'ঘাতক' হতে পারে, তা হয়তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন সুদীপ! একটা মাত্র রান করতে পারলে প্রথমবার তিনশো রান করতেন তিনি। সঙ্গে তৃতীয় বঙ্গ ক্রিকেটার হিসাবে এই মাইলফলকও ছুঁতেন। ১৯৯৮ সালে দেবাং গান্ধী, ২০২০ সালে মনোজ তিওয়ারি ছাড়া বাংলার হয়ে ত্রিশতরান করতে পারেননি কেউ। ঘাতক উইকেটের দুর্ব্যবহারে তাঁদের সঙ্গে এক কাতারে বসা হল না সুদীপের। ক্রিকেট ইতিহাসে ২৯৯ রানে আউট হয়েছেন মাত্র তিন জন। কিংবদন্তি কিউয়ি ক্রিকেটার মার্টিন ক্রো (১৯৯১) এবং ওয়েলসের মাইক পাওয়েল (২০০৬)। তাঁদের সঙ্গে অবশ্য একাসনে বসলেন সুদীপ ঘরামি।

এশিয়ান ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্সে ইতিহাস

হেপ্টাথলনে সোনা তেজস্বীন শঙ্করের!

তিয়ানজিন, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতের ক্রীড়ার ইতিহাসে যুক্ত হল আরও একটি গর্বের অধ্যায়। এশিয়ান ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ হেপ্টাথলনে ভারতের হয়ে সোনা জিতলেন তেজস্বীন শঙ্কর। তিয়ানজিন স্টেডিয়ামে তাঁর এই অসাধারন সাফল্যের পর বেজে উঠল ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। নিজের জাতীয় রেকর্ড ভেঙে সোনা আনলেন ভারতের অ্যাথলিট। এই ঐতিহাসিক জয়ের ফলে আবারও তিনি গর্বিত করলেন গোটা দেশকে। তেজস্বীন শঙ্কর মোট ৫৯৯৩ পয়েন্ট করে, ভারতের হয়ে রেকর্ড গড়েন। মাত্র ৭ পয়েন্টের জন্য তিনি ৬০০০ পয়েন্টের মাইলফলক ছুঁতে পারেননি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই স্কোর বিশ্ব স্তরের অ্যাথলেটিক্সদেরকে পর্যায়ে পড়ে। ভারতীয় হেপ্টাথলনের ইতিহাসে এমন পারফরম্যান্স আগে কখনও দেখা যায়নি। হেপ্টাথলন ইভেন্টে সাতটি আলাদা আলাদা প্রতিযোগিতা থাকে। ৬০ মিটার দৌড়, লংজাম্প, শটপাট, হাইজাম্প, ৬০ মিটার হার্ডলস, পোল ভল্ট এবং ১০০০ মিটার দৌড়। প্রতিটি ইভেন্টেই দক্ষতা ও শক্তির প্রয়োজন হয়। তেজস্বীন সাতটি ইভেন্টেই খুবই ভালো পারফর্ম করেন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে মেন্স হাইজাম্পের জাতীয় রেকর্ডও। প্রতিটি ইভেন্টেই চাপ ছিল প্রবল। কিন্তু শান্ত মাথায় নিজের ইভেন্টে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেন তেজস্বীন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মবিশ্বাস হারাননি তিনি। ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে ডেকাথলনে রূপো পেয়েছিলেন শঙ্কর। এই সাফল্য শুধুমাত্র একটি পদক জয় নয়। এটি ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের শক্তি। তিয়ানজিনে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বাজার সেই মুহূর্ত, ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তেজস্বীন শঙ্কর আবারও প্রমাণ করে দিলেন যে, ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সরাও বিশ্বের সেরা অ্যাথলেটিক্সদেরকে পাল্লা দিতে পারে। এশিয়ান ইন্ডোর থেকে আরও চারটি পদক এসেছে। হাইজাম্পে রূপো পূজার, শটপাটে রুপো তেজিন্দর সিং টুরের, লংজাম্পে ব্রোঞ্জ অ্যান্সি সোজানের। হাইজাম্পে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন আদর্শ রাম জ্যোতির।

আইএসএলে লাল-হলুদের দশ হোম ম্যাচ

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ এই সপ্তাহের শেষের দিক থেকেই শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। যেখানে প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং কেরালা ব্লাস্টার্স। গতবার সেরার সেরা হওয়ার সুবাদে এবার সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বাগান ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে দেশের প্রথম ডিভিশনের এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। ঠিক একদিন পর অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে টুর্নামেন্টের অভিযান শুরু করবে ময়দানের আরেক প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে জন আব্রাহামের শক্তিশালী নর্থইস্ট ইউনাইটেড। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে আয়োজিত হতে চলেছে সেই ম্যাচ। যেই ম্যাচের জন্য মুখিয়ে রয়েছে আপামর লাল-হলুদ জনতা। বলাবাহুল্য, এবারের এই টুর্নামেন্টে মূলত সুইস মডেলের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হলেও সূচি অনুযায়ী মোট দশটি হোম ম্যাচ পাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। অর্থাৎ নর্থইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচ ছাড়া ও আরও নয়টি ম্যাচ নিজেদের শহরের বুকেই খেলবে অস্কার ব্রুজোর ছেলেরা। বলাবাহুল্য, এবার হোম গ্রাউন্ড হিসেবে রাখা হয়েছে কিশোর ভারতী ফুটবল স্টেডিয়ামকে। সেই অনুযায়ী নিজেদের হোম ম্যাচ গুলি আয়োজিত হবে এই মাঠেই। নর্থইস্ট ম্যাচের পর আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি তাঁদের পরবর্তী ম্যাচ। যেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। দিন ছয়েক বিরতির পর আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারি তাঁদের তৃতীয় ম্যাচ। যেখানে প্রতিপক্ষ ওয়েন কোয়েলের জামশেদপুর এফসি। ৫ই মার্চ চতুর্থ ম্যাচ। যেখানে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে খেলতে হবে সাউল ক্রেসপোদের। সুপার কাপ ফাইনালের হতাশা ভুলে দল আদৌও বদলা নিতে পারে কিনা সেদিকে নজর থাকবে প্রত্যেকের। দিন আটেক পর নিজেদের ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের সঙ্গে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। দিন ছয়েকের ব্যবধানে তাঁদের প্রথম ডার্বি। যেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে পড়শী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তারপর ১১ই এপ্রিল চেন্নাইয়িন এফসির সাথে দলের খেলা। যদিও এটি অ্যাওয়ে ম্যাচ। তবে ১৬ই এপ্রিল ফের হোম ম্যাচ। বিপক্ষে রয়েছে রেনেডি সিংয়ের বেঙ্গালুরু এফসি। পরের সপ্তাহে দল লড়াই করবে পাঞ্জাব এফসির সাথে। ২৮শে এপ্রিল লড়তে হবে জগন্নাথের রাজ্যের ফুটবল ক্লাব ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে। তারপর মে মাসের তৃতীয় দিনে রয়েছে বহু প্রতীক্ষিত ডার্বি ম্যাচ। সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লড়াই করতে হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিপক্ষে। যে ম্যাচ নিয়ে বহু আগে থেকেই উন্মাদনা তৈরি হয়েছে সমর্থকদের মধ্যে। দিন চারেক ব্যবধানে পরবর্তী অ্যাওয়ে ম্যাচে। যেখানে লড়াই করতে হবে শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির সঙ্গে। আগামী ১৭ই মে লাল-হলুদের শেষ ম্যাচ। ভুবনেশ্বরে তাঁদের লড়তে হবে নয়া দল ইন্টার কাশীর সঙ্গে।

দেম্বেলের জোড়া গোল, বড় জয়ে আবার শীর্ষে পিএসজি

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ লিগ আঁ রবিবার রাতে ঘরের মাঠে ৫-০ গোলে জিতেছে পিএসজি। দ্বিতীয়ার্ধে ফাকুন্দো মেদিনার আত্মঘাতী গোলের পর, পিএসজির শেষ দুটি গোল করেন খাভিচা কাভারাস্খেলিয়া ও লি কাং-ইন দুজনই এই অর্ধে বদলি নেমেছিলেন। দ্বাদশ মিনিটেই দলকে এগিয়ে নেন ২০২৫ সালের ব্যালন ডি'অর জয়ী ও ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড় দেম্বেলে। ৩৭তম মিনিটে দুর্দান্ত এক গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এই ফরাসি তারকা। ডান দিক দিয়ে প্রতিপক্ষের একজনকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন দেম্বেলে, সেখানে আরেকজনকে কাটিয়ে জোরাল শটে কাছের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান প্রাক্তন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড। ৬৪তম মিনিটে নিজেদের জালেই বল পাঠান মার্সেইয়ের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার মেদিনা। ৬২তম মিনিটে দিজিরে দুয়ের বদলি নামার তিন মিনিট পরই জালের দেখা পান জর্জিয়ার ফরোয়ার্ড কাভারাস্খেলিয়া। ৬৮তম মিনিটে বার্কোলার বদলি নেমে, ৭৪তম মিনিটে দলের পঞ্চম গোলটি করেন লি কাং-ইন। আগের দিন পিএসজিকে টপকে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছিল লঁস। টানা সপ্তম জয়ে হারানো জায়গা ফিরে পেল পিএসজি। ২১ ম্যাচে ১৬ জয় ও তিন ড্রয়ে শিরোপাধারীদের পয়েন্ট হলো ৫১। সমান ম্যাচে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে লঁস। ৪২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে লিওঁ, ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে চারে মার্সেই।

ভালেন্সিয়ার মাঠে রিয়াল মাদ্রিদের ঘাম ঝরানো জয়

চোটের ছোবলে রিয়াল মাদ্রিদের রক্ষণভাগের অবস্থা আগে থেকেই নাজুক। আঘাত লেগেছে মাঝমাঠ ও আক্রমণেও। পারফরম্যান্সে এর প্রভাব পড়ল প্রবলভাবে। তবে দ্বিতীয়ার্ধের দুই গোলে জয় ঠিকই পেল মাদ্রিদের দলটি।

সংবাদ সংস্থা, ভালেন্সিয়া, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ ভালেন্সিয়ার মেস্তায়া স্টেডিয়ামে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে আলভারো আরবেলোয়ার দল। আলভারো কাররেরাস দারুণ গোলের পর ব্যবধান বাড়ান কিলিয়ান এমবাপে। লিগে টানা সপ্তম জয়ের পর, ২৩ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। সমান ম্যাচে ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। কার্ডের নিষেধাজ্ঞায় ভিনিসিউস জুনিয়র এবং চোটের কারণে জুড বেলিংহ্যাম ও রদ্রিগোকে ছাড়া খেলতে নামে রিয়াল। মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগে গুরুত্বপূর্ণ তিন খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে বেশ ভুগতে দেখা যায় দলটিকে। ম্যাচের প্রথমদিকে অবশ্য কারো আক্রমণেই খুব বেশি ধার ছিল না। এর মাঝেই ভালো দুটি সুযোগ পান এমবাপে তবে চ্যালেঞ্জের মুখে ও দুর্বল শটে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে পরীক্ষায় ফেলতে পারেননি তিনি। সময়ের সঙ্গে খেলায় কিছুটা গতি ফেরে। ২৮তম মিনিটে প্রথমার্ধের সেরা সুযোগটি পায় রিয়াল। প্রথমবার লা লিগায় শুরুর একাদশে নামা দাভিদ হিমেনেস ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে শট নেন, সেটা পা দিয়ে আটকে দেন গোলরক্ষক। বিরতির পর আবার ধীর গতির হয়ে পড়ে রিয়াল। উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারছিল না এমবাপে-গন্সালো গার্সিয়ারা। অবশেষে অসাধারণ নৈপুণ্যে ডেডলক ভাঙেন আলভারো কাররেরাস। ৬৫তম মিনিটে আরেক ডিফেন্ডার ডিন হাউসেনের পাস পেয়ে, দুজনের মধ্যে দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে, একজনকে কাটিয়ে আরেকজনের পায়ের নিচ দিয়ে শটে গোলটি করেন তরুণ স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। ছয় মিনিট পরেই গোলটি শোধ করে দিতে পারত ভালেন্সিয়া। তবে লুকাস বেল্তানের শট পোস্টে বাধা পেলে বেঁচে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ৭৬তম মিনিটে গার্সিয়া ও হিমেনেসকে তুলে ব্রাহিম দিয়াস ও চোট কাটিয়ে ফেরা ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডকে নামান রেয়াল কোচ। ৮২তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ তৈরি করেন এমবাপে। কিন্তু শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। যোগ করা সময়ে তিনি আর ব্যর্থ হননি। দিয়াসের পাস পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। এবারের লিগে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাপের গোল হলো ২৩টি। আর ভালেন্সিয়ার হতাশাময় যাত্রা আরও দীর্ঘ হলো। ২৩ ম্যাচে দশম হারের পর, ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৭তম স্থানে আছে দলটি।

দিয়াসের হ্যাটট্রিকে জয়ে ফিরল বায়ার্ন মিউনিখ

মিউনিখ, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় রবিবার বুন্ডেসলিগার ম্যাচটি ৫-১ গোলে জিতেছে আয়োজকরা। মাচের সবগুলো গোলেই জড়িয়ে দিয়াসের নাম। সপ্তদশ মিনিটে হফেনহাইমের ডি-বক্সে দিয়াসকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন নাইজেরিয়ার ডিফেন্ডার কেভিন আর ওই স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন কেইন। ৪৫তম মিনিটে আবার ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হন কলম্বিয়ার ফরোয়ার্ড দিয়াস এবং ফের স্পট কিকে গোল করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড কেইন। ওই দুই গোলের মাঝে হফেনহাইম অবশ্য একবার সমতায় ফিরেছিল। ৩৫তম মিনিটে তাদের একমাত্র গোলটি করেন আন্দ্রেই ক্রামারিচ। তবে কেইনের দ্বিতীয় গোলে বায়ার্ন আবার এগিয়ে যাওয়ার পর, আর কোনো সম্ভাবনা জাগাতে পারেনি সফরকারীরা। বিরতির আগেই নিজের প্রথম গোলটি করেন দিয়াস। ৬৫তম মিনিটে কাছ থেকে ব্যবধান আরও বাড়ানোর পর, ৮৯তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন দিয়াস। গত গ্রীষ্মের দলবদলে লিভারপুল ছেড়ে বায়ার্নে যোগ দেওয়া দিয়াস জার্মান দলটির হয়ে প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন। বুন্ডেসলিগায় ২০ ম্যাচে তার মোট গোল হলো ১৩টি। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩১ ম্যাচে ১৮টি, অ্যাসিস্ট করেছেন ১২টি। এবারের বুন্ডেসলিগায় ২০ ম্যাচে ২২ গোল তালিকার শীর্ষে আছেন কেইন। তার পরেই আছেন দিয়াস। লিগে দুই ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল বায়ার্ন। ২১ ম্যাচে ১৭ জয় ও তিন ড্রয়ে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে তারা। তাদের চেয়ে ৬ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। আসরে পঞ্চম হারের পর ৪২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে হফেনহাইম।

সোবোসলাইয়ের দুর্দান্ত ফ্রি কিকের পর ম্যানচেস্টার সিটির রোমাঞ্চকর জয়

প্রথমার্ধের ছন্দহারা লিভারপুল বিরতির পর পাল্টে গেল। অনেক লক্ষ্যহীন শটের মাঝে মুহূর্তের চমকে চমৎকার একটি গোল উপহার দিলেন দমিনিক সোবোসলাই। হারের শঙ্কায় পড়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল ম্যানচেস্টার সিটি। যোগ করা সময়ে আর্লিং হলান্ডের সফল স্পট কিকে জয়ও তুলে নিল তারা।

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ অ্যানফিল্ডে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছে সিটি। বের্নার্দো সিলভার গোলে সমতায় ফিরেছিল তারা। নাটকীয় জয়ে আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান আবার ৬ পয়েন্টে নামিয়ে আনল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। সিটির মাঠে নভেম্বরে প্রথম লেগে ৩-০ গোলে উড়ে গিয়েছিল লিভারপুল। ঘরের মাঠে সম্ভাবনা জাগিয়েও প্রতিশোধ নিতে পারল না তারা। ২৫ ম্যাচে ১৫ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে সিটি। সমান ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় আর্সেনাল। ষষ্ঠ স্থানে লিভারপুলের পয়েন্ট ৩৯। মরসুমে দুর্দান্ত শুরুর পর, হঠাৎ করেই যেন গোলমুখে কিছুটা ভুগতে শুরু করেন হলান্ড। প্রিমিয়ার লিগে আগের সাত ম্যাচে মাত্র একটি গোলের দেখা পাওয়া এই তারকা স্ট্রাইকার এদিন দ্বিতীয় মিনিটেই সুবর্ণ সুযোগ পান। বের্নার্দো সিলভার ডি-বক্সে বাড়ানো থ্রু বল ধরে শটও নেন তিনি কিন্তু আগুয়ান গোলরক্ষককে ফাঁকি দিতে পারেননি। প্রথম ২৫ মিনিটে একরকম কোণঠাসা হয়ে থাকে লিভারপুল। ব্যস্ত সময় কাটে তাদের রক্ষণ ও গোলরক্ষক আলিসনের। অন্যপাশে এই সময়ে একদমই নির্ভার ছিলেন সিটি গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা। ২৬তম মিনিটে লিভারপুলের গোলের জন্য প্রথম শট নিতে পারেন মোহামেদ সালাহ, একজনের পায়ে লেগে সেটা বাইরে যায়। ৩৩তম মিনিটে আরেকবার ভালো পজিশনে বল পেয়ে আলিসন বরাবর শট নেন হলান্ড। ৪২তম মিনিটে আরেকটি পাল্টা আক্রমণে ওঠে লিভারপুল এবং ডি-বক্সে সিলভার ধাক্কায় সালাহ পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন ওঠে। রেফারির সাড়া যদিও পায়নি আয়োজকরা। প্রথমার্ধে নিজেদের খুঁজে ফেরা ও তিনটি লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নিতে পারা লিভারপুল বিরতির পর যেন গা ঝারা দিয়ে মাঠে নামে। করতে থাকে একের পর আক্রমণ। তিন মিনিটের মধ্যে দারুণ পজিশন থেকে উগো একিটিকের দুটি প্রচেষ্টা লক্ষভ্রষ্ট হয়। এরপর, ৭৪তম মিনিটে সোবোসলাইয়ের সেই দুর্দান্ত গোল। প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে বুলেট গতির ফ্রি কিক নিলেন হাঙ্গেরির মিডফিল্ডার। বল হাওয়ায় বাঁক খেয়ে পোস্টে লেগে জালে জড়াল। জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন দোন্নারুম্মা। চলতি মরসুমে এই নিয়ে সরাসরি ফ্রি কিকে চারটি গোল করলেন সোবোসলাই। লিভারপুলের জার্সিতে ২০১২-১৩ মরসুমের পর যা সর্বোচ্চ সেই মরসুমে পাঁচটি করেছিলেন লুইস সুয়ারেজ। নির্ধারিত সময়ের ছয় মিনিট বাকি থাকতে সিলভার দারুণ গোলে সমতায় ফেরে সিটি। হলান্ডের হেড পাস ছয় গজ বক্সের মুখে পেয়ে, স্লাইড ভলিতে আলিসনকে পরাস্ত করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার। এবারের প্রিমিয়ার লিগে ২৫ ম্যাচে প্রথম জালের দেখা পেলেন সিলভা। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ডি-বক্সে মাথেউস নুনেসকে ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক ফাউল করলে পেনাল্টি পায় সিটি। এবং সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন হলান্ড। প্রিমিয়ার লিগে তিন ম্যাচ পর জালের দেখা পেলেন নরওয়ের তারকা। আসরে ২৫ ম্যাচে তার মোট গোল হলো ২১টি। সময় ফুরিয়ে আসছিল, তাই শেষ চেষ্টায় পোস্ট ছেড়ে আক্রমণে উঠে যান আলিসন। সেই সুযোগে মাঝমাঠ থেকে শটে বল জালে পাঠান হায়ান শেরকি। শেষ পর্যন্ত তা ব্যবধান না বাড়ালেও, বলের পিছু ছোটা হলান্ডকে পেছন থেকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন সোবোসলাই। গোল উদযাপন ও নানা ঘটনায় সাত মিনিট যোগ করা সময়ের খেলা চলে ১৫ মিনিট পর্যন্ত। শেষের বাঁশি বাজতেই হতাশায় নুইয়ে পড়ে লিভারপুল, আর সিটি শিবিরে ফেরে শিরোপা লড়াইয়ে টিকে থাকার স্বস্তি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com